পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 238 Wednesday, 29 July, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৩৮ সংখ্যা ❋ ১২ শ্রাবণ ১৪৩৩, বুধবার, ২৯ জুলাই ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

৩৬ অফিসার, ৩১ ইন্সপেক্টরের বদলের বিজ্ঞপ্তি নবান্নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ জুলাইঃ পুলিশ ও প্রশাসনের একগুচ্ছ পদে রদবদল। সোমবার রাতে বদলি করা হয়েছে ৩৬ জন ডব্লুবিসিএস অফিসারকে। নতুন পদে বদলি করা হয়েছে তাঁদের। নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট সমস্ত অফিসারদের অবিলম্বে তাঁদের নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে হবে। এছাড়া পুলিশ প্রশাসনেও বড় রদবদল হয়েছে। এছাড়া, রাজ্য পুলিশে ৩১ জন ইন্সপেক্টর পদেও রদবদল করা হয়েছে। রাজ্যে আট মহিলা থানার আইসি বদল করা হয়েছে। অর্থ দফতর, পরিবহন দফতরের, বিশেষ সচিব পদে রদবদল করা হয়েছে। মালদহ, বালুরঘাট সহ একাধিক জায়গায় এসডিও বদল করা হয়েছে। ডিএম, এডিএম পদেও হয়েছে বদল। এছাড়া, পুলিশের একাধিক পদেও বদল করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে একাধিক ইন্সপেক্টরকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সিআইডি, এসটিএফ, ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ, ভিজিল্যান্স কমিশনে আনা হয়েছে নতুন আধিকারিকদের। ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, বারাসত, ব্যারাকপুর, বিধাননগর, বারুইপুরে মহিলা থানায় দায়িত্ব পেয়েছেন নতুন ইনচার্জ।

কোথায় দাঁড়িয়ে নিম্নচাপ? জানাল আবহাওয়া দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ জুলাইঃ কোথায় দাঁড়িয়ে নিম্নচাপ? হাওয়া অফিসের শেষ আপডেট বলছে এই মুহূর্তে উত্তর ওড়িশা দক্ষিণ ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিসগঢ়ের উপর অবস্থান করছে। ধীরে ধীরে এটি পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ওড়িশার উপর দিয়ে ছত্তিসগঢ়ের দিকে যাবে। কমে যাবে শক্তি। নিম্নচাপের জেরে সমুদ্র এবং সমুদ্র সংলগ্ন উপকূলের জেলাগুলিতে দমকা ঝড়ো বাতাস এবং ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা থাকছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গে এদিন মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা দেওয়া হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর,

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং ঝাড়গ্রাম জেলার কিছু অংশে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূলের অংশে এবং ঝাড়গ্রামে বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। অন্যান্য জেলাতে বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে হাওয়া বইতে পারে। বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বাতাস বইবে বাঁকুড়া পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে। বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত আপাতত ঝড় বৃষ্টির কোনও সতর্কবার্তা নেই দক্ষিণবঙ্গে। তবে বিচ্ছিন্নভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে মঙ্গলবার থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে। শনিবার ও রবিবার উইকেন্ডে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। উপরের দিকের পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে।

কাটমানি-সিন্ডিকেট রুখতে বড় পদক্ষেপ!

দুর্নীতি দমনে একগুচ্ছ টোল-ফ্রি নম্বর চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ জুলাইঃ রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের গরিমা ফেরাতে এবং পরিকাঠামোর আমূল সংস্কারে ঐতিহাসিক প্যাকেজ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

অধিকারী। ১ লক্ষ নতুন পুলিশকর্মী নিয়োগ, ১৪ হাজার কনস্টেবলকে দুর্গাপুজোর আগেই কাজে যোগদান, বকেয়া ডিএ-র ২০ শতাংশ প্রদান, ৭ম পে কমিশন কার্যকর করা এবং রেশন ভাতা বৃদ্ধির মতো একগুচ্ছ ঘোষণা করেছেন তিনি। একই সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে পেশাদার সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন ভবানী ভবনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, স্বরাষ্ট্রসচিব সঙ্গমিত্রা ঘোষ, কলকাতা পুলিশের নগরপাল অজয় নন্দা, অগ্নিমিত্রা পাল-সহ অন্যান্যরা। রাজ্য পুলিশের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং সাধারণ মানুষের অভিযোগ সরাসরি গ্রহণ করতে ৪টি বিশেষ টোল-ফ্রি নম্বর চালু করল রাজ্য সরকার। জরুরি টোল-ফ্রি নম্বর হল-১৮০০ ৩৪৫ ০১৬৬, ১৮০০ ৩৪৫ ০১৬৭, ১৮০০ ৩৪৫ ০১৬৮, ১৮০০ ৩৪৫ ০১৬৯। সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই নম্বরগুলিতে একযোগে অভিযোগ নথিভুক্ত করা যাবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি নিজেই নবান্নের বিশেষ কন্ট্রোল রুম পরিদর্শন করবেন। পাশাপাশি এই নম্বরগুলির অপব্যবহার বা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার কাজে ভুল তথ্য সরবরাহ করলে কঠোর আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। ভারতে গড়ে প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যায় ১৫৫ জন পুলিশকর্মী থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে সেই অনুপাত মাত্র ১০৬। উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের সরকারে এই সংখ্যা প্রতি লাখে ২০০। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য পুলিশে কর্মীসংকট কাটাতে উত্তরপ্রদেশকে অনুসরণ করা হবে। আগামী কয়েক বছরে ধাপে ধাপে ১ লক্ষ নতুন পুলিশকর্মী নিয়োগ হবে। বর্তমানে ৪৭ হাজার শূন্যপদ রয়েছে। ওবিসি সংক্রান্ত আইনি জট বিধানসভায় বিল এনে ও সুপ্রিম কোর্ট থেকে রাজ্য বেরিয়ে আসার ফলে কেটে গেছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১৪ হাজার কনস্টেবল দুর্গাপুজোর আগেই সরাসরি কাজে যোগ দেবেন। বিগত সরকারের আমলে বকেয়া থাকা আর্থিক সুবিধার ক্ষতিপূরণে বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে রাজ্য গঠিত সেভেন্থ পে কমিশনের রিপোর্ট জমা পড়লেই তা কার্যকর করা হবে। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ৪২ শতাংশ ডিএ পার্থক্য একবারে মেটানো সম্ভব না হলেও, আগামী অক্টোবর অর্থাৎ পুজোর মাসের বেতন থেকেই অতিরিক্ত ২০ শতাংশ ডিএ কার্যকর করা হবে। ২০১৭ সালের পর থেকে আটকে থাকা ১৫০০ টাকার পুলিশি রেশন

● এরপর ৬ পাতায়...

কোস্ট গার্ডের নীতিতে বড় বদল কেন্দ্রের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাইঃ ভারতীয় কোস্ট গার্ডের কাজে গতি আনতে এবং লিঙ্গসাম্য নিশ্চিত করতে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সংস্কারের ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। মঙ্গলবার নয়াদিল্লির কর্তব্য ভবন-২-এ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই দুটি নতুন নীতির উদ্বোধন করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং, আইসিজি-র ডিরেক্টর জেনারেল পরমেশ শিবমণি সহ একাধিক শীর্ষ আধিকারিক। আগামী ২০২৭ সালে নিজেদের সুবর্ণ জয়ন্তী দযাপন করতে চলেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। তার আগে এই নীতিগুলি বাহিনীর কর্মক্ষমতা এবং মনোবল বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারে কোস্ট গার্ডকে একটি আধুনিক ও ভবিষ্যতের দিকে তাকানো সামুদ্রিক

বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতির কথাও ফের জানিয়েছেন তিনি। কোস্ট গার্ডে অফিসার পদে নিয়োগ এবং চাকরির শর্তাবলীতে লিঙ্গসাম্য আনতে প্রথম নীতিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল, পুরুষ অফিসারদের সমকক্ষ হিসেবে এবার থেকে মহিলা প্রার্থীরাও শর্ট সার্ভিস অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং পার্মানেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট- দুই মাধ্যমেই সুযোগ পাবেন। এমনকি পুরুষ প্রার্থীরাও এখন থেকে এসএসএ-র জন্য আবেদন করতে পারবেন। একেবারে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ পর্ব থেকেই কেরিয়ারের প্রতিটি ধাপে নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীর জন্যই সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। কোস্ট গার্ডে বর্তমানে কর্মরত পার্মানেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্টের মহিলা অফিসাররাও যোগ্যতার শর্ত সাপেক্ষে উচ্চ পদে পদোন্নতির সুযোগ পাবেন। এছাড়া, শর্ট সার্ভিস অ্যাপয়েন্টমেন্ট বর্তমানে কর্মরত মহিলা অফিসাররাও নির্দিষ্ট শর্ত

● এরপর ৬ পাতায়...

অভিষেকের আমতলার কার্যালয় এখনও ভাঙা যাবে না হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ জুলাইঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমতলার কার্যালয় ভাঙা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে বড় দাবি করল রাজ্য সরকার। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনেরাল (এজি) সুরজি মিত্র মঙ্গলবার হাইকোর্টে বললেন, পাঁচতলা ওই ভবনের মামলাকারীর অংশ ভাঙাই হয়নি। অবৈধ নির্মাণের অভিযোগে যে অংশটি ভাঙা হয়েছে, তা মামলাকারীই নয়। তবে হাইকোর্ট অভিষেকের ওই কার্যালয় ভাঙা নিয়ে আগামী ৬ অগস্ট পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিল। অবৈধ নির্মাণের অভিযোগে গত ১৮ জুলাই অভিষেকের ওই কার্যালয় ভাঙা শুরু করে প্রশাসন। এর বিরুদ্ধেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভিষেক। সেই মামলায় এদিন রাজ্যের এজি বলেন, মামলাকারী জানিয়েছেন যে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস ৫০৯ এবং ৫১২ দাগ নম্বরের মালিক। কিন্তু, ওই অংশ ভাঙা হয়নি। এজি দাবি করেন, যে অংশ ভাঙা হয়েছে, তা ৫০৭ দাগ নম্বরের। মামলাকারীর দাগ নম্বরের অংশ ভাঙা হয়নি। ওই কার্যালয় ভাঙা নিয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ প্রত্যাহারের আর্জি জানান। অন্যদিকে, অভিষেকের আইনজীবী কিশোর দত্ত এদিন আদালতে দাবি করেন, ওই কার্যালয় ভাঙা নিয়ে পঞ্চায়েত আইন মানা হয়নি। নূন্যতম নোটিস দেওয়া হয়নি লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসকে। দু'পক্ষের সওয়াল শোনার পর বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ আগামী ৬ আগস্ট পর্যন্ত ওই কার্যালয় ভাঙা নিয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেন। ওই দিন দুপুর দুটোয় শুনানি। সুশান্ত মণ্ডল নামে জনৈক এক ব্যক্তি নির্মাণ নকশা ছাড়া এই পাঁচতলা ভবন তৈরি

করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। আবার স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, একটি বেকারির জায়গা দখল করে আমতলায় অভিষেকের ওই কার্যালয় তৈরি করা হয়েছে। রাজ্যে পালাবদলের পর জেলা পরিষদে ফের সুশান্ত মণ্ডলের অভিযোগ খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয় এবং নোটিস পাঠানো শুরু করেন জেলা পরিষদের কর্তারা। গত ৩০ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রশাসনের তরফে নোটিস পাঠানো হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের ডিরেক্টর হিসাবে অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস পাঠানো হয়। কারণ, এই সম্পত্তিতেও লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের নাম যুক্ত রয়েছে। গত ১৫ জুলাই দুপুর ২টোর সময় হাজির হতে বলা হয়েছিল অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত সব পক্ষকেই। নোটিসে জানানো হয়েছিল, সুশান্তের অভিযোগের ভিত্তিতে সকলকে তলব করা হচ্ছে। সব পক্ষকে নিজেদের দাবি কিংবা অভিযোগের সপক্ষে প্রয়োজনীয় নথি-প্রমাণ নিয়ে যেতেও বলা হয়েছিল। কিন্তু নোটিস পেয়েও নির্দিষ্ট দিনে কার্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে হাজিরা দেননি অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই ফের জেলা পরিষদের তরফে অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস দিয়ে জানানো হয়, আমতলার এই সুবিশাল কার্যালয় ভেঙে ফেলা হবে। সেই মতো গত ১৮ জুলাই সকাল অভিষেকের ওই কার্যালয় ভাঙার কাজ শুরু হয়। তার বিরুদ্ধেই আদালতের দ্বারস্থ হন অভিষেক।

জটিলতা না কাটলেও বাড়ছে গুরুত্ব

এনডিএ বৈঠকে মোদি-শাহের সঙ্গে সামনের সারিতে কাকলি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাইঃ জাতীয় রাজনীতিতে নতুন করে জল্পনা উসকে দিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটের (এনডিএ) সংসদীয় দলের

বৈঠক। মঙ্গলবার সকালে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডার সঙ্গে একই সারিতে বসার সুযোগ পেলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন নেত্রী তথা ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই)-এর মুখ্যসচেতক কাকলি ঘোষ দস্তিদার। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই আসন বিন্যাসই দিল্লির শাসকজোটে এনসিপিআই-এর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এনডিএ-র বৈঠকে সামনের সারিতে বসার সুযোগ পেলেন এনসিপিআই-এর মুখ্যসচেতক কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এনডিএ-র বৈঠকে সামনের সারিতে বসার সুযোগ পেলেন এনসিপিআই-এর মুখ্যসচেতক কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সূত্রের খবর, সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডানদিকে পঞ্চম আসনে বসানো হয় কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে। সাধারণত এই সারিতে এনডিএ-র শীর্ষ নেতৃত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ শরিক দলের প্রতিনিধিরাই বসেন। ফলে কাকলির এই অবস্থান ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা ব্যাখ্যা শুরু হয়েছে। বৈঠকে এনসিপিআই-এর আর এক সাংসদ শতাব্দী রায়ও উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠক এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হল, যখন নিট প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধীদের তীব্র আক্রমণের মুখে। সোমবার লোকসভায় প্রশ্নফাঁস রুখতে একটি কঠোর বিল পেশ করেছে কেন্দ্র। তবে বিরোধীদের হট্টগোলের জেরে সেই বিল নিয়ে আলোচনা শুরু করা সম্ভব হয়নি।

● এরপর ৬ পাতায়...

রাজ্যজুড়ে বেহাল রাস্তা মেরামতিতে ডেডলাইন বেঁধে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ জুলাইঃ রাজ্যজুড়ে বেহাল রাস্তাঘাট দ্রুত সংস্কারের কড়া নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘরে সব দফতরের সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। সেই বৈঠকে একাধিক জরুরি বিষয়ে কড়া বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে খারাপ রাস্তা মেরামতির জন্য আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সময়সীমা বা 'ডেডলাইন' হিসেবে বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা শহর থেকে শুরু করে জেলার সমস্ত খারাপ রাস্তা এই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের উপযুক্ত করে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাস্তা সংস্কারের কাজ যাতে কোনও জটিলতায় আটকে না থাকে, তার জন্য যৌথ উদ্যোগের কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মূলত তিনটি বড় দফতরকে অবিলম্বে মাঠে নেমে কাজ শেষ করার বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে - পূর্ত দফতর, পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতর, পঞ্চায়েত দফতরকে। সূত্রের খবর, বর্ষার পরেই যাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিভিন্ন জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক

● এরপর ৬ পাতায়...

'নির্দোষের উপর অত্যাচার হলে আইন ব্যবস্থা নেবেই'

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাইঃ ছাত্রদের 'সংসদ চলো অভিযানে' পুলিশি পদক্ষেপ নিয়ে ওঠা অভিযোগের নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত মঙ্গলবার স্পষ্ট করেন, নির্দোষ মানুষের উপর সীমা লঙ্ঘন করে অত্যাচার করা হয়ে থাকলে আইনের যথাযথ ব্যবস্থা অবশ্যই নেওয়া হবে। তবে তার আগে সম্পূর্ণ স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত হওয়া জরুরি। জবাবদিহি নিশ্চিত না হলে এমন তদন্তের কোনও তাৎপর্য থাকে না বলেও পর্যবেক্ষণ আদালতের। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং

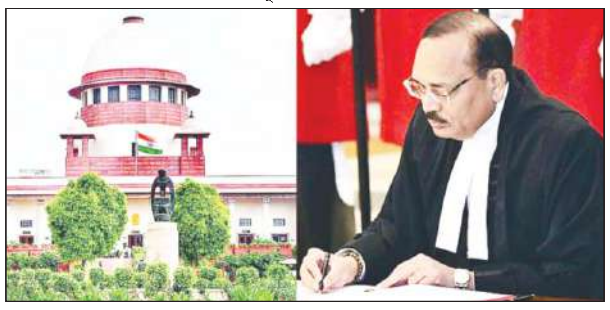

বিচারপতি ভি. মোহনার বেঞ্চ ২০ জুলাইয়ের 'পার্লামেন্ট মার্চ'-এ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপ সংক্রান্ত একাধিক মামলার শুনানি করে। মামলাকারীদের দাবি, অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে দেশজুড়ে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মোকাবিলায় অভিন্ন নির্দেশিকা তৈরি করা হোক। শুনানিতে আদালত জানায়, গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। তদন্তকারী কমিটির গঠন পরে ঘোষণা করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। আদালতে প্রবীণ আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণনের দাবি, বিষয়টি শুধু দিল্লির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মধ্যপ্রদেশ, নাগপুর, বিহার-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একই ধরনের ঘটনার অভিযোগ সামনে এসেছে। ফলে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করেই বিষয়টি দেখা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে

● এরপর ৬ পাতায়...

নিট বিক্ষোভের নামে দেশবিরোধী কার্যকলাপ! রাজপথে এবিভিপি, ধর্মতলায় বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ জুলাইঃ নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিক্ষোভ মিছিলে রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপ! ভারতকে অশান্ত করার চেষ্টা টুকরে টুকরে গ্যাংয়ে। মিছিলে গুন্ডাগিরি, ইচ্ছাকৃতভাবে অশান্তি। এই সবের বিরুদ্ধে রাজপথে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। 'শিক্ষা সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চে'র মিছিলে নামল এই ছাত্র সংগঠন। আজ, মঙ্গলবার শিয়ালদহ, হাওড়া থেকে এবিভিপি ছাত্র সংগঠনের

নেতারা ধর্মতলায় জড়ো হন। হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে মিছিলে নামেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, ছাত্র আন্দোলনের নামে দেশ বিরোধী চক্রান্ত কাজ করছে। এই মিছিলে শুধু ছাত্ররা নয় পা মিলিয়েছেন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরাও। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, ''আগেও পেপার লিকের মতো কাণ্ড ঘটেছে। তবে আমরা তা সমর্থন করছি না। কিন্তু যেভাবে দেশকে অশান্ত করার চক্রান্ত করা তার বিরুদ্ধে মিছিল। দেশ বিরোধী শক্তির পতন হোক।'' উল্লেখ্য, নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের পর দিল্লিতে বিক্ষোভ দেখায় ককরোচ জনতা পার্টি। তাঁদের সংসদ চলো অভিযানে ব্যাপক অশান্তি হয়। সেই আঁচ এসে পৌঁছয় কলকাতাতেও। ধর্মতলায় বিভিন্ন বাম সংগঠনের ডাকে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। সেই মিছিলে অশান্তি, সাংবাদিকদের নিগ্রহ করা হয় বলে অভিযোগ। সেই ঘটনায় গুন্ডাদমন আইনে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ইচ্ছা করে গণ্ডগোল পাকানো হয়েছে। সেই ঘটনার তদন্ত চলছে। এবার সেই অশান্তি ও সাংবাদিকদের মারধরের ঘটনার প্রতিবাদে রাজপথে নামল এবিভিপি।

নিট বিক্ষোভ নিয়ে সব মামলা প্রত্যাহার কেন্দ্রের, বিজ্ঞপ্তি জারি বিহার, অসমে, মুক্তি দেওয়া হবে ধৃতদেরও

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাইঃ প্রতিশ্রুতি মতোই নিট বিক্ষোভ নিয়ে সব মামলা প্রত্যাহার করে নিল কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবারের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে ফের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছিল সিজেপি। তারপর থেকেই মামলা তুলে নিতে শুরু করে একের পর এক রাজ্য। আগেই এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল বিহার সরকার। এবার সেই একই পথে হেঁটে একে একে অসম, রাজস্থানও সব মামলা তুলে নিয়েছে। ভবিষ্যতেও কোনও আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ করা হবে না বলে প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবারের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে আবারও আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছিল ককরোচ জনতা পার্টি। সিজেপি দাবি করেছিল, কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপ বন্ধ হয়নি। দলের দাবি, এখনও ছাত্রদের গ্রেফতার করা হচ্ছে এবং ভলান্টিয়ারদের ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। হয়রানি করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মামলা যে তুলে নেওয়া হচ্ছে, সেই বিষয়ে প্রতিশ্রুতির লিখিত চুক্তি দেওয়া

হয়নি সরকারের তরফে। মঙ্গলবারের মধ্যে যদি তা না দেওয়া হয়, তাহলে আবারও তাঁরা আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন। সিজেপির এই হুঁশিয়ারির পরই বিহার সরকারের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সেখানেই জানানো হয়, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সব মামলা তুলে নেওয়া হচ্ছে। জানানো হয়, ধৃত আন্দোলনকারীদেরও ছেড়ে দেওয়া হবে। অসম সরকারের তরফে জানানো হয়, ধৃত আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে তদন্তকারী সংস্থা কোনও আইনি পদক্ষেপ করবে না। মামলা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু হবে শীঘ্রই। বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে আর কোনও আইনি পদক্ষেপ করা হবে না বলেও আশ্বস্ত করা হয়। পরে রাজস্থানের তরফেও একই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। তবে, ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হলেও দাগি আসামি-দের বিরুদ্ধে তদন্ত জারি রাখছে পুলিশ। অন্যদিকে, বিহারের সিওয়ানে প্রতিবাদকারীদের উপর একে৪৭ থেকে গুলি ছোড়ার অভিযোগে এক কনস্টেবলকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। দিল্লির কনট প্লেসে পেলেট গান ব্যবহার করার অভিযোগে এক র‍্যাফ জওয়ানের বিরুদ্ধে বিচারবিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে সিআরপিএফ। প্রতিশ্রুতির পরও একাধিক প্রতিবাদকারীকে আটক এবং গ্রেফতার করে রাখা

● এরপর ৬ পাতায়...

স্বস্তির বৃষ্টি দিল্লিতে, মনোরম হয়ে উঠল আবহাওয়া

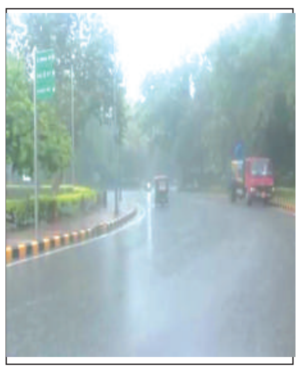

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৮ জুলাই ঃউত্তর ভারতে এই মুহূর্তে সক্রিয় রয়েছে মৌসুমী বায়ু। এর প্রভাবে দিল্লি-সহ বিভিন্ন রাজ্যে বৃষ্টি হচ্ছে। মঙ্গলবারও স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি। সকালে দিল্লিজুড়ে ঝেঁপে বৃষ্টি নামে। এই বৃষ্টির পর ঘর্মাক্ত গরম থেকে স্বস্তি মিলেছে, মনোরম হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। মান্ডি হাউস, সেনা ভবন, কর্তব্য পথ-সহ দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় এদিন সকালে বৃষ্টি হয়েছে।মঙ্গলবার সকালে দিল্লি ও জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টিপাত হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর পক্ষ থেকে দিল্লিতে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আইএমডি-র তথ্য অনুযায়ী, সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত শহরের প্রধান আবহাওয়া কেন্দ্র সফদরজং-এ ৩২.৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য কেন্দ্রের মধ্যে রিজ-এ ৩৭.৬ মিলিমিটার, লোধি রোডে ৩৬.৭ মিলিমিটার, আয়ানগরে ৪ মিলিমিটার এবং পালামে ০.৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। দিল্লিতে এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৮ ডিগ্রি কম।

নীল-সাদা অতীত! এবার দৃশ্যমান গেরুয়া রঙে লেখা 'নবান্ন'

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের প্রায় তিন মাস পর প্রশাসনিক সদর দফতর নবান্নে শুরু হয়েছে দৃশ্যমান পরিবর্তনের কাজ। এতদিন ভবনের গায়ে নীল-সাদা রঙে লেখা থাকা 'নবান্ন' নামটি এবার গেরুয়া রঙে রাঙানো হচ্ছে। গত সোমবার সকাল থেকেই ভবনের সামনে কর্মীদের পুরনো রঙ মুছে নতুন রঙ করার কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। নিরাপত্তার মধ্যেই ধাপে ধাপে রং করার কাজ চলছে। নবান্ন রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র। মুখ্যমন্ত্রী, বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রী এবং শীর্ষ আমলাদের দফতর এই ভবনেই অবস্থিত। ফলে ভবনের বাহ্যিক পরিচয়ে এই পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। যদিও এই রঙ পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এটি নতুন সরকারের প্রতীকী বার্তা হিসেবেও ব্যাখ্যা করা হতে পারে। অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের একাংশ এই পরিবর্তনের তাৎপর্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। গত সোমবার ভবনের সামনে দিয়ে যাওয়া বহু সাধারণ মানুষ এই পরিবর্তনের কাজ প্রত্যক্ষ করেন এবং অনেকেই মোবাইল ফোনে ছবি বন্দি করেন। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, দ্রুত গতিতে কাজ চলছে এবং খুব শিগগিরই সম্পূর্ণ গেরুয়া রঙে 'নবান্ন' নামটি ভবনের গায়ে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। এই পরিবর্তনের পর প্রশাসনিক ভবনে আরও কোনও পরিবর্তন আনা হবে কি না, সেদিকেও নজর রয়েছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের।

বিমান যাত্রীদের জন্য সুখবর, উত্তর ভারতের আন্তর্জাতিক গেটওয়ে এখন অমৃতসর

অমৃতসর, ২৮ জুলাই ঃবিমান যাত্রীদের জন্য সুখবর, একইসঙ্গে অমৃতসর হয়ে উঠল উত্তর ভারতের আন্তর্জাতিক গেটওয়ে। এমওসিএ-র সচিব সমীর কুমার সিনহা এবং এএআই-এর চেয়ারম্যান বিপিন কুমার মঙ্গলবার 'দিল্লির মাধ্যমে অমৃতসরকে বিশ্বের সঙ্গে সংযোগকারী হাব অ্যান্ড স্পোক ফ্লাইট পরিষেবা'-র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী কিনজারাপু রাম মোহন নাইডু ভার্চুয়ালি এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, পঞ্জাব থেকে লন্ডন, টরন্টো অথবা দুবাই যেতে চাইলে যাত্রীদের প্রথমে দিল্লি পৌঁছতে হতো সেখানে আবার মালপত্র সামলানো, দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানো এবং অভিবাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার মতো ঝক্কি পোহাতে হতো। এই তাড়াহুড়ো ও ঝামেলায় দিনের অর্ধেকটাই সময় কেটে যেত। কিন্তু এখন, আপনি অমৃতসর বিমানবন্দর থেকেই চেক-ইন ও অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন। আপনার মালপত্র অমৃতসরেই চেক-ইন করা হবে এবং তা সরাসরি আপনার আন্তর্জাতিক গন্তব্যে পৌঁছে যাবে, যেখানে আপনি তা সংগ্রহ করতে পারবেন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, চেক-ইন, অভিবাসন, কাস্টমস এবং ব্যাগেজ জমা দেওয়ার মতো সব কাজ এখানেই সম্পন্ন হবে। দিল্লিতে পৌঁছে আপনাকে কেবল কানেক্টিং ফ্লাইটে উঠতে হবে। মাত্র ৪ ঘন্টার ব্যবধানেই আপনি আপনার আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে চাপতে পারবেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার যাত্রী আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ধরার জন্য অমৃতসর থেকে দিল্লি যান। একইভাবে, বিদেশ থেকে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার যাত্রী দিল্লিতে আসেন এবং সেখান থেকে অমৃতসরে যান। অমৃতসর উত্তর ভারতের আন্তর্জাতিক প্রবেশদ্বার হয়ে উঠবে। পঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশের মতো প্রধান অঞ্চলগুলি এর মাধ্যমে সংযুক্ত হবে। বিদেশে বসবাসকারী প্রায় ৩ কোটি ভারতীয়ের মধ্যে প্রায় ১ কোটিই হলেন পাঞ্জাবি। বিমান যোগাযোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অমৃতসরের অর্থনীতি সরাসরি উপকৃত হবে। যাত্রীদের সমাগম বাড়লে হোটেল ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের ব্যবসা চাঙ্গা হবে। হস্তশিল্প, বস্ত্রশিল্প, কার্গো এবং লজিস্টিকসের মতো সেক্টরগুলোও নতুন গতি পাবে। 'হাব অ্যান্ড স্পোক' মডেলটি আমাদের বিমান সংস্থাগুলোর জন্য-বিশেষ করে আন্তর্জাতিক দীর্ঘ-পাল্লার রুটে-প্রতি ফ্লাইটে আয় বৃদ্ধি করবে।

লোকসভা ও রাজ্যসভায় হট্টগোল, দুপুর দু'টো পর্যন্ত উভয়কক্ষের অধিবেশন মুলতুবি

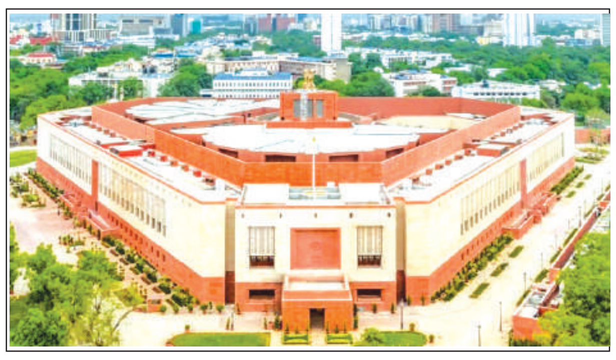

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৮ জুলাই ঃলোকসভা ও রাজ্যসভায় মঙ্গলবারও বিরোধীদের হইহট্টগোল অব্যাহত। এর ফলে সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশন দুপুর দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বিরোধীদের উদ্দেশে বলেন, কক্ষটি চলতে দিন আলোচনা ও সংলাপ হোক এবং সবার মতামত প্রকাশ পাক। সারা দেশের কাছে একটি ইতিবাচক বার্তা পৌঁছক যে, সংসদে আলোচনা ও সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেননি বিরোধীরা, তাই লোকসভার অধিবেশন দুপুর দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেন অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। অপরদিকে, রাজ্যসভাতেও একই পরিস্থিতি বিরাজ করে, তাই রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে।এদিকে, পঞ্জাবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ এনে পঞ্জাবের শিক্ষামন্ত্রী হরজ্যোত সিং বেইন্সের পদত্যাগের দাবিতে এদিন সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিজেপি সাংসদরা। 'পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিন্স) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল' বা সরকারি পরীক্ষায় অসদুপায় রোধ সংক্রান্ত সংশোধনী বিল প্রসঙ্গে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেন, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা। আমার মনে হয় বিরোধী দল এতে অংশ নেবে বলে জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে, যা আমাকে আশান্বিত করছে। আমি মনে করি, সংসদকে পুনরায় সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। সংসদে ভারতের তরুণ প্রজন্মের কণ্ঠস্বর শোনা জরুরি এবং এই বিষয়গুলো উত্থাপন করাকে আমরা অনেকেই নিজেদের দায়িত্ব বলে মনে করি।

পুরুলিয়া স্টেশন থেকে উদ্ধার নাবালিকা

পুরুলিয়া, ২৮ জুলাই ঃ পুরুলিয়া স্টেশন থেকে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করলো রেল পুলিশ (জিআরপি)। প্রয়োজনী আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে একটি হোমে পাঠানো হয়েছে।মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার সন্ধ্যায় পুরুলিয়া রেল স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এক নাবালিকাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। একাই ছিল ওই নাবালিকা। কর্তব্যরত রেল পুলিশ (জিআরপি) তাকে নিয়ে স্টেশনে থাকা শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে যান। এক মহিলা কনস্টেবল সেসময় তার দেখভাল করেন। কাউন্সিলিং করা হয় ওই নাবালিকাকে। সে জানায়, পুরুলিয়া জেলার বড়বাজার থানা এলাকায় তাদের বাড়ি। সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে সে। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিা সম্পন্ন করে ওই নাবালিকাকে পুরুলিয়ার মেট্রন আনন্দ মঠে পাঠানো হয়েছে।

কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬ঃপ্যারা অ্যাথলেটিক্সে ভারতের প্রথম স্বর্ণপদক বিজয়ী হলেন শর্মিলা

গ্লাসগো, ২৮ জুলাই ঃ সোমবার গ্লাসগোতে প্যারা অ্যাথলেটিক্সে ভারতের প্রথম কমনওয়েলথ গেমস স্বর্ণপদক বিজয়ী হয়ে শর্মিলা ধনকর ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।শর্মিলা শট পুট এফ৫৭ ফাইনালে ৯.৮১ মিটার সেরা থ্রো করে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং একই সাথে কমনওয়েলথ গেমসে প্যারা অ্যাথলেটিক্সে পদক জয়ী প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবেও কৃতিত্ব অর্জন করেন।একই ইভেন্টে, প্রাথমিকভাবে ৭.২৬ মিটার থ্রো করে চতুর্থ স্থানে থাকা শিল্পা কে. শাইলাকে তৃতীয় স্থানে উন্নীত করা হয, কারণ নাইজেরিয়ার ব্রোঞ্জ পদকজয়ী ইউচারিয়া ইয়াজির একমাত্র বৈধ থ্রোটিও (৮.১৯ মিটার) ফাউল হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল।এর ফলে, গেমসে ভারত প্রথমবারের মতো একই প্যারা অ্যাথলেটিক্স ইভেন্টে দুটি পদক জিতল। সামগ্রিকভাবে, গ্লাসগোর এই চলমান আসরে ভারত দুটি স্বর্ণ, পাঁচটি রৌপ্য ও তিনটি ব্রোঞ্জসহ মোট ১০টি পদক জিতে পদক তালিকায় অষ্টম স্থানে রয়েছে।

গো-হত্যা বন্ধের দাবিতে মিছিল, রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে গণস্বাক্ষর পেশ

বাঁকুড়া , ২৮ জুলাই ঃগো-মাতাকে রক্ষা ও গো-হত্যা বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হলো বাঁকুড়া। সারা দেশজুড়ে পালিত ' গো-সম্মান দিবস' উপলক্ষে সোমবার সকালে কয়েক হাজার হিন্দু নর-নারী মিছিলে অংশ নিয়ে গো-হত্যা বন্ধের দাবিতে সরব হন।এদিন সকাল থেকেই হিংদু হাইস্কুলের মাঠে দলে দলে মানুষ জড়ো হতে থাকেন। সেখানে গো-মাতার পূজা এবং ভজন-কীর্তনের পর একটি সুবিশাল মিছিল বের হয়। মিছিল শেষে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে পাঠানো গণস্বাক্ষর সংবলিত একটি স্মারকপত্র বাঁকুড়ার জেলাশাসকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।উদ্যোক্তাদের পক্ষে মোহিত শর্মা জানান, গত পক্ষকাল ধরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অঞ্চলে গো-মাতা রক্ষা ও গো-হত্যা বন্ধের দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছিল। সারা দেশের প্রতিটি জেলা সদরেই মিছিল করে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে এই সংগৃহীত গণস্বাক্ষর প্রদান করা হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন বাঁকুড়ার জেলাশাসকের হাতেও এই স্মারকপত্র ও গণস্বাক্ষর তুলে দেওয়া হলো।

ভারতে অবৈধভাবে বসবাসের অভিযোগে গ্রেফতার চিনা নাগরিক

নয়ডা, ২৮ জুলাই ঃ উত্তর প্রদেশের নয়ডায় অবৈধভাবে বসবাসের অভিযোগে এক চিনা নাগরিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার রাতে একটি গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বেটা-২ থানার পুলিশ গ্রেটার নয়ডার এনআরআই সিটি এলাকার কাছে থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে। ধৃতের নাম সং জিয়াওমি (৩৮)। বর্তমানে তাঁকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি জিজ্ঞাসাবাদ করছে।বেটা-২ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিনোদ কুমার মঙ্গলবার জানান, ধৃত চিনা নাগরিক গ্রেটার নয়ডার জেপি গ্রিন সোসাইটিতে বসবাস করছিলেন। তদন্তে জানা গিয়েছে, তিনি ২০১৯ সালের ২৬ জুন থেকে ২০২০ সালের ২৫ জুন পর্যন্ত বৈধ ভিসায় ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তিনি অবৈধভাবে দেশে থেকে যান।পুলিশের দাবি, ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর প্রতারণার মাধ্যমে তিনি ভুয়ো আধার কার্ড তৈরি করেন। সেই আধারের ভিত্তিতে প্যান কার্ড-সহ একাধিক নথিও সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘদিন ধরে গ্রেটার নয়ডার জেপি গ্রিন সোসাইটিতে বসবাস করছিলেন। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, তিনি মণিপুরের এক তরুণীকে বিয়ে করেছেন। তাঁদের তিন বছরের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। স্ত্রীর নামে একটি নির্মাণ সংস্থাও পরিচালনা করতেন তিনি।ধৃতের সঙ্গে অন্য কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপ বা গুপ্তচরবৃত্তির যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। এ বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত চলছে।

গ্রীষ্মের ছুটির পর কাশ্মীরে পুনরায় খুলল স্কুল

শ্রীনগর, ২৮ জুলাই ঃতীব্র গরম ও পরবর্তী ভারী বর্ষণের জন্য ২০ দিন ধরে কাশ্মীরে বন্ধ ছিল সমস্ত স্কুল। গ্রীষ্মের ছুটিতে ২০ দিন বন্ধ থাকার পর সোমবার কাশ্মীরের স্কুলগুলি পুনরায় খুলেছে। ইউনিফর্ম পরিহিত শিক্ষার্থীরা সকাল সকাল স্কুলের উদ্দেশে রওনা হয়, শুরু হয়েছে পঠনপাঠনও।উপত্যকায় অস্বাভাবিক গরমের কারণে গত ৬ জুলাই স্কুলগুলি ১৩ দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৮ জুলাইয়ের দিকে ভারী বর্ষণের ফলে দাবদাহের অবসান ঘটলেও, অবিরাম বৃষ্টিপাত ও বন্যা পরিস্থিতির কারণে সরকার ছুটির মেয়াদ ২৬ জুলাই পর্যন্ত বাড়াতে বাধ্য হয়। আবহাওয়ার উন্নতি হতেই সোমবার থেকে কাশ্মীরে খুলল স্কুল।

হেপাটাইটিস মোকাবিলায় ভারতের লড়াই

নয়াদিল্লি(পিআইবি), ২৮জুলাইঃ ২০৩০ সালের মধ্যে হেপাটাইটিস নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ভারত ধারাবাহিকভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও সহজলভ্য করছে।জাতীয় ভাইরাল হেপাটাইটিস নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির মাধ্যমে সংক্রমণ রোধ, পরীক্ষা, বিনামূল্যে ওষুধ ও রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।হেপাটাইটিস কি? হেপাটাইটিস হল যকৃতের প্রদাহ। হেপাটাইটিস ভাইরাস ছাড়াও অন্যান্য সংক্রমণ, মদ্যপান, কিছু ওষুধ এবং অটোইমিউন রোগের কারণে এটি হতে পারে। হেপাটাইটিসের পাঁচটি প্রধান ধরন রয়েছে। এর মধ্যে বি ও সি ধরনের সংক্রমণ দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা, লিভার সিরোসিস এবং লিভার ক্যানসারের কারণ হতে পারে। ভারতে হেপাটাইটিস জনস্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।২০১৮ সালে কেন্দ্র সরকার জাতীয় ভাইরাল হেপাটাইটিস নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি শুরু করে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি রাষ্ট্রপুঞ্জের সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।জাতীয় ভাইরাল হেপাটাইটিস নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিএই কর্মসূচিতে সচেতনতা বৃদ্ধি, সংক্রমণ প্রতিরোধ, রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।এতে হেপাটাইটিস এ, বি, সি, ডি এবং ই ধরনের সংক্রমণ অন্তর্ভুক্ত।হেপাটাইটিস এ ও ই সাধারণত স্বল্পমেয়াদী এবং প্রাদুর্ভাবের প্রবণতা রয়েছে।এই সংক্রমণের নজরদারি সমন্বিত রোগ পর্যবেক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে করা হয়।হেপাটাইটিস বি ও সি-র চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের বিনামূল্যে পরীক্ষা ও ওষুধ দেওয়া হয়।রোগী পরিচালনা ও নজরদারির জন্য এনভিএইচসিপি-এমআইএস পোর্টাল ব্যবহার করা হয়।২০২১ সালের এইচআইভি সেন্টিনেল সার্ভের তথ্য অনুযায়ী, ০.৮৫ শতাংশ মানুষের মধ্যে হেপাটাইটিস বি এবং ০.২৯ শতাংশ মানুষের মধ্যে হেপাটাইটিস সি ধরা পড়েছে।অন্যান্য জাতীয় কর্মসূচির ভূমিকাপ্রজনন, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় সব গর্ভবতী মহিলার হেপাটাইটিস বি পরীক্ষা করা হয়।সর্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে সব নবজাতককে জন্মের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হেপাটাইটিস বি টিকা দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। হেপাটাইটিস বি-তে আক্রান্ত মায়ের সন্তানের জন্য হেপাটাইটিস বি ইমিউনোগ্লোবিউলিনও দেওয়া হয়।জাতীয় এইডস নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির মাধ্যমে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ মানুষজনের হেপাটাইটিস বি ও সি পরীক্ষা করা হয়। স্বাস্থ্যকর্মী এবং ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর হেপাটাইটিস বি টিকাকরণও করা হয়।জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচির যন্ত্র ব্যবহার করে মলিকিউলার পরীক্ষা করা হয়।রক্তদান পরিষেবার মাধ্যমে হেপাটাইটিস বি বা সি শনাক্ত হলে পরবর্তী চিকিসার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।এই কর্মসূচির টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০-১১-৬৬৬৬।এই নম্বরে সংক্রমণ, প্রতিরোধ, চিকিৎসা এবং পরিষেবা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।হেপাটাইটিস মোকাবিলায় ভারতের উদ্যোগ০১৮ সাল থেকে সারা দেশে হেপাটাইটিস বি ও সি-র বিনামূল্যে পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বল্পমূল্যের জেনেরিক ওষুধ, সরকারি অর্থায়ন এবং চলতি স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মসূচির মাধ্যমে পরিষেবা আরও বিস্তৃত হয়েছে। এখন জেলা হাসপাতালের পাশাপাশি, স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর লক্ষ্য অনুযায়ী এই উদ্যোগ দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর পৌরহিত্যে এনডিএ-র মঙ্গল মিলন বৈঠক

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৮ জুলাই ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার। এই বৈঠকের নাম দেওয়া হয় মঙ্গল মিলন। এর আগে গত মঙ্গলবারও এনডিএ-র মঙ্গল মিলন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন মঙ্গল মিলন বৈঠকে বিজেপি ও এনডিএ-র সমস্ত সাংসদদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক বেশ কিছু জনস্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

রাওয়ালকোটে পাক পুলিশের নির্বিচারে গুলি, নিহত ১৪ জন আন্দোলনকারী

রাওয়ালকোট, ২৮ জুলাই ঃ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের রাওয়ালকোটে পাক পুলিশের নির্বিচার গুলিতে অন্তত ১৪ জন আন্দোলনকারী মারা গিয়েছেন। জখম আরও অনেকে। সূত্রের খবর, সোমবার প্রতিবাদকারীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। আচমকাই তাঁদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি ছোড়া হয়। জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি দাবি করেছে, গুলিবিদ্ধ হয়ে অন্তত ১৪ জন নিহত হয়েছেন। অন্য একটি সূত্রের খবর, নিহতের সংখ্যা আরও বেশি। ওই ঘটনার পরে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের একাধিক জায়গায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সোমবার সন্ধ্যায় রাওয়ালাকোটে পুলিশের গুলিবর্ষণে ১৪ জন নিহত হয়েছেন। জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটির অন্যতম সদস্য ইমতিয়াজ আসলাম বলেছেন, পাকিস্তানের সন্ত্রাসী বাহিনী আমাদের নিরীহ যুবকদের ওপর গুলি চালিয়েছে এর ফলে আমাদের ১৪ জন তরুণ নিহত হয়েছেন। আমি প্রবাসী কাশ্মীরিদের কাছে জোরালো আহ্বান জানাচ্ছিঃআপনারা অবশ্যই পাকিস্তানের দূতাবাস, বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার সংস্থা এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করুন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পেশ ক্যাগ রিপোর্টঃ রাজস্ব ও রাজকোষ ঘাটতি নিয়ে উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর পেশ করা ২৮টি কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ক্যাগ)-র রিপোর্টের একটিতে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ তুলে ধরা হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই অর্থবর্ষে রাজ্যের রাজস্ব ঘাটতি ছিল ৩৯,৭২৭ কোটি টাকা, যা রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২.১৯ শতাংশ।ক্যাগ রিপোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রাজকোষ ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৬১,৯২৪ কোটি টাকা । রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৫-১৬ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ পর্যন্ত প্রতি বছর রাজ্য লাগাতার রাজস্ব ঘাটতির মুখোমুখি হয়েছে। পর্যালোচনা সময়কালে মোট রাজস্ব ব্যয় হয়েছে ২,৫৩,৪২৭ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্ব প্রাপ্তির ১১৮.৫৯ শতাংশ। বিগত পাঁচ বছরে ব্যয়ের একটি বড় অংশ চলে গিয়েছে বেতন, পেনশন এবং ঋণের সুদের বাবদ। এর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্পে ১৯,৪৪৪ কোটি টাকার ভর্তুকি (সাবসিডি) যুক্ত হওয়ায়, রাজ্যের মোট রাজস্ব আয়ের প্রায় ৭৪ শতাংশই এই নির্দিষ্ট খাতগুলিতে ব্যয় হয়ে গিয়েছে। ফলে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও মূলধনী বিনিযাগে আশানুরূপ অর্থ খরচ করা সম্ভব হয়নি।বাজেট বরাদ্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অনিয়মের ইঙ্গিত দিয়েছে ক্যাগ। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৩,৯০,৬৩৮.০৪ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হলেও খরচ হয়েছে মাত্র ৩,১৯,৯৭৫.৭৯ কোটি টাকা। ফলে ৭০,৬৬২.২৫ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ১৮.০৯ শতাংশ) অব্যবহৃত থেকে গিয়েছে। অন্যদিকে, ১৩,৪৮৬.৯২ কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয় এখনও অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।এই রিপোর্টকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে তীব্র নিশানা করেছে। বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য সহ বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, পূর্ববর্তী সরকার রাজ্যের প্রকৃত অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার চিত্র আড়াল করতে দীর্ঘ দিন ধরে এই ক্যাগ রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করেনি। অন্য দিকে, রাজ্য মন্ত্রিসভার এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে দাবি করেছেন, ২০১১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলের আর্থিক অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা প্রকাশ্যে আনতেই বিধানসভায় এই ২৮টি ক্যাগ রিপোর্ট পেশ করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই রিপোর্টগুলির একটিতে ২০২০ সালের আমফান ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী ক্ষতির মূল্যায়ন বাড়িয়ে দেখানোর বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত ত্রাণ তহবিল পাওয়ার উদ্দেশ্যে ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে দেখানো হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার দাতিয়া বিধানসভায় উপনির্বাচন, ভাগ্য নির্ধারণ হবে ২১ প্রার্থীর

ভুবনেশ্বর, ২৮ জুলাই ঃবৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। এই উপনির্বাচনে ২১ জন প্রার্থীর রাজনৈতিক ভবিষ্য নির্ধারণ করবেন ২ লক্ষ ২০ হাজার ৩৪৪ জন ভোটার। ৩ আগস্ট ভোটগণনা হবে এবং সেদিনই ফলাফল প্রকাশিত হবে। বিজেপির প্রচারের মূল হাতিয়ার এলাকার উন্নয়ন। অন্যদিকে, কংগ্রেস তাদের প্রচারে নিশানা করেছে দাতিয়ার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিযে।উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই দাতিয়া বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচারের শেষ দিন। জেলা নির্বাচন দফতর সূত্রে জানা গেছে, দাতিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ২ লক্ষ ২০ হাজার ৩৪৪ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছেন ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৮ জন। আর মহিলা ভোটার আছেন ১ লক্ষ ৪ হাজার ২৪৬ জন। এছাড়াও ১০ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এই বিধানসভা এলাকায় ১ হাজার ৩৭২ জন দিব্যাঙ্গ, ৮০ বছরের বেশি বয়সি ভোটারের সংখ্যা ১ হাজার ২৩৭ জন এবং ৪৪৩ জন সার্ভিস ভোটার রয়েছেন।

ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোর নির্মাণে ফাটল পাইপে

আলিপুরদুয়ার, ২৮ জুলাই ঃ আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোরের চার লেন সম্প্রসারণের কাজের সময় এক বড় বিপত্তি দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির বুলডোজারের ধাক্কায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের (পিএইচই) পরিস্রুত পানীয় জলের পাইপলাইন ফেটে গেছে। এর ফলে গত শনিবার থেকে শিশাগোড় ও বালুরঘাটের মধ্যবর্তী এলাকা সহ তিনটি গ্রামে মারাত্মক পানীয় জলের সংকট তৈরি হয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশাগোড়, কালীপুর এবং পার পাতলাখাওয়া গ্রামে রবিবার থেকে পিএইচই-র জল সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ

রাশিফল

মেষঃআজ গ্রহের অবস্থান আপনাকে বেশ চাঙ্গা রাখবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। তবে আর্থিক লেনদেনে কিছুটা সতর্কতা প্রয়োজন। পুরানো কোনও পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারেন।
বৃষঃ যেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।
মিথুনঃ আজ ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। ব্যবসায়ীদের আয়ের নতুন পথ খুলবে। অফিসে দায়িত্ব বাড়তে পারে, যা দক্ষতার সঙ্গে সামলাবেন।
কর্কটঃআজকের দিনটি একটি বিশেষ দিন যেহেতু ভালো স্বাস্থ্য আপনাকে লক্ষ্যণীয় কিছু করতে সক্ষম করবে। বিবাহের যোগ হবে।
সিংহ ঃ আজ আপনার মধ্যে নেতৃত্বের মানসিকতা প্রকাশ পাবে। কর্মক্ষেত্রে বড় কোনও দায়িত্ব পেতে পারেন। আর্থিক প্রাপ্তির যোগ রয়েছে। পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা থাকতে পারে।
কন্যাঃপনার ব্যক্তিগত সমস্যা মানসিক সুখ নষ্ট করতে পারে কিন্তু এই চাপ সামলাতে আকর্ষণীয় কিছু পড়ার মাধ্যমে মানসিক ব্যায়ামে নিজেকে জড়িয়ে রাখুন। অর্থ ব্যয়।
তুলাঃআজকের দিনটি আপনার জন্য বেশ ইতিবাচক। সৃজনশীল কাজে সাফল্য মিলবে। নতুন কোনও সুযোগ আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে। পরিবারে খুশির বার্তা আসবে। তবে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
বৃশ্চিকঃ দাঁতে যন্ত্রণা এবং পেটের গোলমাল আপনার জন্য কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। অবিলম্বে আরাম পেতে একজন ডাক্তারের উপদেশ নিন। সংসারে শান্তি হবে।
ধনুঃআজ আপনার ভাগ্য বেশ সঙ্গ দেবে। নতুন উদ্যোগ সফল হতে পারে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা। শুভদিন হবে
মকরঃ মদ্যপানের অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত শুভ দিন। বিদেশ যাত্রাশুভ
কুম্ভঃআজ আপনার রাশিতে গ্রহের শুভ দৃষ্টি থাকবে। বুদ্ধির জোর অনেক কঠিন কাজ সহজ করবে। শেয়ার বাজারে বুঝে-শুনে বিনিয়োগ করতে পারেন। প্রেমে আজ মিষ্টি মুহূর্ত কাটবে। অর্থ ব্যয়
মীনঃ সৃজনশীল কাজও আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। আপনি রক্ষণশীল বিনিযাগে সঞ্চয় রেখে আরো বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। আপনার পরিবারের হিতসাধনে কঠোর পরিশ্রম করুন। আপনার কাজকর্ম ভালোবাসা এবং ইতিবাচক মতাদর্শ মেনে চলা উচিত হবে,

আবহাওয়া

উপকূলে হচ্ছে বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া বইছে সমুদ্রে, মঙ্গলবার সকাল থেকে এমনই আবহাওয়া রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। আগামী কয়েক ঘণ্টায় আরও খানিকটা ঘনিয়ে তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।তবে, কলকাতায় ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা আপাতত নেই। শহরে বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে। একই পূর্বাভাস রয়েছে হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে। তবে উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে ঝড়বৃষ্টি বেশি হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে অতিভারী বৃষ্টির সঙ্গে ঝড় হতে পারে সোমবার। পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামেও প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে।মঙ্গলবার পর্যন্ত একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বর্ষণ চলবে। তবে তার পর বৃষ্টি কমতে পারে। নিম্নচাপ পরিস্থিতির কারণে সমুদ্র আপাতত উত্তাল রয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা সংলগ্ন উপকূলের সমুদ্রে মস্যজীবীদের যেতে নিষেধ করা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে আগামী রবিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ০.১ ডিগ্রি বেশি। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৫শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৫১মিনিট এবং রাত ১০টা ৫২ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

প্রাক্তন ডেপুটি মেয়রের রক্ষাকবচ বাড়াল হাই কোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ জমি সংক্রান্ত মামলায় আপাতত স্বস্তি পেলেন কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র তথা তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক অতীন ঘোষ। মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্ট তাঁর রক্ষাকবচের মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ১৪ অগস্ট পর্যন্ত তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না। এর আগে ১০ অগস্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে এদিন মামলার শুনানি হয়। আদালত জানায়, রক্ষাকবচের মেয়াদ চলাকালীন অতীন ঘোষের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না। ফলে আপাতত গ্রেফতারির আশঙ্কা থেকে স্বস্তি পেলেন প্রাক্তন বিধায়ক। জমি সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগে অতীন ঘোষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল। তদন্তে স্বার্থে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ তাঁকে এবং তাঁর মেয়ে প্রিয়দর্শিনী ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল। এরপরই আগাম জামিনের আবেদন নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক। অতীন ঘোষের হয়ে আদালতে মামলা লড়ছেন আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য। এর আগের শুনানিতেও আদালত জানিয়েছিল, মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় অতীন ঘোষের বিরুদ্ধে গ্রেফতারির মতো কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না। আগের শুনানিতে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ রাজ্যের উদ্দেশে মন্তব্য করেছিলেন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দ্রুত গ্রেফতার করা হচ্ছে। তাই মামলাকারীর বিরুদ্ধে এমন কোনও পদক্ষেপ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এদিন রাজ্যের তরফে আদালতকে জানানো হয়, পরিস্থিতি বিবেচনা করেই পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করে। তবে কোনও মামলা আদালতে বিচারাধীন থাকলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। পুলিশকে সেই নির্দেশ জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও আদালতকে আশ্বস্ত করেছে রাজ্য। এই মামলায় আপাতত আদালতের নির্দেশে স্বস্তি পেলেও তদন্ত প্রক্রিয়া চলবে। আগামী ১০ অগস্ট মামলার পরবর্তী শুনানিতে বিষয়টি নিয়ে ফের আলোচনা হবে। সেই শুনানির দিকেই এখন নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহল ও সংশ্লিষ্ট মহলের।

পুরনো কেসের ট্র্যাক রাখতে লালবাজারের বিশেষ অ্যাপ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ অপরাধ দমনে শুধু অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করাই নয়, এবার পুরনো মামলাগুলির বিচারপর্ব দ্রুত শেষ করার দিকেও বিশেষ নজর দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে বিচারাধীন থাকা গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে লালবাজারের পক্ষ থেকে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যে প্রায় ৩৬০টি পুরনো মামলা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই মামলাগুলির বিচারপ্রক্রিয়ার উপর নিয়মিত নজরদারি চালাতে তৈরি করা হচ্ছে বিশেষ ' মনিটরিং অ্যাপ'। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও অপরাধের পর অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব হলেও, আদালতে মামলার দ্রুত নিস্পত্তি এবং দোষীদের সাজা নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যেই কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে তৈরি হয়েছে ' মনিটরিং সেল'। এই বিশেষ শাখা বর্তমানে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা মামলাগুলির কারণ খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কাজ করছে। লালবাজার সূত্রে খবর, ট্রায়াল মনিটরিং সেলের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই ৩৬০টি পুরনো মামলা বেছে নেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত মামলা। এর মধ্যে এমন কিছু মামলাও রয়েছে, যেগুলি মূলত রাজ্য পুলিশের আওতাধীন ছিল, কিন্তু আদালতের নির্দেশে পরবর্তী সময়ে সেই মামলার দায়িত্ব কলকাতা পুলিশের হাতে এসেছে। নির্বাচিত মামলাগুলির মধ্যে রয়েছে পার্ক স্ট্রিট অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুর ঘটনা সংক্রান্ত মামলা। এছাড়াও ঢাকুরিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বহু রোগীর মৃত্যুর ঘটনার মামলাও রয়েছে এই তালিকায়। পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন থানায় দায়ের হওয়া গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু মামলাও রয়েছে, যেগুলির বিচার এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে বিচারাধীন থাকা মামলাগুলির ক্ষেত্রে একাধিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। অনেক মামলার তদন্তকারী আধিকারিক অবসর নিয়েছেন বা অন্যত্র বদলি হয়ে গিয়েছেন। ফলে নতুন আধিকারিকদের কাছে মামলার বিষয়টি বুঝে নিতে সময় লাগছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে সাক্ষীদের আদালতে হাজির করানো নিয়েও সমস্যা তৈরি হয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু মামলায় সব অভিযুক্ত একসঙ্গে আদালতে হাজির না হওয়ায় চার্জ গঠন প্রক্রিয়া শুরু করা যায়নি। সাক্ষ্যগ্রহণে দেরি, আইনি জটিলতা এবং প্রশাসনিক সমস্যার কারণে বহু মামলার বিচারপ্রক্রিয়া ধীর গতিতে এগোচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে বিচারপর্বে গতি আনতেই ট্রায়াল মনিটরিং সেল কাজ করছে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা তদন্তকারী অফিসার এবং সরকারি আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিটি মামলার বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছেন। কোথায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে এবং কীভাবে দ্রুত সমাধান করা যায়, তা নিয়েও পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এই কাজকে আরও কার্যকর করতে নতুন ' মনিটরিং অ্যাপ' তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অ্যাপে প্রতিটি বিচারাধীন মামলার বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। কোনও মামলা বর্তমানে কোন পর্যায়ে রয়েছে, কতজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ হয়েছে, কতজন সাক্ষীর সাক্ষ্য বাকি রয়েছে, অভিযুক্তদের মধ্যে কতজন জেলে রয়েছেন এবং কতজন জামিনে বাইরে রয়েছেন, সব তথ্য এক জায়গায় পাওয়া যাবে। এছাড়াও প্রতিটি মামলায় কতবার শুনানি হয়েছে, পরবর্তী শুনানির তারিখ কবে এবং বিচারপ্রক্রিয়ার অগ্রগতি কী, সেই সমস্ত তথ্যও অ্যাপের মাধ্যমে জানা যাবে। থানার পুলিশ আধিকারিক, তদন্তকারী অফিসার, ট্রায়াল মনিটরিং সেলের সদস্য এবং কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের পাশাপাশি সরকারি আইনজীবীদের কাছেও এই অ্যাপের সুবিধা থাকবে। লালবাজারের আশা, এই প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরনো মামলাগুলির উপর আরও নিবিড় নজরদারি চালানো সম্ভব হবে। এর ফলে বিচারপ্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা কমবে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা দ্রুত সম্পন্ন করার পথ আরও সহজ হবে।

৪৫ দিন যান নিয়ন্ত্রণ বালি ব্রিজে

ঘুরপথে চলছে বাস-লরি, সেতুর সংস্কারের কাজ করছে পূর্ত দপ্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ২৮ জুলাই ঃ টানা ৪৫ দিন যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে হাওড়ার বালি ব্রিজে। ঘুরপথে চলছে বাস-লরি, সেতুর সংস্কারের কাজ করছে পূর্ত দপ্তর। হাওড়ার বালি ব্রিজে (বিবেকানন্দ সেতু) আগামী দেড় মাস যান চলাচল ও বাস রুটের নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। অ্যাপ্রোচ রোডে ফাটল ও জরুরি মেরামতির কাজের জন্যই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বালি ব্রিজের অ্যাপ্রোচ রোডের ওভারব্রিজে এই মেরামতের কাজে নেমেছে পূর্ত দপ্তর। এই সময়কালে সেতুতে বাস ও ভারী যানবাহন বন্ধ রেখে প্রায় ৩০টি বাস রুটকে ঘুরপথে নিবেদিতা সেতু দিয়ে চালানো হচ্ছে। এই যান নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়েছে সোমবার ২৭ জুলাই, ২০২৬ থেকে। এই কাজের জন্য লরি ও অন্যান্য পণ্যবাহী ভারী গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে, সাধারণ ছোট চার চাকা গাড়ি ও মোটরবাইক বালি ব্রিজ দিয়ে চলাচল করছে বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গতঃ বালিতে জি টি রোডের উপর বালিখাল মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে জাতীয় সড়কমুখী রোড ওভারব্রিজের মেরামতির উদ্যোগ নিয়েছে পূর্ত দপ্তর। বালি ব্রিজ অর্থাৎ বিবেকানন্দ সেতুর দিক থেকে ১৬ ও ১৯ নং জাতীয় সড়কমুখী অ্যাপ্রোচ রোডের ওই রোড ওভারব্রিজ অংশের মেরামতির কারণে সোমবার সকাল থেকে দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে বালির দিকে যাওয়ার রাস্তায় বাস চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা শুরু হয়েছে। আপাতত ৪৫ দিন এই নিয়ন্ত্রণ থাকবে বলে জানা গেছে। যদিও পুলিশ জানিয়েছে ।ছোট গাড়ির চলাচল অব্যাহত থাকবে। বিকল্প হিসেবে বালি ব্রিজ দিয়ে যাওয়া সব বাস নিবেদিতা সেতু দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও

জানিয়েছে পুলিশ। বালি ব্রিজের অপর অংশ অর্থাৎ বালিহল্টের দিক থেকে দক্ষিণেশ্বরের দিকের রাস্তায় বালি ব্রিজে যথারীতি সব বাস চলাচল করবে। সম্প্রতি বালির ওই রোড ওভারব্রিজটি বয়সের কারণে মেরামতের প্রয়োজন হয়ে পড়ায় সেটির স্থায়িত্ব মজবুত করতে ব্রিজের নিচে জি টি রোডের দুই পাশ থেকে অতিরিক্ত পিলার গেঁথে ব্রিজটিকে যেমন নিচের দিক থেকে ভার নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে, তেমনই ব্রিজের উপরের অংশের রাস্তার ক্ষতিগ্রস্ত উপরিভাগ মেরামতির জন্য উপর দিয়ে বড় ও ভারি মালবাহী গাড়ির চলাচল সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এজন্য উপরের রাস্তায় একটি হাইট বার বসাতে চলেছে পূর্ত দপ্তর। প্রায় ফুট দশেক উচ্চতার হাইট বারের নিচ দিয়ে শুধু ছোট গাড়ি চলাচল করাই সম্ভব। বড় বাস বা ট্রাক, লরি এসব আপাতত ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে না। ফলে দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে বালি ব্রিজ হয়ে বালিহল্ট স্টেশন ও টোল ফ্রি রোড দিয়ে হাওড়া হুগলির বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল ও মেদিনীপুর বা বর্ধমান ও অন্যান্য জেলামুখী যে কয়েকশো বাস চলাচল করে সেগুলিকে সাময়িকভাবে দক্ষিণেশ্বর থেকেই নিবেদিতা সেতুর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে সকল যাত্রী বালিহল্ট বা বালিতে নামতেন তাঁদের নিবেদিতা সেতুর কাছেই বালিহল্ট স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন সেতুর রাস্তায় নামার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে হল্ট স্টেশনের কাছে সেতুর সীমানা পাঁচিল সাময়িকভাবে ভেঙে যাত্রীদের যাওয়া আসার রাস্তাও করে দেওয়া হয়েছে। রোড ওভারব্রিজের রক্ষণাবেক্ষণ ও উপরের রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাময়িক এই অসুবিধা মানিয়ে নেওয়ার জন্য যাত্রী সাধারণের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে পুলিশ ও পিডব্লিউডির পক্ষ থেকে।

রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলে বড় রদবদল, অসীম-নির্মলের জায়গায় এলেন প্রণত-মৃন্ময়

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ রাজ্যে প্রশাসনিক স্তরে একের পর এক পরিবর্তনের পর এবার ব।স। রদবদল হল রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলেও। পূর্বতন সরকারের আমলে মনোনীত তিন সদস্যকে সরিয়ে নতুন তিন চিকিসককে দায়িত্ব দিল রাজ্য সরকার। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে সোমবার রাতে জারি করা নির্দেশিকায় এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সরকার মনোনীত সদস্য হিসেবে এতদিন দায়িত্বে ছিলেন চিকিসক নির্মল মাজি, সৌরভ পাল এবং অসীম সরকার। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁদের জায়গায় নিয়োগ করা হয়েছে বিধায়ক চিকিসক ডা. প্রণত টুডু, বিজেপির চিকিসক সেলের সদস্য ডা. কল্যাণআশিষ মুখোপাধ্যায় এবং চিকিসক ডা. মৃণ্ময় অধিকারীকে। খুব শীঘ্রই নতুন তিন সদস্য কাউন্সিলের কাজে যোগ দেবেন বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর।

রাজনৈতিক পালাবদলের পর রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রদবদল শুরু করেছে শুভেঃদু অধিকারী নেতৃত্বাধীন সরকার। সেই ধারাবাহিকতায় এবার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলেও পরিবর্তন আনা হল। দীর্ঘদিন ধরে খালি থাকা সরকার মনোনীত তিনটি পদ নতুন নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তৃণমূল সরকারের আমলে ২০২২ সালে রাজ্য

মেডিক্যাল কাউন্সিলের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই নির্বাচনকে ঘিরে তকালীন বিরোধীরা একাধিক অভিযোগ তুলেছিল। নির্বাচনে অনিয়ম এবং কারচুপির অভিযোগ এনে পুনর্নির্বাচনের দাবিও জানিয়েছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। বিষয়টি নিয়ে সেই সময় যথেষ্ট বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন করে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, বর্তমান কাউন্সিলের মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। ফলে নির্বাচন না করে সরকার মনোনীত সদস্যদের মাধ্যমে খালি পদ পূরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নতুন সদস্যদের নিয়োগের ফলে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের কার্যক্রমে নতুন সমীকরণ তৈরি হতে চলেছে। চিকিসক মহলেও এই পরিবর্তন নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। বিশেষজ্ঞদের মতে, কাউন্সিলের কাজের ক্ষেত্রে নতুন সদস্যদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। আগামী দিনে স্বাস্থ্য প্রশাসনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে নতুন কমিটির অবস্থানও নজরে থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এই নির্দেশের পর রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের গঠনেও স্পষ্ট পরিবর্তন এল। প্রশাসনিক স্তরে ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্যেই এই সিদ্ধান্তকে তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

গৃহস্থের বাড়িতে চুরির অভিযোগে গ্রেফতার দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগরঃ গৃহস্থের বাড়িতে চুরির অভিযোগে গ্রেফতার দুই জয়নগরে।বেশ কিছু দিন ধরে জয়নগর থানার একাধিক এলাকায় চুরির ঘটনা বেড়ে চলায় জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন কয়েকজন ব্যক্তি,আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে চুরির এলাকার কাছাকাছি সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ও সোর্সের সূত্রের গুরুত্ব দিয়ে জয়নগর থানার পুলিশ সোমবার রাতে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত পঞ্চায়েতের নুরল্লাপুরের বাড়ি থেকে সিরাজুল বৈদ্য(৪০) ও জয়নগর থানার শ্রীপুর পঞ্চায়েতের উওরপাড়া নিজ এলাকার বাড়ি থেকে ইউনুস লস্কর (৪৫)নামে দুজনকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতদের কে মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ।

হাওড়ার নামী বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ভিন রাজ্যে রক্ত ও প্লাজমা পাচারের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৮ জুলাই ঃ হাওড়ার নামী বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ভিন রাজ্যে রক্ত ও প্লাজমা পাচারের অভিযোগ, তদন্তে নেমে ওই ব্লাড ব্যাঙ্কে হানা দিল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। ঘটনায় দোষীদের চিহ্নিত করে কড়া ব্যবস্থার নির্দেশ মন্ত্রী উমেশ রাইয়ের। হাওড়ার বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ভিন রাজ্যে রক্ত পাচারের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। অভিযোগ, এক্ষেত্রে নিয়ম লঙ্ঘন করে ভিন রাজ্যে বিপুল পরিমাণ রক্ত ও প্লাজমা পাচার করা হয়েছিল। গুরুতর ওই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে হাওড়া জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা হাওড়ার ওই ব্লাড ব্যাঙ্কে হানা দেন। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে পুরো বিষয় নিয়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা সাংবাদিকদের সামনে মুখ খুলতে চাননি। স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশে এদিন হাওড়ার ওই নামী বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে আচমকা অভিযান চালায় জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। অভিযোগ, ওই ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে বিগত কয়েক মাসে রক্তদান শিবিরের নাম করে সংগ্রহ করা প্রায় প্রায় দশ হাজার ইউনিট রক্ত এবং প্লাজমা বেআইনিভাবে ভিন রাজ্যে 'পাচার' করা হয়েছিল। স্বাস্থ্য ভবনে জমা পড়া এক গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই অভিযান চালানো হয় বলে জানা গেছে। অভিযোগ, জেলার বিভিন্ন জায়গায় সংস্থাটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতো। সেই শিবির থেকে সংগ্রহ হওয়া রক্ত স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যবহার না করে চড়া দামে তা অন্য রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতাল এবং ডিলারদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হতো। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের সূত্রের খবর স্টক রেজিস্টার, ডোনার লিস্ট এবং ডিসপ্যাচ রেকর্ড খতিয়ে দেখে প্রাথমিকভাবে ওই পরিমাণ ইউনিট রক্ত ও প্লাজমার হিসাব না মেলার বিষয়টি সামনে আসে। স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশে এদিন তল্লাশি চালানো হয়। প্রাথমিক তদন্তে রক্ত পাচারের প্রমাণ মিলেছে বলে সূত্রের খবর। আরও অভিযোগ, ব্লাড ব্যাঙ্কের লাইসেন্স, স্টোরেজের তাপমাত্রা এবং কাগজপত্রের বড়সড় গরমিল পাওয়া গেছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট স্বাস্থ্য ভবনে পাঠানো হবে। দোষী প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানা গেছে। এই ঘটনা সামনে আসতেই রাজ্যের বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কগুলির উপর নজরদারি আরও বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। এদিকে, এই বিষয়ে এদিন রাজ্যের পুর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই বলেন, 'তৃণমূল সরকারের আমলে বহু দুর্নীতি হয়েছে। এই রক্ত পাচার দুর্নীতিও এবার সামনে চলে এলো।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Ex. Engr. (E)/Ltg/Z-I/Br-III, KMC** invites e-tender online percentage bid system for the following work:
NIT No. : LTG/23/WD-31/BR-III/Z-I/26-27
Name of the work : **Maintenance work of lighting arrangement at road side garden and different parks in Ward No.-31 under Br-III.** Estimated Amount : **Rs. 1,71,440.00**. Earnest Money : **Rs. 3,500.00**. Period of Completion : **180 Days**. Last date of submission of bid : **07.08.2026 (11 a.m.)** The bid forms and other details are available on and from **28.07.2026 (4 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. Chief Engineer (M)/Roads, KMC** invites quotation e-tender online in two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-17/2026-27
Name of work : **Manufacturing, supply and fitting of elevator chain bucket of the batch mix plant under Asphaltum Goragacha.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **10 Days.** Last date and time of submission of bid: **10.08.2026 (12 noon).** Bid opening date for Technical Proposal: **12.08.2026 (1 p.m.).**
2. NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-02/2026-27
Name of work : **Manufacturing, supply and fitting of different type roller for drum mix plant under Asphaltum, Goragacha.** Estimated Cost: **Quotation**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **7 Days**. Last date and time of submission of bid: **10.08.2026 (1 p.m.).** Bid opening date for Technical Proposal: **12.08.2026 (2 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **01.08.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (C) (Parks & Squares), KMC** invites e-quotation online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EE/PS/VIII/85/1/26-27 (1st Call)
Name of work : **Cutting of MS structure around the periphery of playground of Deshapriya Park in Ward No. 085, Borough VIII.** Estimated Cost: **Rs. 2,40,504.00**. Earnest Money : **Rs. 4,900.00.** Period of Completion : **30 Days.**
2. NIT No. : KMC/EE/PS/VIII/69/01/26-27 (1st Call)
Name of work : **Daily maintenance of Rose Garden at Maddox Square in Ward No.-069, Br-VIII.** Estimated Cost: **Rs. 1,97,606.86.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion : **365 Days.** Last date and time of submission bid : **06.08.2026 - 1 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Date of opening tender : **08.08.2026 - 2 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2).
3. NIT No. : KMC/EE_PS/VII/67/01/26-27 (1st Call)
Name of work : **Annual maintenance of the Sidhartha Shankar Roy Memorial Garden at the roof top of under ground reservoir in Ward No.-67, Br-VII.** Estimated Cost: **Rs. 2,95,102.50.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **365 Days.**
4. NIT No. : KMC/EE_PS/VII/57/03/26-27 (1st Call)
Name of work : **Annual maintenance of South Sealdah Park in Ward-57, Br-VII.** Estimated Cost: **Rs. 1,96,735.00**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **365 Days.** Last date and time of submission bid : **07.08.2026 - 1 p.m.** (for Sl. No. 3 & 4). Bid opening date for Technical Proposals (online) : **10.08.2026 - 2 p.m.** (for Sl. No. 3 & 4). The bid forms and other details are available on and from **29.07.2026 (10 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The **Dy. Chief Engineer (C) (Parks & Squares), KMC** invites e-quotation online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/DCE/PS/IX/79/01/26-27 (1st Call)
Name of work : **Deployment of labour for daily maintenance of Hossain Shah Park in Ward No.-79, Br-IX for period of one year.** Estimated Cost: **Rs. 2,95,102.50**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **365 Days.**
2. NIT No. : KMC/DCE/PS/IX/76/02/26-27 (1st Call)
Name of work : **Daily maintenance of Khidirpur Padmapukur Square in Ward No.-76, Borough-IX for period of one year.** Estimated Cost: **Rs. 2,95,102.50**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **365 Days.** Last date and time of submission bid : **06.08.2026 - 1 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Date of opening tender : **08.08.2026 - 2 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **29.07.2026 (10 a.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

279/26-27

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃPCMM/CLW/HWH/E-Procurement/26/30, তারিখঃ ২৪.০৭.২০২৬।

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে **PCMM/CLW/HWH** নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত ও নির্ভরযোগ্য প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে ইলেকট্রনিক দরপত্র (বিড) আহ্বান করছে। এই ই-টেন্ডারটি ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ তৈরির সামগ্রী সরবরাহের জন্য। সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখার অনুরোধ করা হচ্ছে। এগুলি ই-টেন্ডার শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক দরপত্রই গ্রহণ করা হবে। **ক্রমিক নং টেন্ডার নং সামগ্রীর বিবরণ পরিমাণ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ টেন্ডারের মূল্য নিম্নরূপঃ (১১৭); ১৪২৬২৬৭১৫১)** WAG-9-এর জন্য গ্যাসকেট সেট (ড্রয়িং / স্পেসিফিকেশন নং CLW/ES/3/0142/H অনুযায়ী, সেটের বিস্তারিত সংযুক্ত), ২) WAG-9HC-এর জন্য গ্যাসকেট সেট (০৪টি আইটেম নিয়ে গঠিত) ELAAU ডানকুনি-র জন্য (ড্রয়িং / স্পেসিফিকেশন নংCLW/ES/3/0142/H অনুযায়ী, সেটের বিস্তারিত সংযুক্ত) টেন্ডার নথিপত্র অনুযায়ী **১২ / ০৮ / ২০২৬** ০.০০ টাকা। **(১১৮); ১৪২৬৩০০৪এ,** LED টাইপ ড্রাইভার-এর ডেস্ক ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ড্রাইভার-এর ডেস্কের আলোকসজ্জা (RDSO স্পেসিফিকেশন নং RDSO/PE/SPEC/TL/0091-2016(Rev.1), টাইপ-F2, ড্রয়িং নং LW76094 Alt-Aঅনুযায়ী) এবং হাউজিং অ্যাসেম্বলি... নং CLW/ES/3/SK-1/0672/A**ওয়ারেন্টি সময়কালঃ** সরবরাহের তারিখ থেকে ৭২ মাস দরপত্র / নথিপত্র অনুযায়ী ১৪.০৮.২০২৬ ' ০.০০। **(১১৯); ১৪২৬২৫২৯,** অয়েল কুলিং ইউনিটের জন্য ব্লোয়ার(কেসিং এবং ৩০ কিলোওয়াট মোটর সহ)মোটরটি করোনা রেজিস্ট্যান্স তার দিয়ে পেঁচানো (Wound)স্পেসিফিকেশন ড্রয়িং নংঃ (১) RDSO/2016/EL/SPEC/0123, REV.0, এবং RDSO/2016/SK-6/EL/SPEC/0123 ও (২) SPEC/E-10/3/09(মোটর) - সংশোধনী নং ০১ থেকে ০৬ সহদরপত্রনথিপত্র অনুযায়ী **১৯.০৮.২০২৬** ' ০.০০।**(১২০); ৩১২৬২৬৭০** অগ্নি-প্রতিরোধী সিমেন্ট (Fire Resistance Cement) স্পেসিফিকেশনঃ CLW/ES/3/0168/4(সেলফ লাইফ / স্থায়িত্বকাল -২৪ মাস) **পরিমাণের সহনশীলতা** (+/-): ৫%,আইটেমের ধরনঃ সাধারণ (Normal), মোট PO মূল্যের পরিবর্তন অনুমোদিত ঃসর্বোচ্চ ৮ লক্ষ দরপত্র / নথিপত্র অনুযায়ী **৩১.০৮.২০২৬**'০.০০। **(১২১)**;৩১২৬২৫৩২, প্রাইমারি ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারের জন্য লোড রেজিস্টর স্পেসিফিকেশনঃ CLW/ES/3/0024/A;দরপত্র / নথিপত্র অনুযায়ী ০৭.০৯.২০২৬ ' ০.০০।

PR8/440 **PCMM/CLW/Howrah**

আমাদের লাইক করুনঃ www.facebook.com/clwrailways

কাটমানি নেওয়া টাকা ফেরত

নিজস্ব সংবাদদাতা,ক্যানিং ঃ তৃণমূল জমানায় বিভিন্ন প্রকল্পে বারবার কাটমানি নেওয়া অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে আবাস যোজনায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে চাপের মুখে পড়ে কাটমানি ফেরত দেওয়ার হিড়িক বেড়েছে তৃণমূল নেতাদের মধ্যে। কোচবিহার, পূর্ব বর্ধমানে এই নজির আগেই দেখা গিয়েছে। এবার ক্যানিংয়েও একই ছবি। আবাস যোজনার কাটমানি ফেরত দিলেন তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্য। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের মালিরধার এলাকার ঘটনা।১০ হাজার থেকে ২০ হাজার ' নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত ওই তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যে মিলন হালদার।তিনি স্থানীয় বিধায়ক পরেশ রাম দাসের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। অভিযোগ, আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার নাম করে এলাকার প্রায় ৪০ জনেরও বেশি উপভোক্তার কাছ থেকে নিয়ম করে টাকা তুলেছিলেন মিলন হালদার। কারও কাছ থেকে ১৫ হাজার, আবার কারও কাছ থেকে ১০ হাজার, ২০ হাজার আবার কারও কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কাটমানি নেওয়া হয়েছিল।অবশেষে ৩৩ জনকে টাকা ফেরত দিলো ঐ তৃণমূল নেতা। স্থানীয় একটি ক্লাবে টাকা ফেরত দেওয়া হয়।ওই ক্লাবে প্রায় ৩৩ জন উপভোক্তা উপস্থিত ছিলেন। দেখা যায়, রীতিমতো খাতা পেন নিয়ে বসে হিসেব করে একে একে সব উপভোক্তাদের টাকা ফেরত দিচ্ছেন ওই তৃণমূল নেতা।

শেন্ট্রাকন কেমিক্যালস লিমিটেড

CIN: L24299WB1993PLC059449

রেজি অফিসঃ- ২১, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, ৫ম তলা, ধর্মতলা, কলকাতা, ৭০০০১৩, পশ্চিমবঙ্গ
কর্পোরেট অফিসঃ ১৯১০, ১৯ তলা, ৯ বিজনেস বে, খাখর সম্পত্তি, এভারশাইন মলের পিছনে, চিঞ্চোলি বান্দর মালাদ (ডাব্লু), মুম্বাই। ৪০০০৬৪, মহারাষ্ট্র
ইমেইলঃ info.shentracon@gmail.com । **ওয়েবসাইটঃ** www.shentracon.com যোগাযোগ নম্বর ৯১ ৮৮২৮২৬৮৭২১

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

১. এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'শেন্ট্রাকন কেমিক্যালস লিমিটেড'-এর সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২১শে আগস্ট, ২০২৬, শুক্রবার দুপুর ১.০০টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি' বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম' মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
২. মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ বা MCA), ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৩২০২৫ এবং এ বিষয়ে পূর্বে জারি করা বিজ্ঞপ্তিগুলোর (যাকে একত্রে এমসিএ বিজ্ঞপ্তি বলা হচ্ছে) মাধ্যমে কোম্পানিগুলোকে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর সাহায্যে বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের অনুমতি দিয়েছে। সেই অনুযায়ী, কোম্পানি আইন ২০১৩-এর প্রযোজ্য বিধানাবলি, এমসিএ বিজ্ঞপ্তি এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট স) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর নিয়ম মেনে কোম্পানির এজিএম ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।
৩. উল্লিখিত এমসিএ বিজ্ঞপ্তি, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট স) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৬ এবং ৩০শে জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি মাস্টার সার্কুলার মেনে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সেইসব সদস্যের কাছে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি, রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অথবা ডিপোজিটরি-র কাছে নিবন্ধিত আছে। যাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নেই, তাদের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হবে যাতে সম্পূর্ণ বার্ষিক প্রতিবেদনটি পাওয়া যাবে এমন সঠিক ওয়েব-লিংক বা পাথ (path) উল্লেখ থাকবে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.shentracon.com), বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং সিডিএসএল (CDSL)-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট (www.evotingindia.com)-এও পাওয়া যাবে। কোনো সদস্য অনুরোধ করলে তাকে বার্ষিক প্রতিবেদনের একটি হার্ড কপি (মুদ্রিত অনুলিপি) প্রদান করা হবে।
৪. সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি (VC)ওএভিএম (OAVM) সুবিধার মাধ্যমে এজিএম (AGM)-এ যোগ দিতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং (remote e-voting) বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ভিসিওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারা অনুযায়ী কোরাম (quorum) গণনার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
৫. সদস্যদের জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর সুবিধাটি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (CDSL) প্রদান করবে। ভোট প্রদানের জন্য সদস্যদের যোগ্যতা নির্ধারণের 'কাট-অফ' তারিখ হলো শুক্রবার, ১৪ই আগস্ট, ২০২৬। দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি মঙ্গলবার, ১৮ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ২০শে আগস্ট, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০টায় শেষ হবে। এরপর সিডিএসএল (CDSL) কর্তৃক দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে।
৬. যেসব সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা ইতিমধ্যে কোম্পানি, রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট বা ডিপোজিটরি-র কাছে নিবন্ধিত রয়েছে, তারা তাদের নিবন্ধিত ই-মেইল ঠিকানায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং সেই সাথে লগ-ইন সংক্রান্ত তথ্য ও দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর নির্দেশাবলী পাবেন।
৭. যেসব সদস্যের ই-মেইল আইডি নিবন্ধিত নয়, তাদের জন্য ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ডএজিএম (AGM)-এর বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার প্রক্রিয়াঃ
ক. যেসব সদস্যের শেয়ার ফিজিক্যাল বা ভৌত আকারে (কাগজের সার্টিফিকেটের মাধ্যমে) রয়েছে, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যথাযথভাবে পূরণকৃত 'ফর্ম আইএসআর-১' (Form ISR-1) এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট -'পূর্বা শেয়ার-রেজিস্ট্রি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড'-এর কাছে জমা দিতে, যাতে তাদের ই-মেইল ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর নিবন্ধন বা হালনাগাদ করা যায়।
খ. যেসব সদস্যের শেয়ার ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ইলেকট্রনিক) আকারে রয়েছে, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (DP)-এর কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর নিবন্ধন বা হালনাগাদ করতে ই-ভোটিং এবং ভিসিওএভিএম (VC/OAVM)-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের জন্য এটি বাধ্যতামূলক। ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্য, ইসিএস (ECS) ম্যান্ডেট, ই-মেইল ঠিকানা, নমিনেশন (মনোনয়ন), পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি, ঠিকানা বা নাম পরিবর্তন ইত্যাদি সংক্রান্ত যেকোনো পরিবর্তনের বিষয়টি শুধুমাত্র তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টকে (DP) জানাতে কোম্পানি বা আরটিএ (RTA)-কে নয়। ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের মাধ্যমে করা এই ধরনের যেকোনো পরিবর্তন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোম্পানির পরবর্তী নথিপত্রে প্রতিফলিত হবে।

শেন্ট্রাকন কেমিক্যালস লিমিটেডের পক্ষে
স্বাক্ষর-
অমিত ললিত জৈন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 0526366

তারিখঃ ২৯-০৭-২০২৬
স্থানঃ মুম্বাই

মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরও ডিম-হামলা, হুগলিতে পঞ্চায়েত প্রধানকে ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রীর সতর্কবার্তার পরেও রাজ্যে অব্যাহত রয়েছে রাজনৈতিক বিক্ষোভের নতুন ধারা। এবার হুগলির সিঙ্গুরে তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানকে ঘিরে ডিম হামলার অভিযোগ উঠল। বৈঁচিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মায়াবতী কর্মকার এবং উপপ্রধান নবকুমার বাগের উপর একদল ক্ষুব্ধ জনতা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছ।ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঁচিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মায়াবতী কর্মকার এবং উপপ্রধান নবকুমার বাগের বিরুদ্ধে সরকারি প্রকল্পে অনিয়ম, কাটমানি নেওয়া এবং পঞ্চায়েতের কাজের হিসাব নিয়ে গরমিলের অভিযোগ তুলেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। সেই অভিযোগকে কেন্দ্র করেই এদিন পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান বেশ কিছু মানুষ। অভিযোগ, বিক্ষোভের সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। উত্তেজিত জনতার একাংশ প্রধান ও উপপ্রধানকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করেন। মায়াবতী কর্মকারকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, তাঁকে মাটিতে ফেলে মারধর করা এবং জুতো দিয়ে হেনস্থার অভিযোগও উঠেছে। এমনকি তাঁর গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলেও দাবি করা হয়েছে। একইভাবে উপপ্রধান নবকুমার বাগও জনরোষের শিকার হন বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সিঙ্গুর থানার পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে পুলিশ দুই জনপ্রতিনিধিকে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও পক্ষের তরফে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। তবে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায়

রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, পরিকল্পিতভাবে এই ধরনের হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনায় বিজেপি কর্মীদের ইন্ধন রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে বিজেপির তরফে এখনও কোনও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সময় ডিম ছোড়ার ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ডিম ছোড়া বাংলার সংস্কৃতি নয় এবং তিনি এই ধরনের ঘটনাকে সমর্থন করেন না। একইসঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধিতা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করার বার্তাও দেওয়া হয়েছিল। রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও একাধিকবার এই ধরনের হামলার নিঃদা করেছেন। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সতর্কবার্তা সত্ত্বেও বিভিন্ন এলাকায় ক্ষোভ প্রকাশের নামে এই ধরনের ঘটনা অব্যাহত থাকায় পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। সিঙ্গুরের বৈঁচিপোতার এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় এখন রাজনৈতিক উত্তেজনা রয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। আগামী দিনে এই ঘটনায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয় কি না এবং তদন্তে কী উঠে আসে, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৩৮ সংখ্যা, বুধবার, ১২ শ্রাবণ, ১৪৩৩

বিপ্লবী দামাল সন্তান

মৃত্যুর আগের সময় পর্যন্ত কিভাবে একজন বিপ্লবী নিজ দায়িত্বকে সুপরিকল্পিত ভাবে পালন করেন অন্য সহকর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকেন,তার অন্যতম জ্বলন্ত উদাহরণ হলেন কানাইলাল ভট্টাচার্য। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাস। ব্রিটিশ প্রশাসনের দুর্গ রাইটার্স বিল্ডিংসের অভ্যন্তরে অলিন্দ যুদ্ধে সামিল তিন দামাল তরুণ বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত। সেই অভ্যুত্থান স্থলেই মারা যান বাদল। হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু ঘটে বিনয়ের। বিচারে দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির আদেশ দেন তৎকালীন জজসাহেব আর আর গার্লিক। বাংলার বিপ্লবীদের এই অভ্যুত্থান বারুদের স্তূপে আগুন সঞ্চার করে। সারা বাংলা উত্তাল হয়ে ওঠে প্রতিরোধে। গুপ্ত সমিতির নেতাদের পরামর্শে স্থির হয় গার্লিককে শাস্তি দিতে হবে। দায়িত্বভার গ্রহণ করেন বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত কিন্তু তিনি হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় সেটি কার্যকর হয়নি। এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য নেতৃত্ব আলোচনার ভিত্তিতে কানাইলাল ভট্টাচার্যকে এই কাজে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়টি দেখার ভার সুনীল চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়ার সময় তার চোখের কোণে জল। কর্তব্যে অটল, কিন্তু সহকর্মীদের প্রতি তার অসীম দরদবোধ আজও হৃদয়কে নাড়া দেয়। গার্লিক হত্যার দায়িত্ব পেয়ে কানাইলাল ভট্টাচার্য বিপ্লবী সুনীল চট্টোপাধ্যায়কে প্রণাম করে আগের রাতে নিশ্চিন্তে সারারাত্রি ঘুমোলেন। ২৭ জুলাই,১৯৩১ বেলা বারোটা নাগাদ তাঁকে গ্রাম্য লোকের মত সাজানো হল। এইভাবে তিনি আলিপুর কোর্টে পৌঁছলেন। বেলা দেড়টার সময় জজসাহেব গাড়িতে এসে পৌঁছন এবং প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে ওপরে উঠে গেল। আদালত কক্ষে গার্লিক প্রবেশ করতেই সবাই উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু যখন সবাই বসে পড়ছে তখন হঠাৎ কানাইলাল একলাফে উঠে গিয়ে জজসাহেবের মাথায় গুলি করলেন। জজসাহেব নিচে লুটিয়ে পড়েন এবং সাথে সাথে মৃত্যু হয় তার। গার্লিক হয়তো ভাবতেও পারেননি যে বিচারকেরও বিচার সম্ভব। সাথেসাথে অন্যান্য পুলিশরা কানাইলালকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। পকেটে রাখা পটাশিয়াম সায়ানাইডের পুরিয়া মুখে নিয়ে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন কানাইলাল। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। কানাইলালের জামার পকেটে একটি চিরকুট পাওয়া যায়, যেখানে লেখা ছিল 'ধ্বংস হও'। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির দণ্ড লও - বিমল গুপ্ত। বাংলাজুড়ে ব্রিটিশ পুলিশের ত্রাস বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত ইতিমধ্যেই অত্যাচারী জেলাশাসক পেডিকে হত্যা করে অন্তরালে। নিজের জীবন দানের পাশাপাশি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অপর নেতৃত্বকে রক্ষার দায়িত্বও নিয়েছিলেন কানাইলাল। এমনকি শনাক্তকরণের সময় কানাইলালের মহীয়সী মাতাও তাঁর দেহকে অস্বীকার করে বলেন এ তার কানু নয়। ব্রিটিশের চোখে প্রায় দুই বছর বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত মৃত হয়েছিলেন কানাইলালের আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার দরিদ্র ভট্টাচার্য বাড়ির ছেলে কানাইলাল অর্থাভাবের জন্য থার্ড ক্লাসের পর লেখাপড়ায় ইতি টানলেন। স্বদেশী বই পড়ে মনের মধ্যে ব্রিটিশ শাসকের প্রতি জন্ম নেয় তীব্র ঘৃণা। দেশমাতাকে মুক্ত করতে হবে।

গীতা দত্ত

গীতা ঘোষ রায় চৌধুরী। সুচিত্রা সেনের সমসাময়িক। সুচিত্রার বাড়ি পাবনা, আর গীতার বাড়ি তৎকালীন ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার ইদিলপুরে। বর্তমানে এটি গোসাইরহাট, শরীয়তপুর জেলা;আমাদের পাশের জেলা। জন্মসূত্রে তিনি জমিদার কন্যা। সুললিত কণ্ঠ ও প্রতিভা দেখে ছোটবেলায় তাঁকে গানের তালিম দেন হরেন্দ্রনাথ নন্দী। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জমিদার প্রথা চলে যাওয়ায় তাঁর পরিবার প্রথমে কলকাতা এবং পরে বোম্বে চলে যান। আয় না থাকায় তাদের আশ্রয় হয় বস্তিতে! অর্থাভাবে আর গানের তালিম নিতে পারেননি, বরং মাত্র ১২ বছর বয়সে নিজেই গানের টিউশনি করে সংসারের হাল ধরেন গীতা। পয়সা বাঁচাতে মাইলের পর মাইল হাঁটতেন। গরিব হওয়ায় গান শেখানোর বাসায় তাঁকে মাটিতে বসতে বলা হতো। একদিন বাসায় তিনি আনমনে গুন গুনিয়ে গান করছিলেন। সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন বোম্বের সুরকার হনুমান প্রসাদ। তিনি রত্ন চিনতে ভুল করেননি। ভক্ত প্রহ্লাদ ছবিতে গান করার প্রস্তাব দেন। সেই শুরু। সালটা ১৯৪৬। বাকিটা ইতিহাস! তাঁর গানে শচীন দেব বর্মণ এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর পরের ছবির প্রধান গায়িকা করেন গীতাকে। একে একে তাঁর গান সুপার ডুপার হিট হতে থাকে, তিনি হয়ে ওঠেন বলিউডের শীর্ষ জনপ্রিয় গায়িকা, এক জীবন্ত কিংবদন্তি! ঠিক তখনই রূপে গুণে পরিণত গীতার জীবনে আসে সুদর্শন নায়ক, প্রযোজক ও পরিচালক গুরু দত্ত। প্রথমে মন দেওয়া নেওয়া, শেষে পরিণয়। গীতা ঘোষ রায় চৌধুরী হয়ে যান গীতা দত্ত। বিয়েও করেন বাঙালি রীতিতে;তিনি পরেছিলেন লাল বেনারসি ও গহনা আর গুরু দত্ত পরেছিলেন ধুতি ও সিল্কের পাঞ্জাবি। তখন বলিউডের মাঠ কাঁপানো নায়িকা ওয়াহিদা রেহমান। হঠাৎ করেই ওয়াহিদা রেহমানের প্রতি গুরু দত্ত আসক্ত হয়ে পড়েন। শুরু হয় ত্রিভুজ প্রেমের টানাপোড়েন, যার বলি হন গীতা দত্ত। দুজনে আলাদা বসবাস শুরু করেন। কিন্তু গুরু দত্ত মাত্র ৩৯ বয়সে মারা গেলে গীতা দত্ত মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। সুরের বদলে সুরা হয় তার নিত্য সঙ্গী। সেখান থেকে লিভার সিরোসিস! যদিও কামব্যাক করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ততদিনে কণ্ঠে আগের সেই মাধুরী ও মাদকতা নেই। গান গাইতে গেলে নাক, মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। তাঁর অবস্থান লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে দখল করা শুরু করেছে। এরপরও অনুভব ছবিতে গাওয়া তাঁর সবকটি গানই হিট। এভাবেও তিনি ফিরে এসেছিলেন!

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

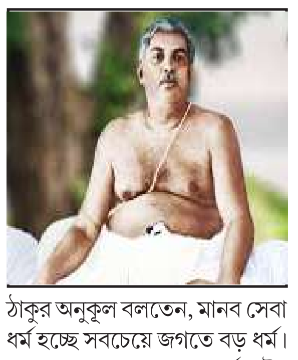

ঠাকুর অনুকূল বলতেন, মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে জগতে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা লিপিবদ্ধ করা আছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী হবে। তার জন্য মায়ের সাধনা করো। তবেই মাতৃভক্তি জাগরিত হবে। মায়ের কাছেই আছে জীবন শক্তি। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা হচ্ছেন শক্তি দাত্রী। তিনি সবাইকে শক্তি দান করেন।

মা সারদা দেবী

মা সারদা দেবী বলতেন, মা কালী দর্শন তিনি লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি আরও বলতেন, বিশ্ব মাতাকে পুজো করতে হবে। বিশ্বমাতার আর্শির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাকে ভালো বাসতে হবে। মায়ের আর্শিবাদ লাভ করতে হবে। যিনি মায়ের আর্শিবাদ লাভ করেি তিনি জগতে আর কাউকে ভয় পান না। তিনি সবার কাছে প্রিয় হন।

মা আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত। ভগবানকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর আছেন বলেই মানুষ শারীরিক এবং মানসিক শক্তি লাভ করে। ঈশ্বর আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা চাই। মানবধর্মের জয় চাই। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দেবীর কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। নিজের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে পরাজিত করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে অপশক্তিকে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তির উত্থান করতে হবে।

'হাজার চুরাশির মা' লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী

রবীন্দ্রকুমার শীল

কথা সাহিত্যিক এবং মানবাধিকার আন্দোলন সমর্থক মহাশ্বেতা দেবী পরলোকগমন করেন ২৮ জুলাই, ২০১৬ সালে। মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম ঢাকায়। তাঁর বাবা মনীশ ঘটক বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং কাকা ঋত্বিক ঘটক ভারতের চলচ্চিত্রের এক ব্যতিক্রমী প্রতিভার শ্রদ্ধেয়জন। শিক্ষালাভের জন্য ১৯৩৬ সালে শান্তিনিকেতনে ভর্তি হন। তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। পরে তিনি কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষা গ্রহণের সময় থেকেই তাঁর লেখালেখির শুরু। ১৯৩৯ সালে তিনি যখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়েন, তখন খগেন্দ্রনাথ সেন-সম্পাদিত রংমশাল পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত রচনা 'ছেলেবেলা'। তিনি অরণ্যের অধিকার উপন্যাসের ভূমিকায় বলেছিলেন - 'লেখক হিসাবে, সমকালীন সামাজিক মানুষ হিসাবে, একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের সমস্ত দায় দায়িত্ব বহনে আমরা সর্বদাই অঙ্গীকারবদ্ধ। দায়িত্ব অস্বীকারের অপরাধ সমাজ কখনোই ক্ষমা করে না। আমার বীরসা-কেন্দ্রিক উপন্যাস সে অঙ্গীকারেরই ফলশ্রুতি।' তিনি মনে করতেন, ইতিহাসের মুখ্য কাজই হচ্ছে একইসঙ্গে বাইরের গোলমাল, সংগ্রাম ও সমারোহের আবর্জনা এবং ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জনবৃত্তকে অন্বেষণ করা, অর্থ ও তাৎপর্য দেওয়া। এর মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে সমাজনীতি ও অর্থনীতি, যার মানেই হলো লোকাচার, লোকসংস্কৃতি, লৌকিক জীবনব্যবস্থা। তাঁর সাহিত্যকর্মে এই প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। মহাশ্বেতা দেবী আজীবন সংগ্রামী চিন্তা চর্চা করেছেন এবং দেশ ও মানুষ সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত হবে সেই লক্ষ্যে সাহিত্য রচনা করে চলেছেন। তাঁর সংগ্রাম চলেছে সাহিত্যচর্চা এবং জীবনচর্চার মাধ্যমে।

১৯৪৩-এ পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় মহাশ্বেতা দেবী প্রথম বর্ষে পড়েন এবং কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রী সংগঠন 'Girls Student Association' এবং দুর্ভিক্ষ ত্রাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির মিটিংয়ে যোগ দিতেন, পার্টির মুখপত্র People's ঢখন, জনযুদ্ধ বিক্রি করতেন এবং সে-পত্রিকার নিয়মিত পাঠকও ছিলেন। তবে পার্টির মেম্বার না হয়ে এভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মূলত তখন থেকেই তাঁর কর্মীসত্তার বিকাশ, যা পরবর্তীকালে তাঁর জীবনে আরো প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯৪৪ সালে মহাশ্বেতা ফিরে আসেন শান্তিনিকেতনে, বিএ পড়তে। ১৯৪৬ সালে আবার কলকাতায় ফিরে ইংরেজিতে অনার্সসহ বিএ পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে এমএ ভর্তি হন। কিন্তু তখন রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পড়াশোনা ব্যাহত হয়। ১৯৪৭ সালে বিশিষ্ট নাট্যকার এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের সংসার-জীবন ছিল দারিদ্র্য-পরিবেষ্টিত, এ-সময়ে মহাশ্বেতা দেবী রং-সাবান, রঙের গুঁড়ো ফেরি করেন, ছাত্র পড়ানো শুরু করেন। ১৯৪৮ সালে তাঁর একমাত্র পুত্র নবারুণ ভট্টাচার্যের জন্ম হয়। তাঁদের সংসার-জীবন পনেরো বছরের বেশি টেকেনি। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী নিজেই পরবর্তীকালে বিজন ভট্টাচার্য সম্পর্কে বলেন - 'Bijan has shaped my talent and given it permanent form. He has made me into what I am today.' তিনি সুমিত্রা দেবী ছদ্মনামে সচিত্র ভারত পত্রিকায় ফিচার এবং গল্প লেখা শুরু করেন। যদিও ১৯৪৯ সালে ইনকাম ট্যাক্সে কেরানির চাকরি পান, কিন্তু সে-চাকরি তাঁর করা হয় না। এরপর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারে পোস্টাল অডিটে আপার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরি নেন। কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক সন্দেহে চাকরি থেকে বরখাস্ত হন, পরবর্তীকালে পুনর্বার চাকরিতে বহাল হলেও তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সরকারি চাকরিতে ফেরেননি।

দীর্ঘ পড়াশোনা বিরতির পর ১৯৬৩ সালে তিনি প্রাইভেটে ইংরেজিতে এমএ পাশ করেছেন এবং ১৯৬৪ সালে তিনি ইংরেজি অধ্যাপনায় প্রবেশ করেন বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে। ইতিমধ্যে তাঁর প্রথম বই ঝাঁসীর রানী (১৯৫৬) সালে প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে তিনি লেখাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। ইতিহাস তাঁর সাহিত্য জীবনে সব সময়ই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। তিনি ঐতিহাসিক পট ভূমিকায় খুদাবক্স ও মোতির প্রেমের কাহিনি নিয়ে ১৯৫৬ সালে নটী উপন্যাসটি লেখেন। এছাড়া প্রথম পর্যায়ে তিনি লোকায়ত নৃত্য-সংগীতশিল্পীদের নিয়ে লিখেছেন মধুরে মধুর (১৯৫৮), সার্কাসের শিল্পীদের বৈচিত্র্যময় জীবন নিয়ে লেখেন প্রেমতারা (১৯৫৯)। এছাড়া যমুনা কী তীর (১৯৫৮), তিমির লগন (১৯৫৯), রূপরেখা (১৯৬০), বায়োস্কোপের বাক্স (১৯৬৪) প্রভৃতি উপন্যাস।

১৯৬২ সালে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। সংসার ভেঙে গেলেও ছেলের জন্য খুব ভেঙে পড়েছিলেন। সে-সময় তিনি অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতেও গিয়েছিলেন, চিকিৎসকদের চেষ্টায় বেঁচে যান। হাজার চুরাশির মা উপন্যাসে তিনি ছেলে থেকে বিচ্ছিন্ন হবার যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন বলে জানান। এরপর তিনি অসিত গুপ্তকে বিয়ে করেন ১৯৬৫ সালে, কিন্তু সেই সংসারও ১৯৭৬ সালে ভেঙে যায়। নিঃসঙ্গ জীবন, বিচ্ছেদ- বিরহ-বেদনায় তিনি নিজেকে সঁপে দেন লেখা এবং শিক্ষার ব্রতে। তাঁর পরিবর্তিত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্যকর্মেও যে পরিবর্তন এসেছিল, এ-প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী জীবন ও দর্শন নিয়ে কল্যাণ মৈত্রের সঙ্গে আলাপচারিতায় সেই সন্ধিক্ষণকে কাটিয়ে ওঠা প্রসঙ্গে বলেন - '... স্রেফ লিখে। হাজার চুরাশির মা লিখেছিলাম ওই সময়েই। উপন্যাসটা পড়লে বোঝা যাবে। আর ওই সময় আমি অসম্ভব ঘুরে বেড়াতে লাগলাম - তার একমাত্র কারণ ছিল এটাই। মনের একটা কষ্টকে চাপতে চেষ্টা করছি। হয়তো এটাই আমার জীবনে একটা টার্নিং পয়েন্ট। ওই সময় দিনে চোদ্দো-পনেরো ঘণ্টা কাজ করেছি।... এদিকে আমি কোয়ালিটি রাইটিংয়ের দিকে মন দিলাম, অন্যদিকে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ শুরু করলাম। এই দিকটা অবশ্যই আমার লেখাকে সমৃদ্ধ করতে শুরু করেছিল। একটা না দেখা ওয়ার্ল্ড, কেউ জানে না, বোঝে না। তার সমস্ত অনুভূতিগুলি ক্ষোভ-দুঃখগুলি আমার লেখার সঙ্গে খুব মিশে যাচ্ছিল।'

এরপর তিনি ষাটের দশকের মাঝামাঝি এসে যে-উপন্যাসগুলো লেখেন, তাকে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের সাহিত্যকর্ম বলা যেতে পারে। এগুলোর মধ্যে আঁধার মানিক (১৯৬৬), কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্রির জীবন ও মৃত্যু (১৯৬৬), হাজার চুরাশির মা (১৯৭৪) উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে তিনি রাজনৈতিক চেতনার ও ইতিহাস-আশ্রিত কাহিনী যেমন লিখেছেন, তেমনি আদিবাসীকেন্দ্রিক উপন্যাসের সূচনাও ঘটে এ সময়। হাজার চুরাশির মা এ-সময়ে লেখা তাঁর সবচেয়ে আলোচিত উপন্যাস হলেও কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্রির জীবন ও মৃত্যু উপন্যাসটি একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাস এবং আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসের শুরুও এ-উপন্যাস থেকে বলা যায়।

তৃতীয় পর্বে লেখায় তিনি উলগুলান (১৯০০), কোলহান (১৮৩৫) এবং হুলকে (১৮৫৫-৫৬) নিয়ে আসেন। একের পর এক আদিবাসীদের নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন তিনি। তাঁর আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোর হলো কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্রির জীবন ও মৃত্যু (১৯৬৭), অরণ্যের অধিকার (১৯৭৫), চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর (১৯৮০), সুরজ গাগরাই (১৯৮৩), টেরোড্যাকটিল, পূরণসহায় ও পিরথা (১৯৮৭), ক্ষুধা (১৯৯২) এবং কৈবর্ত খণ্ড (১৯৯৪) প্রভৃতি। উল্লিখিত উপন্যাসগুলো ছাড়াও আরো বেশ কিছু উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী প্রসঙ্গ এনেছেন, তবে তা বিচ্ছিন্নভাবে। এছাড়া তিনি আদিবাসীদের নিয়ে প্রচুর ছোটগল্পও লিখেছেন, গল্পগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ্য - শালগিরার ডাকে (১৯৮২), ইটের পরে ইট (১৯৮২), হরিরাম মাহাতো (১৯৮২), সিধু কানুর ডাকে (১৯৮৫) প্রভৃতি। এই সব গল্প-উপন্যাসে তিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামরিক নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে যেমন আদিবাসী প্রতিবাদী চরিত্র চিত্রিত করেছেন, তেমনি এদেশীয় সামন্ততান্ত্রিক শোষণের প্রতি প্রতিবাদ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বরে আওয়াজ তোলেন।

বাংলা সঙ্গীত জগতে অন্যতম সেরা প্রখ্যাত সুরকার কমল দাশগুপ্ত

রানা হালদার

বাংলার বিখ্যাত সুরকার কমল দাশগুপ্ত জন্ম গ্রহণ করেন ২৮ জুলাই, ১৯১২ সালে। তাঁর পৈত্রিক নিবাস তৎকালীন যশোর জেলার নড়াইল মহকুমার কালিয়া থানার বেন্দাগ্রামে। ব্যবসাজীবী পিতা তারাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের কুচবিহারে অবস্থানকালে কমল দাশগুপ্তের জন্ম হয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কমল দাশগুপ্ত ক্যালকাটা একাডেমী থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। পরবর্তীতে তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বি. কম পাস করেন। 'মীরার ভজন' এর সুরারোপের জন্যে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কমল দাশগুপ্ত 'ডক্টরস অব মিউজিক' ডিগ্রী লাভ করেন। কমলের পিতা তারাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ভাল ধ্রুপদী গাইতেন। কমল দাশগুপ্তের ভাই-বোনেরা সকলেই কন্ঠ শিল্পী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পারিবারিক অনুকূল পরিবেশেই কমল দাশগুপ্তের সংগীতশিক্ষার ভিত্তি রচিত হয়েছিল। তাঁর আনুষ্ঠানিক সংগীতশিক্ষার সূচনা হয় নিজগৃহে দাদা বিমল দাশগুপ্তের কাছে। এরপর শ্রী রামকৃষ্ণ মিশ্র ও দিলীপ কুমার রায়ের কাছে কিছুদিন গানের তালিম নেন। এ সময় তিনি দিলীপ কুমার রায়ের সংগীত দলের সদস্য হয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গান শোনাতে গিয়েছিলেন। অন্ধ গায়ক শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র দে'র কাছে তিনি কয়েক বছর সংগীত শিক্ষা লাভ করেন। ঠুংরীরাজ ওস্তাদ জমিরউদ্দীনের প্রিয় পাত্র ছিলেন তিনি। ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খাঁ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। তিনি মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত কমল দাশগুপ্তকে উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম দিয়েছিলেন। কমল দাশগুপ্তের বাড়ীতে নিয়মিত সংগীতের আসর বসতো। এই সকল আসরে উপস্থিত থাকতেন তখনকার বিখ্যাত গায়কদের মধ্যে কমল দাশের বড় ভাই বিমল দাশগুপ্ত, শ্রী তুলসী লাহিড়ী, শ্রী শচীনদেব বর্মন, কবি শৈলেন রায়, ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খাঁ, আব্বাসউদ্দীন ও শিশুশিল্পী কমল দাশগুপ্ত। কমল দাশগুপ্তের বড় ভাই বিমল দাশগুপ্ত এ সময়ে গ্রামোফোন কোম্পানীর একজন ট্রেনার ছিলেন। ভাইয়ের সঙ্গে কমল প্রায়ই গ্রামোফোন কোম্পানীতে যেতেন। ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে গ্রামোফোন কোম্পানীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি সমাধা করে দিতেন। বিশেষ করে নতুন নতুন সুরারোপ ও রেকর্ডিং এর কাজগুলি। এ ভাবেই গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৩২ সালে তিনি নিজের সুরারোপিত গানের রেকর্ড করার সুযোগ পান। তাঁর প্রথম সুরারোপিত গানের গায়ক ছিলেন সত্যবতী।

১৯৩২ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি গ্রামোফোন রেকর্ড ও চলচ্চিত্র মিলিয়ে চার হাজারের অধিক গানে সুরারোপ করেছেন এবং অসংখ্য গানে কণ্ঠও দিয়েছেন। বাংলা এবং হিন্দি গানের সব ভুবনেই বিচরণ করেছেন তিনি। উর্দু ভাষার উপরও তাঁর ছিল বিশেষ পারদর্শিতা। শ্রীমতি যুথিকা রায় ও কমল দাশের দ্বৈত উর্দুতে গাওয়া না'ত ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। হিন্দীতেও তিনি গীত ও ভজন রচনা করেছেন প্রচুর। ঠুংরী সৃষ্টিতেও তাঁর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। সুরের জগতে রাগরাগিণীর উপর অবাধ বিচরণ ছিল তাঁর।

ভারতীয় সামরিক বাহিনীর রণসংগীত 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' সঙ্গীতটির সুরকার তিনি। হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁর গোল্ডেন জুবিলীর বিশেষ গানটি তাঁকে দিয়েই সুরারোপ করে রেকর্ড করিয়েছিলেন। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তাঁর সুরারোপিত গানের সংখ্যা সাত হাজার হওয়ায় এইচএমভি রেকর্ড কোম্পানি তাঁর সিলভার জুবিলী পালন করে। প্রতিমাসে গড়ে ৪৫টি গান সুর করার কৃতিত্ব ছিল তাঁর। বাংলাদেশের রেডিওতে অবস্থান কালেই তিনি আব্দুল গফ্‌ফার চৌধুরী রচিত একুশের জনপ্রিয় সঙ্গীত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী' গানটির স্বরলিপি প্রণয়ন করেন। তিনি কবি নজরুল ইসলামের চার শতাধিক গানের সুর দিয়েছিলেন। দক্ষিণভারতের বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতি শুভলক্ষ্মীর কণ্ঠে কমল দাশগুপ্তের সুরারোপিত বিখ্যাত 'মে নিরগুনিয়া গুন নেহী' ভজনটি ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে তাঁর সুরারোপিত হিন্দীগান 'ও প্রীত নেভানেওয়ালী' এবং 'কিতনে দুখ্ ভুলায়া তুমনে' গান দু'টি শ্রোতাদের মনে আশ্চর্য রকম প্রভাব বিস্তার করে। 'যদি ফিরে দেখা হয় সহসা' ঠুংরী সৃষ্টি তাঁর একটি কালজয়ী সৃষ্টি। 'চুপকে চুপকে বোল ময়না' সুরারোপিত রেকর্ডের গানটি লক্ষাধিক কপি বিক্রয় হয়েছিল। এভাবেই তাঁর সুরারোপিত বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন ভাষার গানগুলি অনাদিকাল ধরে সংগীত পিপাসুদের হৃদয় আঁকড়ে থাকবে। কমল দাশগুপ্তের শিল্পীজীবনের সোনালী অধ্যায় জুড়ে রয়েছে রূপালী পর্দা। তিনি ছায়াছবির অসংখ্য গানে সুরারোপ ও সংগীত পরিচালনা করেছেন। বিভিন্নছায়াছবির কাজে ব্যস্ত হন।

বিদ্রোহী কবি নজরুলের খুবই প্রিয় 'ফিরোজা বেগম'

চিত্তজিৎ দত্ত

সঙ্গীতশিল্পী, নজরুলসংগীতের স্বরলিপিকার ফিরোজা বেগম ২৮ জুলাই, ১৯৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ফিরোজা বেগমের জন্মস্থান ফরিদপুর। বাবা খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী। মা কওকাবন্নেসা বেগমও ছিলেন সংগীতানুরাগী ও সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারিণী। কি স্কুল, কি কলেজে;প্রথম বাদে দ্বিতীয় হওয়ার অভিজ্ঞতা খুব কমই হয়েছে তাঁর জীবনে। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময়ই অল ইন্ডিয়া রেডিওতে গান গেয়ে সাড়া ফেলেছিলেন ফিরোজা। অল ইন্ডিয়া রেডিওর সুনীল বোস একটা অনুষ্ঠানে ফিরোজা বেগমের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর আগ্রহেই ছোট্ট ফিরোজাকে এইচএমভিতে অডিশন দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ঘিয়ে রঙের পাজামা-পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমার প্রধান প্রশিক্ষক নজরুলকে দেখলেন তিনি। গান ধরলেন, 'যদি পরানে না জাগে আকুল পিয়াসা...'।

ফিরোজা বেগম ছিলেন একজন বাংলাদেশী বাঙালি নজরুল গীতি গায়িকা। তিনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৭৯ সালে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে ভূষিত হন। প্রারম্ভিক জীবন ও কর্মজীবন ঃ ফিরোজা বেগম ১৯৩০ সালের ২৮ জুলাই গোপালগঞ্জ জেলায় রাতাইল ঘোনাপাড়ার জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতামাতা ছিলেন ফরিদপুরের খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল এবং বেগম কাওকাবুন্নেসা। শৈশবেই তিনি সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৪০ সালে তার কর্মজীবন শুরু করেন।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় ফিরোজা বেগম প্রথম অল ইন্ডিয়া রেডিওতে গান করেন। ১০ বছর বয়সে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে তার পরিচয় হয়। তিনি তার ছাত্রী হন। ১৯৪২ সালে, তিনি গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানি 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস'- এর মাধ্যমে ৭৮ আরপিএম ডিস্ক ফরম্যাটে তার প্রথম ইসলামিক গান রেকর্ড করেন।

তারপর থেকে ১২টি এলপি, ৪টি ইপি, ৬টি সিডি এবং ২০টিরও বেশি অডিও ক্যাসেট রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৭ সালে ঢাকায় চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কলকাতায় বসবাস করতেন। ব্যক্তিগত জীবন ঃ ১৯৫৬ সালের ২৮শে মার্চ ফিরোজা বেগম গায়ক, সুরকার এবং গীতিকার কামাল দাসগুপ্তকে বিয়ে করেন (যিনি বিয়ের আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কামাল উদ্দিন আহমেদ নাম নেন)। কামাল ১৯৭৪ সালের ২০শে জুলাই মারা যান। তাদের তিন ছেলের মধ্যে দুজন, হামিন আহমেদ এবং প্রয়াত শফিন আহমেদ সঙ্গীতশিল্পী। তারা মাইলস নামক রক ব্যান্ডের সদস্য। প্রধান প্রশিক্ষক বললেন, 'এতটুকু মেয়ে। এই গান তুমি কোথায় শিখলে!' ফিরোজা বেগম তখনো জানেন না, এই মানুষটাই কাজী নজরুল ইসলাম। সেদিন কমল দাশগুপ্তের সঙ্গেও প্রথম দেখা হয় তাঁর। তিনি তখন ২৫-২৬ বছরের তরুণ। পরে এই মানুষটিরই সহধর্মিণী হন ফিরোজা বেগম। ১৯৭২ সালে কলকাতায় বঙ্গ-সংস্কৃতি-সম্মেলন-মঞ্চে কমল দাশগুপ্তের ছাত্রী ও সহধর্মিণী হিসেবে তিনি ছিলেন মুখ্যশিল্পী। উভয়ের দ্বৈতসঙ্গীত সকল শ্রোতা-দর্শককে ব্যাপকভাবে বিমোহিত করেছিল।

১৯৪২ সালে বিখ্যাত গ্রামোফোন কোম্পানি এইচএমভি থেকে ৭৮ আরপিএম ডিস্কে তার প্রথম রেকর্ড বের হয়। কাজী নজরুল ইসলামের প্রধান সহযোগী চিত্তরঞ্জন রায় সব ব্যবস্থাই করলেন। তখনো লং প্লে আসেনি। ৭৮ আরপিএমে বের হলো তাঁর প্রথম রেকর্ড। একদিকে ছিল 'মোর আঁখিপাতে', অন্যদিকে ছিল 'মরুর বুকে জীবনধারাকে বহাল'। কলকাতার খবরের কাগজগুলোতে ফলাও করে প্রকাশিত হয় ফিরোজা বেগমের গানের খবর। কিছুদিন পর কমল দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে উর্দু গানের রেকর্ড হয়। এ রেকর্ডের গান ছিল- 'ম্যায় প্রেম ভরে, প্রীত ভরে শুনাউ' আর 'প্রীত শিখানে আয়া'। দশ বছর বয়সে ফিরোজা বেগম কাজী নজরুলের সান্নিধ্যে আসেন এবং তার কাছ থেকে তালিম গ্রহণ করেন। নজরুলের গান নিয়ে প্রকাশিত তার প্রথম রেকর্ড বের হয় ১৯৪৯ সালে। কাজী নজরুল অসুস্থ হওয়ার পর ফিরোজা বেগম নজরুল সঙ্গীতের শুদ্ধ স্বরলিপি ও সুর সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি ৩৮০টির বেশি একক সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। নজরুলসঙ্গীত ছাড়াও তিনি আধুনিক গান, গজল, কাওয়ালি, ভজন, হামদ ও নাত-সহ বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীতে কণ্ঠ দিয়েছেন।

তাঁর সংগীতজীবনের প্রথম বড় সাফল্য এনে দেয় 'দূর দ্বীপবাসিনী' ও 'মোমের পুতুল' গান দুটি। সুস্থ কাজী নজরুল ইসলামের সান্নিধ্য পান তিনি প্রায় আড়াই বছর। একটা সময় কাজী নজরুল ইসলামের গানের আলাদা কোনো নাম ছিল না। বিদ্রোহী কবির গানকে 'নজরুলসংগীত' নামে পরিচিত করানোর পেছনে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন ফিরোজা বেগম। গ্রামোফোন কোম্পানি এইচএমভি ফিরোজা বেগমের গান দিয়েই প্রথম নজরুলসংগীতের একক লং প্লে প্রকাশ শুরু করে। কবি নজরুল অসুস্থ হওয়ার পর ফিরোজা বেগমই নজরুলসংগীতের প্রথম স্বরলিপিকার। নজরুলসংগীতের শুদ্ধ স্বরলিপি ও সুর সংরক্ষণের জন্য তাঁকে করতে হয়েছে কঠিন সংগ্রাম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ পর্যন্ত ৩৮০টির বেশি একক অনুষ্ঠানে গান করেছেন তিনি।

নজরুলসংগীতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশে-বিদেশে পেয়েছেন নানা পুরস্কার; স্বাধীনতা পদক, একুশে পদক, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র পুরস্কার, সত্যজিৎ রায় পুরস্কার, নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী স্বর্ণপদক, সেরা নজরুল সংগীতশিল্পী পুরস্কার (টানা কয়েকবার), নজরুল আকাদেমি পদক, চুরুলিয়া স্বর্ণপদক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডিলিট, মেরিল-প্রথম আলো আজীবন সম্মাননা পুরস্কার। জাপানের অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সিবিএস থেকে পেয়েছেন গোল্ড ডিস্ক। জরুলের এমন অনেক কালজয়ী গানের মাঝে তিনি অমর হলেন।

মা ভুবনেশ্বরী দেবীর কাছ থেকে সঙ্গীত শিক্ষা নরেনের

রামগোপাল সরকার

বিশ্বজয়ী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরী দেবীকে তাঁর প্রয়াণ দিবসে প্রণাম জানাই। ভুবনেশ্বরী দেবী বাবা-মায়ের নয়নের মণি,তাঁদের একমাত্র সন্তান,অসামান্যা সুন্দরী,সুগায়িকা এবং শ্রুতিধর ছিলেন। ভুবনেশ্বরীর যখন বয়স দশ বছর এবং বিশ্বনাথের বয়স ষোল তখন তাঁদের বিবাহ হয়১৮৫১খ্রি.।

স্বামীর বিশাল যৌথ পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব যত্নের সঙ্গে পালনে ব্রতী,স্বামীর সুখ-দুঃখের সহমর্মী ভুবনেশ্বরী ছিলেন বিশ্বনাথের প্রকৃত সহধর্মিণী। পরিবারের অভিভাবক খুড়শ্বশুর ও খুড় শাশুড়ির প্রচন্ড অত্যাচার ও অবিবেচনা নীরবে সহ্য করার দৃষ্টান্ত তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ দিক উন্মোচন করে। বিশ্বনাথের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল হয়েও তাঁরা ভুবনেশ্বরীকে অন্নবস্ত্রের কষ্ট দিতেন। একদিন দুঃখ করে বিশ্বনাথ বলেন,' আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, আমি এতো অর্থোপার্জন করি অথচ আমার স্ত্রী পেটভরে খেতেও পায় না।'

দশটি সন্তানের জননী ভুবনেশ্বরী অকালবৈধব্যে জর্জরিত হয়ে বিপুল দুঃখের বোঝা আমৃত্যু নিঃশব্দে বহন করেছেন। প্রথম সন্তান পুত্র (অকাল প্রয়াত), দ্বিতীয় সন্তান কন্যা (শৈশবে মৃত), তৃতীয় সন্তান হারামণি (২২বছর বেঁচেছিলেন), চতুর্থ সন্তান স্বর্ণময়ী(দীর্ঘজীবী), পঞ্চম সন্তান কন্যা (৬ বছর বয়সে মৃত),ষষ্ঠ সন্তান নরেন্দ্রনাথ (৩৯বছর বেঁচেছিলেন),সপ্তম সন্তান কিরণবালা (আনুমানিক ১৯ বছর বেঁচেছিলেন),অষ্টম সন্তান যোগীন্দ্রবালা(বেঁচেছিলেন আনুমানিক ২৫ বছর। তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর দুই নাবালিকা কন্যার দায়িত্ব ভুবনেশ্বরী দেবী নেন),নবম সন্তান মহেন্দ্রনাথ (৮৮ বছর বেঁচেছিলেন),দশম সন্তান ভূপেন্দ্রনাথ(৮১ বছর বেঁচেছিলেন)। পিতা বিশ্বনাথের মৃত্যুর সময় ভূপেন্দ্রনাথের বয়স ছিল তিন বছর। একের পর এক মৃত্যুর আঘাত এবং শেষপর্যন্ত বিশ্বজয়ী সন্তানের আকস্মিক দেহাবসান, আর্থিক অনটন, বংশলোপের আশঙ্কা,আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী আইনী বিবাদ ভুবনেশ্বরীকে সুখী গৃহ কোণের ট্রাজেডির নায়িকা হিসেবে উপস্থাপিত করেছে। বিবেকানন্দ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন,' যে মাকে সত্য সত্য পূজা না করতে পারে,সে কখনও বড় হতে পারে না।' সেই সঙ্গে মহাবৈরাগ্য অবস্থায় স্বামীজি চিঠি লেখেন।

ধস ও তিস্তা নদীর ভাঙনে আবার চরম সংকটে জাতীয় সড়ক এনএইচ-১০

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ২৮ জুলাই ঃ বর্ষা এলেই যেন একই ছবির পুণরাবৃত্তি। একের পর এক

ভূমিধসে বারবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে সিকিম ও কালিম্পংয়ের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সড়ক যোগাযোগ। দু'দিন পরপর ধসের ঘটনায় আবার প্রশ্নের মুখে জাতীয় সড়ক ১০ (NH-10)। বহু বিশেষজ্ঞের আশঙ্কা, এভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনে এই গুরুত্বপূর্ণ লাইফলাইন আরও বড় বিপদের মুখে পড়তে পারে। তাই বিকল্প হিসেবে তৈরি হচ্ছে জাতীয় সড়ক ৭১৭ (NH-717)। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে-প্রকৃতির সামনে কি শেষ পর্যন্ত হার মানবে প্রযুক্তি, নাকি বিজ্ঞানই দেখাতে পারে নতুন পথ? এনএইচ-১০ শুধুমাত্র একটি রাস্তা নয়, উত্তরবঙ্গ, কালিম্পং ও সিকিমের অর্থনীতি, পর্যটন, বাণিজ্য এবং নিত্যদিনের জীবনযাত্রার অন্যতম ভরসা। প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক, পণ্যবাহী ট্রাক, যাত্রীবাহী গাড়ি এবং জরুরি পরিষেবার যানবাহন এই পথেই যাতায়াত করে। ফলে এই একটি রাস্তার উপর অত্যধিক চাপ তৈরি হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিকল্প সড়ক নির্মাণ অবশ্যই জরুরি, তবে শুধুমাত্র নতুন রাস্তা তৈরি করলেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্ষাকালে অতিবৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে নদীর ধারণক্ষমতা বাড়ানো, পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নদী ব্যবস্থাপনা করলে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই কমানো সম্ভব। তাই এনএইচ -১০-কে রক্ষা করতে হলে শুধু জরুরি মেরামত নয়, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনারও প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও ফলিত ভূগোল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. ইন্দ্রজিত রায়চৌধুরী জানান, এনএইচ-১০ আজকের রাস্তা নয়, বহু দশক ধরে এটি শিলিগুড়ির সঙ্গে সিকিমের প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম। তাই এর উপর স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর চাপ পড়ছে। বিকল্প রাস্তা অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু সেই সঙ্গে শুষ্ক সময়ে তিস্তা নদীর তলদেশে জমে থাকা বিপুল পরিমাণ পলি বা সিল্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপসারণ করা জরুরি। এতে নদীর গভীরতা ও জল বহন ক্ষমতা বাড়বে, ফলে বর্ষাকালে নদীর জল দুকূল ছাপিয়ে যাওয়ার প্রবণতাও অনেকটাই কমবে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কারণে তিস্তার স্বাভাবিক প্রবাহ অনেকাংশে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এর ফলে নদীতে দ্রুত পলি জমছে এবং নদীর গভীরতা কমে যাচ্ছে। অতিবৃষ্টির সময় সেই জল আর নদীর মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব হয় না, ফলে নদী উপচে এনএইচ-১০-সহ আশপাশের এলাকায় বিপর্যয় তৈরি করে। তাই শুধুমাত্র বিকল্প জাতীয় সড়ক নির্মাণ নয়, নদী ব্যবস্থাপনা, নিয়মিত ড্রেজিং, প্রকৌশলভিত্তিক পরিকল্পনা এবং প্রশাসনিক উদ্যোগ-সবকিছুকে সমন্বয় করেই দীর্ঘমেয়াদি সমাধান খুঁজতে হবে। বিশেষজ্ঞদের এই বিশ্লেষণ নতুন করে ভাবাচ্ছে প্রশাসন থেকে সাধারণ মানুষ সকলকেই। এনএইচ -৭১৭ ভবিষ্যতে বিকল্প যোগাযোগের বড় ভরসা হয়ে উঠলেও, উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের এই ঐতিহাসিক লাইফলাইন এনএইচ-১০-কে টিকিয়ে রাখতে এখনই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা না হলে আগামীদিনে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

ট্যাবলোর সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৮ জুলাই ঃ আগামী ১ আগস্ট থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সহ সারা রাজ্যে শুরু হতে চলেছে জনগণনা। এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এদিন মঙ্গলবার দুপুর বারোটা

বালুরঘাট প্রশাসনিক ভবন চত্বর থেকে বিভিন্ন ব্লকের আলাদা আলাদা ট্যাবলোর সূচনা করেন জেলা শাসক বালা সুব্রামনিয়াম টি । এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক জেনারেল সুব্রত মহন্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট আধিকারিকরা। আজ থেকে আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত এই ট্যাবলোগুলি জেলার প্রতিটি ব্লকের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে প্রচার চালাবে জেলা শাসক জানান সাধারণ মানুষ নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেরাই জনগণনার কাজ করতে পারবেন যার ফলে ভুলত্রুটির সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য চলতি সপ্তাহেই বালুরঘাট ডিএম অফিসে একটি হেল্প ডেস্ক চালু করা হবে যেখান থেকে নানা সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে।

পুরুলিয়ায় বড়সড় মাদক পাচারচক্রের পর্দাফাঁস, বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২৮ জুলাই ঃ পুরুলিয়ায় আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারচক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) এবং পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে যৌথ অভিযানে একটি ট্রাক থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদক, অর্থাৎ গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় ট্রাকের পাশাপাশি দুটি এসকর্ট গাড়ি আটক করা হয়েছে এবং মোট সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে পুরুলিয়া মফস্সল থানার অন্তর্গত বেলকুড়ি টোল প্লাজার কাছে জাতীয় সড়ক ১৮-এ (এনএইচ-১৮) সন্দেহভাজন একটি ট্রাকে তল্লাশি চালানো হয়। অভিযানের সময় ট্রাকটির চালকের আসনের পিছনে বিশেষভাবে তৈরি একটি গোপন খোপ থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ট্রাকটি ওড়িশা থেকে আসানসোলের দিকে যাচ্ছিল। ট্রাকটির নিরাপত্তার জন্য সামনে-পিছনে চলা দুটি এসকর্ট গাড়িকেও আটক করা হয়েছে। এই অভিযানের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, কলকাতা পুলিশের এসটিএফ এবং পুরুলিয়া জেলা পুলিশের সমন্বিত, দ্রুত ও দৃঢ় পদক্ষেপের ফলেই এই আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারচক্রকে রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করেন, অবৈধ মাদক পাচার এবং যুবসমাজের ভবিষ্য ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে ওঠা যে কোনও বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করছে। তিনি পুলিশ কর্মীদের নিরলস সতর্কতা ও নিষ্ঠার প্রশংসা করে বলেন, অপরাধচক্রের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং মাদকের চূড়ান্ত গন্তব্য কোথায় ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চুপির পাখিরালয়কে নতুন রূপে সাজানোর উদ্যোগ, পরিদর্শনে কালনা মহকুমা শাসক ও বিজেপি বিধায়ক

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৮ জুলাই ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী-২ ব্লকের অন্যতম জনপ্রিয়

পর্যটন কেন্দ্র চুপির পাখিরালয়কে আরও আকর্ষণীয় ও পর্যটক-বান্ধব করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এদিন মঙ্গলবার পরিদর্শনে এলেন কালনা মহকুমা শাসক অহিংসা জৈন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়, প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক, পঞ্চায়েত প্রতিনিধিসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। পরিদর্শন চলাকালীন পাখিরালয়ের বর্তমান পরিকাঠামো, পর্যটকদের জন্য উপলব্ধ সুযোগ-সুবিধা এবং ভবিষ্যতে কীভাবে এই পর্যটন কেন্দ্রকে আরও উন্নত করা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি পর্যটকদের নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা, বসার ব্যবস্থা, রাস্তার উন্নয়ন, সৌন্দর্যায়ন এবং প্রচারের বিষয়গুলিও গুরুত্ব পায়। অন্যান্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রতিবছর শীতের মরসুমে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি চুপির বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে এসে আশ্রয় নেয়। সেই মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে বিপুল সংখ্যক পর্যটক ও প্রকৃতিপ্রেমীরা এখানে ভিড় জমান। ফলে এই সময় এলাকায় পর্যটনের ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি হয়। সেই সম্ভাবনাকে আরও বিকশিত করতে এবং চুপির পাখিরালয়কে রাজ্যের অন্যতম আকর্ষণীয় ইকো-ট্যুরিজম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতেই প্রশাসনের এই উদ্যোগ বলে জানা গেছে। এদিনের পরিদর্শনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা পাখিরালয়ের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন এবং উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দ্রুত গ্রহণের বিষয়ে আশ্বাস দেন। প্রশাসনের আশা, পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে আগামী দিনে চুপির পাখিরালয় আরও বেশি সংখ্যক পর্যটককে আকৃষ্ট করবে এবং এলাকার পর্যটন শিল্পের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিও আরও সমৃদ্ধ হবে।

গরুর অবাধ বিচরণ, বিশ্বভারতীর নয়া বিধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিনিকেতন, ২৮ জুলাই ঃ গরুর অবাধ বিচরণ রুখতে নয়া বিধি জারি করতে চলেছে বিশ্বভারতী। এর ফলে শান্তিনিকেতনের রাস্তায় আর অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারবে না গরু। পথচারী, ছাত্র-ছাত্রী ও পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বড় সিদ্ধান্ত নিল বিশ্বভারতী। আগামী ৯ আগস্ট থেকে বিশ্বভারতীর নিজস্ব গোশালায় রাখা হবে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো গরুগুলিকে। দীর্ঘদিন ধরেই শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন রাস্তায় গরুর অবাধ বিচরণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছিল। একাধিকবার দুর্ঘটনাও ঘটেছে। বিষয়টি নজরে আসতেই উদ্যোগ নেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য ড. প্রবীর কুমার ঘোষ। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এবার সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে চলেছে। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে, যেসব গরুর মালিক নিজেদের গবাদিপশুর দেখভাল করেন না, অবাধে গরুগুলিকে ছেড়ে দেন, সে সকল গুরু বিশ্বভারতীর রাস্তায় দেখা মিললে তাদের গরু গোশালায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেই গরুর মালিক গরুটি বিশ্বভারতী থেকে আনতে গেলে সঠিক প্রমাণ পত্র দেখিয়ে গরু নিতে পারবেন। কিন্তু গরুর মালিককে দিতে হবে জরিমানা, মুচলেকাও জমা দিতে হবে। একই গরু দ্বিতীয়বার গোশালায় ধরা পড়লে সেটি আর মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। শুধু রাস্তা নিরাপদ করাই নয়, এই উদ্যোগের পরিবেশবান্ধব দিকও রয়েছে। গোশালায় সংগৃহীত গরুর গোবর ও অন্যান্য বর্জ্য সংরক্ষণ করে জৈব সার তৈরি করা হবে। সেই জৈব সার ব্যবহার করা হবে বিশ্বভারতীর কৃষি বিভাগের বিভিন্ন চাষের জমিতে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই পরিকল্পনার কথা জানান উপাচার্য ড. প্রবীর কুমার ঘোষ।

বিশ্ব আদিবাসী দিবসে ঝাড়গ্রামে মুখ্যমন্ত্রী, প্রস্তুতি বৈঠকে প্রশাসন

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৮ জুলাই ঃ বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে আগামী ৯ আগস্ট ঝাড়গ্রামে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এটাই তাঁর প্রথম ঝাড়গ্রাম সফর। সেই কর্মসূচিকে সামনে রেখে সোমবার জেলা শাসকের কার্যালয়ে প্রস্তুতি বৈঠক করল প্রশাসন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু, প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী রাজেশ মাহাতো, কৃষি প্রতিমন্ত্রী অমিয় কিস্কু, ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ, বিনপুরের বিধায়ক ডা. প্রণত টুডু, জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর, পুলিশ সুপার মানব সিংলা-সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকেরা। ছিলেন জেলার বিভিন্ন আদিবাসী সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও। নিরাপত্তা, যানবাহন, মঞ্চ, দর্শকাসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা-সহ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সামাজিক সংগঠনগুলির মতামতও শোনা হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে ঝাড়গ্রামে পৌঁছে সরাসরি ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে যাবেন। সেখানেই বিশ্ব আদিবাসী দিবসের রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। আদিবাসী সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তুলে দেওয়া হবে উপভোক্তাদের হাতে। থাকবে আদিবাসী সংস্কৃতির নানা অনুষ্ঠানও। বিনপুরের বিধায়ক ডা. প্রণত টুডু বলেন, 'প্রস্তুতি বৈঠকে আদিবাসী সামাজিক সংগঠনগুলির মতামত নেওয়া হয়েছে। ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে ১৫ হাজারেরও বেশি মানুষের সমাগম হতে পারে। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ফিরে যাবেন।' মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম ঝাড়গ্রাম সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসন ও পুলিশের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তা ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

দুই কিশোরের মৃত্যুর তিন মাস পরে, পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৮ জুলাই ঃ কংসাবতীর জলে দুই কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার প্রায় তিন মাস পরে সরকারি আর্থিক সহায়তা পৌঁছাল তাদের পরিবারের হাতে। মঙ্গলবার বিনপুর ১ ব্লকের বান্দরবনি গ্রামের নিহত বিধান সিংদেব (১৪) ও দেবেশ মাহাতো (১৩)-র পরিবারের হাতে চার লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেওয়া হয়। এদিন ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ নিহত দুই কিশোরের পরিবারের হাতে ওই চেক তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন বিনপুর ১ ব্লকের বিডিও বিদ্যুৎ কুমার মাঝি-সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকেরা। গত ১৩ মে বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে কংসাবতী নদীতে স্নান করতে নেমেছিল তিন কিশোর। স্নানের সময় আচমকাই নদীর স্রোতে তলিয়ে যায় বিধান ও দেবেশ। তাদের সঙ্গে থাকা আর এক কিশোর কোনওভাবে প্রাণে বাঁচে। খবর পেয়ে বিনপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় তল্লাশি চালিয়ে দুই কিশোরকে উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। সেই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছিল গোটা এলাকায়। মর্মান্তিক ঘটনার প্রায় তিন মাস পর এদিন সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নিহত দুই কিশোরের পরিবারের হাতে আর্থিক ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেওয়া হয়। বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ বলেন, সরকারি নিয়ম মেনেই নিহত দুই কিশোরের পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। এই কঠিন সময়ে রাজ্য সরকার তাদের পরিবারের পাশে রয়েছে।

টেণ্ডার

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল নজরুল ইসলাম খাঁন, পিতা- জয়নুল আবেদিন খাঁন, সাং- মাশিলা সাঁকরাইল, হাওড়া, বিগত ইংরাজী- ০৪।০৫।২০১২ তারিখে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০২০৬২ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা বনমালী পাল পিতা- বলাই চন্দ্র পাল মহাশয়ের নিকট হইতে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন মাশিলা মৌজায় জে. এল. ২৪ নং ভুক্ত, এল. আর.- ২১৬৪ নং খতিয়ানে এল. আর. ১৮৩৫ নং দাগে ডাঙ্গা ০২ কাঠা ০৮ ছটাক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ১৯।০৩।২০০৯ তারিখে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১১১৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা মুরারী মোহন পাল পিতা- গোষ্ঠ বিহারী পাল দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে উপরিউক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী- ১৩।০২।২০০৪ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত যথাক্রমে ০৪ নং বহির ২০ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতাগনের পক্ষে তুফান ঘোষ পিতা- বিশ্বনাথ ঘোষ, সাং- ৭১ /২ ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন, শিবপুর, হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সেখ মহম্মদ রাজা পিতা- সেখ মহম্মদ সামসুর মহাশয় গত ইংরাজী ১৪।৫।২০২৬ তারিখে একটি সাফ বিক্রয় কোবালা দ্বারা একসরা মৌজায় অবস্থিত এল. আর ৬৩৫ নং খতিয়ানে এল. আর ১২৫ নং দাগে ০১ কাঠা জমি খরিদ করেন যাহার দলিল নং ০২৬৪৩। উক্ত দলিলটির পূর্বের রায়তর সাধন দাস ও সবিতা দাস উক্ত দাগের জমি বিক্রয়ের জন্য মোজাহার পিয়াদা পিতা- সবারু পিয়াদা মহাশয়কে আমমোক্তা নিযুক্ত করেন। যাহার দলিল নং- ০১৩৮৪, বুক-৪, ইংরাজী সাল ২০১১ এবং ডি. এস. আর হাওড়ার রেজিস্ট্রিকৃত। বর্তমানে আমার মক্কেল নাম খারিজ করিবার আবেদন করেন যদি কাহারও উক্ত জমি সংক্রান্ত অভিযোগ থাকে সনমন অদ্য হইতে ১ মাসের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল. আর. ও তে অবগত করিবেন। অন্যথা আইনানুগ দ্বারা নাম খারিতে বাধ্য থাকিবেন।

Abhisek Roy
(Advocate)

বিজ্ঞপ্তি

মহাশয়,
আমি বুনুরানী কাঁড়ার, স্বামী -শ্রী ভোলানাথ কাঁড়ার, চামরাইল লিলুয়া, হাওড়া -৭১১১১৪, ভুলবশত আমার আধার কার্ডের নম্বর- 8818 9212 4266 এবং ভোটার ID নম্বর- MLN 1176981 তে আমার জন্ম সাল যথাক্রমে ১৯৭২ এবং ১৯৬৭ থাকায় হাওড়া এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হইতে গত ইংরাজীর ২১।৭।২০২৬ তারিখে হলফনামা দাখিল করি যাহার নং ১০৩৫১ / ২৬, অনুসারে আমার সঠিক জন্ম সাল হইল ১৯৬৯।

Abhisek Roy
(Advocate)

Office of the Namkhana Panchayat Samiti

Abridged Notice Inviting e-Tender

Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for const. of 07 nos. different types of works. details visit **www.wbtenders.gov.in** Tender ID: 2026_ZPHD_1033934_1 to 2026_ZPHD_1033934_7. For Last Date and time 04/08/2026, Upto 01:00 p.m.

Sd/-
Executive Officer,
Namkhana Panchayat Samiti,
District South 24 Parganas

বিদ্যুৎ সরবরাহ বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/০৯/২৬-২৭, তারিখ ঃ ২৩-০৭-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নম্বর ঃ** ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-০৯-২৬-২৭; **কাজের নাম ঃ** সেন্ট্রাল গোটানগর কলোনিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ এবং ওভারহেড লাইনের পরিবর্তে ভূগর্ভস্থ কেবল স্থাপন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ২,৩১,১৪,১২০/-টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৪,৬২,৩০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৪-০৮-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Panihati Municipality

BT Road, Panihati, Kol-700114

NIT

Quotation/s are invited from the reputed Dealer/Distributor/ Companies/Agency etc. for the following items listed in the following NIQ related to procurement/ work as mentioned.: No :
1. e_NIT05/ULB/PM/VD/2025-26 Tyre Tube
2. e_NIT05/ULB/PM/VD/2025-26 Tyre Tube
3. e NIT05/ULB/PM/VD/2025-26 Tricycle Van
Last date of bid submission 07.08.2026 within 12.00 p.m. Bid opening after 3.00 p.m or as per directives or availability of Authority. It will be intimated later on.
Under signed reserve the right to accept or reject any Quot/ tender/ or all without assigning any reason. For details contact MVI, Panihati Municipality and website of **www.panihatimunicipality.**

S/d-
Executive Officer
Panihati Municipality

সেতুর কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ডিসিবিএল/০৪/২০২৬/ এনজেপি তারিখঃ ২১-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেণ্ডার সংখ্যা. ডিসিবিএল০৪২০২৬এনজেপি। কাজের নামঃ** এসএসই/বিআর/শিলিগুড়ি জংশনের অধীনে ২৫টি লোডিঙের দ্বারা নিউ জলপাইগুড়ি-নিউ আলিপুরদুয়ার খণ্ডের ৭৯/৪-৬ কিলোমিটারে সেতু নং. ৮৮ ডাউন (৩×৪৫.৭ মিটার), ৮৪/২-৩ কিলোমিটারে সেতু নং. ৯৪ ডাউন (৩×৪৫.৭ মিটার), ১৪২/৬-৮ কিলোমিটারে সেতু নং. ১৫০ আপ (৪×৪৫.৭ মিটার) স্প্যানের ওপেন ওয়েব স্টীল ব্রীজ গার্ডারের নির্মাণ, যোগান এবং প্রতিস্থাপন। **আনুমানিক টেণ্ডার রাশিঃ** ২৩,৯৪,৪৮,০৫১.৪৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪৭,৮৯,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৭-০৮-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.০৫** ঘন্টায় উপ মুখ্য অভিযন্তা/ব্রিজ-লাইন/নিউ জলপাইগুড়ি কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
টোকাঃ এল/নং. ২০১৪/সিই-III/বিআর/ব্রিজ, তারিখ ০৮-০৬-২০১৬ অনুযায়ী ওয়ার্কশপ ব্রিজ পলিসি অনুসারে ইডব্লিউএস/বঙ্গাইগাঁও এ ৯৪০.১ মেট্রিক টন (আনুমানিক) পরিমাণের হেতু সেতু নং ১৫০ আপ (৪×৪৫.৭ মিটার) এবং সেতু নং ৯৪ ডাউন (৩×৪৫.৭ মিটার)-এর জন্য গার্ডার নির্মাণ করা হবে।

ডিওয়াই.সিই/ব্রিজ-লাইন/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

IIFL FINANCE গোল্ড লোন

PUBLIC NOTICE

The branch of IIFL Finance Ltd. located at 1st Floor, Moranga Road, Paschim Para Tepathi, Holding No. - 142/110, Ward No. - 08, PO + PS - Mathabhanga, Dist. - Coochbihar, Near Netaji Murti, Pin - 736146, West Bengal, will be shifting to below mentioned address with effect from 30.10.2026.

New Address: IIFL Finance Ltd., Ground Floor, Moranga Road, Paschim Para Tepathi, Holding No. - 142/110, Ward No. - 08, PO + PS - Mathabhanga, Dist. - Coochbihar, Near Netaji Murti, Pin - 736146, West Bengal.

Contact No. 8655614949 / 8655614950

All existing services can be availed at the new location.

সর্বজনীন সূচনা

আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের, ১ম তলা, মোরাঙ্গা রোড, পশ্চিম পাড়া তেপাঠি, হোল্ডিং নং - ১৪২/১১০, ওয়ার্ড নং - ০৮, পোস্ট + থানা - মাথাভাঙ্গা, জেলা - কোচবিহার, নেতাজি মূর্তির কাছে, পিন - ৭৩৬১৪৬, পশ্চিমবঙ্গ, ৩০.১০.২০২৬ থেকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় স্থানান্তরিত হবে।

নতুন ঠিকানা: আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, নিচতলা, মোরাঙ্গা রোড, পশ্চিম পাড়া তেপাঠি, হোল্ডিং নং - ১৪২/১১০, ওয়ার্ড নং - ০৮, পোস্ট + থানা - মাথাভাঙ্গা, জেলা - কোচবিহার, নেতাজি মূর্তির কাছে, পিন - ৭৩৬১৪৬, পশ্চিমবঙ্গ।

যোগাযোগের নম্বর: 8655614949 / 8655614950

সমস্ত বিদ্যমান পরিষেবাগুলি নতুন অবস্থানে পাওয়া যাবে৷

টেণ্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/সীওএন/ এনজেপি/ই/০৭/২০২৬ তারিখঃ ২৯-০৬-২০২৬ এর বিপরীত সংশোধনী নং. ৩ এবং ৪

টেণ্ডার নং. ই-সি-এন-এস-০১-২৬-২৭-সিওএম এর জন্যে সংশোধনী-৩ এবং ৪ প্রকাশিত করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** অবলোকন করুন।

ডিওয়াই.সিইই, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের মালবাজার, তুফানগঞ্জ, চাংগ্রাবান্ধা, নিউ ময়নাগুড়ি এবং কামাখ্যাগুড়ি (দ্বিতীয় প্রবেশদ্বার) রেল স্টেশনে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।**

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-পার্ক-৫৫

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমএক্স-৩২-২৫-১ (পার্কিং - মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের মালবাজার স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-টিএফজিএন-এমএক্স-৪১-২৬-১ (পার্কিং - মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের তুফানগঞ্জ স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএক্স-৩৬-২৩-১ (পার্কিং - মিক্সড)	চাংগ্রাবান্ধা স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স-এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং - মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের নিউ ময়নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন পরিসরের প্রবেশ পথের ডানদিকে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৫	পার্কিং-এপিডিজে-কেএএমজি-এমএক্স-৩৯-২৬-১ (পার্কিং - মিক্সড)	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের দ্বিতীয় প্রবেশ পথে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের উপর বাহনের জন্যে মিক্সড পার্কিং স্ট্যাণ্ডের পরিচালন

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-০৮-২০২৬ তারিখে **১১.০০** ঘন্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ ১২.১০** ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

IIFL FINANCE গোল্ড লোন

PUBLIC NOTICE

The branch of IIFL Finance Ltd. located at 2nd Floor, 14A & 14B, Mahendra Bose Lane, Shyambazar, Land Mark - Shyambazar Five Point Crossing, PO – Shyambazar, PS – Shyampukur, Kolkata - 700003, West Bengal, will be shifting to below mentioned address with effect from 30.10.2026.

New Address: IIFL Finance Ltd., Ground Floor, 14A, Mahendra Bose Lane, Shyambazar, Land Mark - Shyambazar Five Point Crossing, PO – Shyambazar, PS – Shyampukur, Kolkata - 700003, West Bengal.

Contact No. 8657587547

All existing services can be availed at the new location.

সর্বজনীন সূচনা

আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের, 2য় তলা, ১৪এ এবং ১৪বি, মহেন্দ্র বোস লেন, শ্যামবাজার, ল্যান্ড মার্ক - শ্যামবাজার ফাইভ পয়েন্ট ক্রসিং, পোস্ট – শ্যামবাজার, থানা – শ্যামপুকুর, কলকাতা - ৭০০০০৩, পশ্চিমবঙ্গ, ৩০.১০.২০২৬ থেকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় স্থানান্তরিত হবে।

নতুন ঠিকানা: আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ১৪এ, মহেন্দ্র বোস লেন, শ্যামবাজার, ল্যান্ড মার্ক - শ্যামবাজার ফাইভ পয়েন্ট ক্রসিং, পোস্ট – শ্যামবাজার, থানা – শ্যামপুকুর, কলকাতা - ৭০০০০৩, পশ্চিমবঙ্গ।

যোগাযোগের নম্বর: 8657587547

সমস্ত বিদ্যমান পরিষেবাগুলি নতুন অবস্থানে পাওয়া যাবে৷

IIFL FINANCE গোল্ড লোন

PUBLIC NOTICE

The branch of IIFL Finance Ltd. located at Galsi NH - 2 Road, Ground Floor, Village + PO + PS - Galsi, Dist. - Burdwan, Opposite Galsi Police Station, Pin - 713406, West Bengal will be shifting to below mentioned address with effect from 30.10.2026.

New Address: IIFL Finance Ltd., Ground Floor, Kalpataru Plaza, Thana Para, Nh - 19, Plot No. - 1533, Village - Galsi, PO - Galsi, PS - Galsi, Dist. – Purba Bardhaman, Pin – 713406, West Bengal.

Contact No. 8655862405

All existing services can be availed at the new location.

সর্বজনীন সূচনা

আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের, গলসি এনএইচ-২ রোড, নিচতলা, গ্রাম + ডাকঘর + থানা - গলসি, জেলা - বর্ধমান, গলসি থানার বিপরীতে, পিন - ৭১৩৪০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ৩০.১০.২০২৬ থেকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় স্থানান্তরিত হবে।

নতুন ঠিকানা: আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, নিচতলা, কল্পতরু প্লাজা, থানা পাড়া, এনএইচ - ১৯, প্লট নং - ১৫৩৩, গ্রাম - গলসি, পিও - গলসি, পিএস - গলসি, জেলা। - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪০৬, পশ্চিমবঙ্গ।

যোগাযোগের নম্বর: 8655862405

সমস্ত বিদ্যমান পরিষেবাগুলি নতুন অবস্থানে পাওয়া যাবে৷

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY

PARA::PURULIA

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-08/2026-27(4 th Call) of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 01(One) nos. works/Schemes under SBM(G) Fund in the portal: www.wbtenders.gov.in. Document download/sell starting from 28.07.2026 up to 04.08.2026 16.00 P.M. Bid submission starting from 28.07.2026 up to 04.08.2026 at 16.00 PM. And Opening on 06.08.2026 at 16:05 P.M. For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY

PARA::PURULIA

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-07/2026-27 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District- Purulia, 01(One) nos. works/Schemes under VB-G RAM G Fund in the portal: www.wbtenders.gov.in. Document download/sell starting from 28.07.2026 up to 04.08.2026 16.00 P.M. Bid submission starting from 28.07.2026 up to 04.08.2026 at 16.00 PM. And Opening on 06.08.2026 at 16:05 P.M. For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

Cooch Behar Zilla Parishad

Cooch Behar

Notice Inviting Tender (in brief)

Following E-Tender is hereby invited on behalf of Cooch Behar Zilla Parishad for Construction of pucca drain in this district vide NIT No. WBZP/03/ DE-ET/COB/2026-27 **for which the last date of submission of Technical and Financial Bid is 05.08.2026 (up to 5.00 p.m.).** For details the website **https://wbtenders.gov.in** may be accessed.

Sd/-
Additional Executive Officer
Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar

Memo no: 103/ICA/ADD/COB **Date: 28.07.26**

কবিরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

CIN: L65993WB1974PLC157598

রেজিড. অফিসঃ আজিমগঞ্জ হাউস, ৭, ক্যামাক স্ট্রিট, ইউনিট নং ৩বি, ৫ম তলা, কলকাতা - ৭০০ ০১৭,
ফোন নম্বরঃ (০৩৩) ২২৮২-৫৫১৩, ই-মেইলঃ kilgroup2010@gmail.com,
ওয়েবসাইটঃ www.kabirdasinvestmentslimited.com

৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা মেসার্স কবিরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানিটির ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ২৪ আগস্ট, ২০২৬, সোমবার দুপুর ১২.০০টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (ওএভিএম) সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ-র সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তি নং ০৯ /২০২৪, তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি-র সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/ P/CIR/ 2024/133, তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪) কর্তৃক জারি করা প্রাসঙ্গিক নির্দেশিকা অনুযায়ী এই সভাটি আয়োজন করা হচ্ছে, যেখানে ২৪-০৭-২০২৬ তারিখের সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি-যাতে সভার আলোচ্যসূচি ও (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যাখ্যামূলক বিবরণী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের অংশ হিসেবে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (স্বতন্ত্র ও সমন্বিত) ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথিপত্র ইতিমধ্যেই ২৮ জুলাই, ২০২৬ তারিখে সেইসব সদস্যের কাছে ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হয়েছে, যারা আরটিএ -অর্থাৎ 'এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড'-এর কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন।

সদস্যরা শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এই অংশগ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশাবলী সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারা অনুযায়ী সভার কোরাম (ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সদস্য উপস্থিতি) গণনার ক্ষেত্রে VC/OAVM-এর মাধ্যমে সদস্যদের উপস্থিতি গণ্য করা হবে। যেহেতু সংশ্লিষ্ট সার্কুলার অনুযায়ী এজিএম-এর মাধ্যমে এই OAVM অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাই সদস্যদের দ্বারা প্রক্সি (প্রতিনিধি) নিয়োগের সুবিধাটি এক্ষেত্রে উপলব্ধ থাকবে না।

যদি শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানি, ডিপোজিটরি বা শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে তাঁদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ না করে থাকেন, তবে অনুগ্রহ করে নিচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। ইমেল আইডি হালনাগাদ করা হলে কোম্পানি আপনাকে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদনের অনুলিপি পাঠাতে পারবে এবং আপনি বিভিন্ন প্রস্তাবের বিষয়ে অংশগ্রহণ ও ভোট দিতে পারবেন।

ইমেল আইডি নিবন্ধন বা আপডেট করার নির্দেশাবলীঃ

ভৌত ধারণ	ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য, কোম্পানির কাছে এবং কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট -'এমসিএস রেজিস্ট্রারস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড'-এর কাছে একটি ইমেল পাঠান। এই ইমেলের সাথে নিম্নলিখিত নথিপত্রগুলো সংযুক্ত করতে হবেঃ একক বা প্রথম শেয়ারহোল্ডারের যথাযথ স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্রের স্ক্যান করা কপি (যেখানে ফোলিও নম্বর ও শেয়ারহোল্ডারের নাম উল্লেখ থাকবে), শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনের ও পেছনের অংশ), প্যান কার্ডের স্ক্যান করা কপি (স্ব-প্রত্যয়িত) এবং আধার কার্ডের স্ক্যান করা কপি (স্ব-প্রত্যয়িত)।
ডিমেট হোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট -এর সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার ইমেল ঠিকানাটি নিবন্ধন করুন।

শেয়ারহোল্ডাররা বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে দূরবর্তী স্থান থেকে ভোট প্রদানের সুযোগ পাবেন। ডিমেটেরিয়ালাইজড বা ফিজিক্যাল পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণকারী এবং যাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়-এমন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য দূরবর্তী স্থান থেকে ভোট প্রদানের প্রক্রিয়াটি সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং উল্লিখিত অন্যান্য নথিপত্র কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.kabirdasinvestmentslimited.com) ও ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড -এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া, সভার তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে-শনি ও রবিবার ব্যতীত সপ্তাহের অন্যান্য কর্মদিবসে-কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়েও এই নথিপত্রগুলো সরেজমিনে দেখা যাবে।

এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ১০ নম্বর বিধি এবং সেবি (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর ৪২ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা-র উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র শনিবার, ১৫ আগস্ট ২০২৬ থেকে সোমবার, ২৪ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ ধারা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৪৪ নম্বর শর্তানুযাযী, ১৪ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ইলেকট্রনিক) উভয় পদ্ধতিতেই কোম্পানির শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদানের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই ভোট প্রদানের জন্য এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট সমূহ-যেমন https://eservices.nsdl.com, https://www.evoting.nsdl.com এবং www.evotingindia.com-ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক ভোটিং বা 'ই-ভোটিং' পরিষেবা গ্রহণ করা যাবে। যেসব বিনিয়োগকারী বিজ্ঞপ্তি বা ইমেল পাঠানোর পরবর্তী সময়ে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং 'কাট-অফ' তারিখ অর্থাৎ ১৪ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে ই-ভোটিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে কোম্পানির কাছে kilgroup2010@gmail.com ইমেল ঠিকানায় লিখিতভাবে বা ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে এক্ষেত্রে তাঁদের ফোলিও নম্বর অথবা ডিপি আইডি ও ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করতে হবে। ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি ২১ আগস্ট, ২০২৬ শুক্রবার সকাল ৯.০০টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং ২৩ আগস্ট, ২০২৬ রবিবার বিকেল ৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে এরপর আর ভোট প্রদানের সুযোগ থাকবে না। ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী, সভায় মতামত প্রকাশ বা প্রশ্ন করার জন্য সদস্যরা ১৫ আগস্ট, ২০২৬ থেকে ২০ আগস্ট, ২০২৬-এর মধ্যে নিজেদের 'স্পিকার' বা বক্তা হিসেবে নিবন্ধন করাতে পারবেন।

বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী যেসব সদস্য 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট প্রদান করেননি, তাঁরা সভার চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। যেসব সদস্য 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট প্রদান করেছেন, তাঁরা সভায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন ঠিকই, তবে সভায় পুনরায় ভোট প্রদানের যোগ্য হবেন না।

কলকাতার প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি ফার্ম 'মেসার্স ড্রোলিয়া অ্যান্ড কোং'-কে এজিএম -এর ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত ভোটিং প্রক্রিয়া এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়া-উভয়ই সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য 'স্ক্রুটিনাইজার' হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগ থাকলে, আপনি evoting@nsdl.com বা www.evotingindia.co.in-এর 'HELP' (সহায়তা) বিভাগে থাকা 'শেয়ারহোল্ডারদের ভোট প্রদানের নির্দেশিকা' দেখতে পারেন অথবা কোম্পানি কিংবা রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা evoting@nsdl.com বা mossta@rediffmail.com-এ ইমেল পাঠাতে পারেন। এজিএম -এর নথিপত্র বা এজিএম-এ অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কোনো স্পষ্টীকরণের প্রয়োজনে আপনি kilgroup2010@gmail.com-এ আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

পক্ষে ও হয়ে,
কবিরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
স্বাক্ষর /- বিশাল শাহ
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮ জুলাই ২০২৬

চাষবাসের খবর

আচমকা পাটের দরে ধস, উৎপাদন খরচই উঠছে না! চরম সংকটে নদিয়ার হাজার হাজার পাটচাষি

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ নদিয়া জেলার পাটচাষিদের কাছে চলতি মরশুমের শুরুটা যেন এক দুঃস্বপ্ন। কয়েকদিনের ব্যবধানে পাটের বাজারদরের ভয়াবহ পতন ঘটায় মাথায় হাত পড়েছে জেলার প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের। যে পাট কয়েকদিন আগেও প্রতি কুইন্টাল ১৮ থেকে ১৯ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছিল, বর্তমানে সেই পাটের দাম নেমে এসেছে ১২ থেকে ১৩ হাজার টাকার মধ্যে। মাত্র কয়েকদিনের এই দরপতনে চরম আর্থিক চাপে পড়েছেন জেলার বহু কৃষক। বিশেষ করে তেহট্ট ব্লক-সহ নদিয়ার বিভিন্ন এলাকায় পাটচাষের ওপর নির্ভরশীল হাজার হাজার পরিবার এখন ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন। স্থানীয় কৃষকদের দাবি, পাট চাষে সার, বীজ, সেচ, শ্রমিক, পরিবহণ-সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই খরচ গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। সেই তুলনায় বাজারদর হঠাৎ এতটা কমে যাওয়ায় উৎপাদন খরচ তুলতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে। অনেকের অভিযোগ, বিঘার পর বিঘা জমিতে কঠোর পরিশ্রম করার পরও এখন লাভ তো দূরের কথা, মূলধনই ফেরত পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যবসায়ীদের মতে, পাটের এই আকস্মিক দরপতনের পিছনে রয়েছে একাধিক কারণ। চলতি বছরে উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় আগাম পাটের চাষ হয়েছিল। ফলে অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক আগে থেকেই বাজারে নতুন

পাটের সরবরাহ শুরু হয়েছে। একই সময়ে নদিয়া ও পার্শ্ববর্তী মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকা থেকেও নতুন পাট বাজারে আসতে শুরু করায় সরবরাহ আরও বেড়ে যায়। এবার বর্ষাও ছিল পাট চাষের অনুকূলে। পর্যাপ্ত ও সময়মতো বৃষ্টিপাত হওয়ায় অধিকাংশ এলাকায় ফলন হয়েছে সন্তোষজনক। উৎপাদন ভালো হওয়ায় বাজারে একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ পাট পৌঁছেছে। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বাজারদর নিম্নমুখী হয়েছে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। এর পাশাপাশি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে চটকলগুলির ক্রয়নীতি। ব্যবসায়ী মহলের দাবি, সাময়িকভাবে দুটি বড় চটকল পাট কেনা বন্ধ রেখেছে। ফলে পাইকারি বাজারে চাহিদা কমে যাওয়ায় দাম আরও দ্রুত নেমে এসেছে। মিলগুলির ক্রয় কার্যক্রম স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বাজারে এই অস্থিরতা বজায় থাকতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে উঠে এসেছে পাটের মানের বিষয়টি। অনেক কৃষক দ্রুত বিক্রির আশায় পাট কাটার পর যথাযথভাবে শুকানোর আগেই জলসমেত বাজারে নিয়ে আসছেন। অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে পাটের গুণমান কমে যাচ্ছে এবং ব্যবসায়ীরা সেই পাটের জন্য কাঙ্ক্ষিত দাম দিতে রাজি হচ্ছেন না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকদের প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম দামে পাট বিক্রি করতে হচ্ছে। অন্যদিকে শ্রমিকের মজুরি ও কৃষি উপকরণের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। জমি প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে পাট কাটা, জাগ দেওয়া, আঁশ ছা।ানো এবং বাজার পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার প্রতিটি ধাপে ব্যয় বেড়েছে। কৃষকদের অভিযোগ, প্রতিদিন পাটের দাম কমলেও শ্রমিকের মজুরি বা চাষের অন্যান্য খরচে কোনও রকম ছা। মিলছে না। ফলে আর্থিক চাপ আরও বাড়ছে। সামনেই দুর্গাপুজো ও উৎসবের মরশুম। এই সময়েই অধিকাংশ কৃষক পাট বিক্রির অর্থ দিয়ে সংসারের প্রয়োজনীয় খরচ, ঋণ পরিশোধ এবং নতুন চাষের প্রস্তুতি নেন। কিন্তু বাজারদর ধসে প।ায় সেই পরিকল্পনায় বড় ধাক্কা লেগেছে। বহু কৃষক এখন ঋণের বোঝা কীভাবে সামলাবেন, তা নিয়েই চিন্তিত। স্থানীয় কৃষক ও ব্যবসায়ী উভয়েই মনে করছেন, পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক না হলে তার প্রভাব শুধু কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। গ্রামীণ অর্থনীতির ওপরও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব প।তে পারে। বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি, চটকলগুলির নিয়মিত পাট ক্রয় এবং কৃষকদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলেই দাবি উঠছে। তা না হলে চলতি মরশুমে পাটচাষিদের আর্থিক সংকট আরও গভীর হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সুস্থ, স্মার্ট ও পরিচ্ছন্ন হাওড়া গড়ে তুলতে নাগরিকদের অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটাতে হাওড়া পুরসভায় চালু হলো কন্ট্রোল রুম ও হেল্পলাইন নম্বর

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৮ জুলাই ঃ সুস্থ, স্মার্ট ও পরিচ্ছন্ন হাওড়া গড়ে তুলতে নাগরিকদের

অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটাতে হাওড়া পুরসভায় চালু হলো কন্ট্রোল রুম ও হেল্পলাইন নম্বর। নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোনও অভিযোগ জানাতেই ওই কন্ট্রোল রুম এবং হেল্পলাইন ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে হাও।ার শর সদনের সেমিনার হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান রাজ্যের পুর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। এই নম্বরটি হলোঃ ৬২৯৩৭০৮৯৭৬। এছাড়াও এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উমেশ রাই জানান, হাওড়া শহরের উন্নয়নে ৪,৭০০ কোটি টাকার ডিপিআর তৈরি করা হয়েছে। সেটি অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। মূলতঃ আরও উন্নত পুর পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে হাওড়া পুরসভার উদ্যোগে সবসময়ের জন্য ২৪স৭ কন্ট্রোল রুম খুলে হেল্পলাইন নম্বর চালু হলো। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উমেশ রাই ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ, সঞ্জয় সিং, পুর কমিশনার তেজস্বী রানা সহ পুরসভার আধিকারিকরা। মন্ত্রী উমেশ রাই বলেন, ওই নম্বরে ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপ করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানীয় জল, নিকাশি, রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, স্বাস্থ্য বিষয়ক সহ যেকোনও বিষয়ে অভিযোগ জানালে তা তৎক্ষণা খতিয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সবসময়ের জন্য চালু থাকবে এই নম্বরটি। সমস্ত অভিযোগ পুরসভার কন্ট্রোল রুম থেকে খতিয়ে দেখা হবে। এর পাশাপাশি পুরসভার তরফে সারভাইক্যাল ক্যানসার প্রতিরোধে ৯ থেকে ১৬ বছর বয়সী কিশোরীদের নিখরচায় টিকা দেওয়ার কাজ শুরু হবে বলেও এদিন মন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, পুরসভার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকে এই টিকাকরণ কর্মসূচি চলবে। এছাড়াও হাওড়া জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল, পুর দপ্তরের অধীনস্থ হাসপাতালগুলি থেকেও এই টিকা দেওয়া হবে। পাশাপাশি এদিন থেকে শর সদন প্রাঙ্গণে হাওড়া প্ল্যানেটোরিয়ামে প্রদর্শনীর সূচনা হয়। প্রতিদিন বিকেল ৩টে থেকে ১ ঘণ্টা করে ৪টে করে প্রদর্শনী চলবে। সাধারণের জন্য ১২০ টাকার টিকিট ও স্কুল পড়ুয়াদের জন্য ৭০ টাকা করে টিকিট মূল্য করা হয়েছে। ন্যূনতম ৫০ জন স্কুল পড়ুয়া হলে ৫০ টাকা করে টিকিট মূল্য ধার্য করা হয়েছে। এরই সঙ্গে ১ আগস্ট থেকে শুরু হতে যাওয়া জনগণনায় শহরবাসীকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান উমেশ রাই। এছা।াও তিনি জানান, হাওড়া শহরের নিকাশি সমস্যার স্থায়ী সমাধানে মাষ্টার প্ল্যান তৈরি হচ্ছে। এর জন্য বিস্তারিত প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করে তা মুখ্যসচিবের কাছে পাঠানো হয়েছে। ৪,৭০০ কোটি টাকার এই প্রকল্প মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পেলেই তা কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

কৃষকবন্ধু প্রকল্পে বড়সড় যাচাই অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ রাজ্যের কৃষকবন্ধু প্রকল্পে স্বচ্ছতা আনতে এবং প্রকৃত কৃষকদের কাছে সরকারি সুবিধা পৌঁছে দিতে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, প্রকল্পের উপভোক্তাদের তালিকায় থাকা ভুয়ো নাম চিহ্নিত করতে এবার নতুন করে আবেদনপত্র বা ফর্ম পূরণ করতে হবে। সেই ঘোষণার পর এবার শুরু হতে চলেছে তালিকা যাচাই ও সংশোধনের প্রক্রিয়া। সরকারের লক্ষ্য, প্রকৃত কৃষকদের চিহ্নিত করে তাঁদের হাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া এবং অনিয়মের সমস্ত পথ বন্ধ করা। বুধবার এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর মধ্যেই কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন রাজ্যের প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই বৈঠককে দুই পক্ষই সম্পূর্ণ সৌজন্যমূলক বলে দাবি করেছেন। তবে কৃষি দপ্তরের বর্তমান পরিস্থিতি, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়েও তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

জটিলতা না কাটলেও বাড়ছে গুরুত্ব

১-র পাতার পর-এর পাশাপাশি আসন পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত বিলেও প্রয়োজনীয় সংশোধন করে তা ফের সংসদে আনার প্রস্তুতি চলছে। এই পরিস্থিতিতে মোদি-শাহের উপস্থিতিতে এনডিএ-র সংসদীয় দলের বৈঠক রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এরই মধ্যে সোমবার রাতে নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করেন এনসিপিআই-এর লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে জানা গিয়েছিল, মঙ্গলবার দিল্লিতে এনসিপিআই সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু অন্য কর্মসূচির কারণে তাঁর দিল্লি সফর বাতিল হয়। তার আগেই নবান্নে গিয়ে সুদীপের সঙ্গে তাঁর বৈঠক রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা তৈরি করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে এনসিপিআই গঠনের সময় থেকেই দলের নেতারা ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা সংসদে এনডিএ-কে সমর্থন করবেন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারি বাসভবন ৭, লোক কল্যাণ মার্গে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১৯ জুলাই এনসিপিআই-এর সংসদীয় দলের প্রথম বৈঠকের পরেও তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন, সংসদে তাঁদের দল এনডিএ-র পাশেই থাকবে।

স্বপ্ন ভেঙে এখন চরম চাপে পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ২৮ জুলাই ঃ পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর যে স্বপ্ন দেখেছিল পাকিস্তান, বাস্তবে তার উল্টো ফলই সামনে এসেছে। ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ইসলামাবাদ নিজেকে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই কৌশল এখন বুমেরাং হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক, অন্যদিকে চিন ও ইরানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা-এই দুই মেরুর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই এখন পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ। পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা বৃদ্ধির পর পাকিস্তান শুরু থেকেই নিজেকে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করে। সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ওয়াশিংটন সফর এবং মার্কিন নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের পর ইসলামাবাদে এমন ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, তাদের উদ্যোগে সংঘাত প্রশমনের পথ খুলতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। বরং প্রাথমিক পর্যায়ের যোগাযোগ ও সমঝোতার অনেকটাই পাকিস্তানকে পাশ কাটিয়েই এগিয়েছে।

NAME CHANGE

I, Chand Mahammad (Old Name) S/O–Jabu Sk resident of Vill-Sekandarpur , Po-Moshimpur , Ps-Saktipur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742163 do hereby declared that I have changed my name from Chand Mahammad to Chand Mahammad Sk and henceforth I shall be known as Chand Mahammad Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/07/2026. My name Chand Mahammad Sk & Chand Mahammad both are same and one identical person

NAME CHANGE

II, Salehim Sk (Old Name) S/O–Sultan Sk resident of Vill & Po-Gantla , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Salehim Sk to Salehin Sk and henceforth I shall be known as Salehin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 28/07/2026. My name Salehin Sk & Salehim Sk both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Rafiya (Old Name) W/O–Late Sk Nasiruddin resident of Harpalsa Fulur , Sainthia , Birbhum , West Bengal, Pin-731234 do hereby declared that I have changed my name from Rafiya to Rafiya Bibi and henceforth I shall be known as Rafiya Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 28/07/2026. My name Rafiya Bibi & Rafiya both are same and one identical person.

ময়নার মোদি-বিরোধী পোস্ট ঘিরে তুমুল বিতর্ক! মুখোমুখি দেবশ্রী ও পিয়া

কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ টলিউডের অংদরের রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতা ফের প্রকাশ্যে চলে এল একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টকে কেন্দ্র করে। অভিনেত্রী ময়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেয়ার করা একটি পোস্ট ঘিরে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। সেই বিতর্কে সরাসরি মত প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী দেবশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় এবং সমাজকর্মী পিয়া চক্রবর্তী। রাজনৈতিক অবস্থান, সংবাদমাধ্যমের উৎস এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা-এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সোশ্যাল মিডিয়ায় দুই পক্ষের বক্তব্য এখন ব্যাপক আলোচনার বিষয়। রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে ময়না বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূল কংগ্রেস-ঘনিষ্ঠ মুখ হিসেবে পরিচিত। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি বাংলাদেশের একটি সংবাদমাধ্যমের সম্প্রচার থেকে নেওয়া একটি স্ক্রিনশট নিজের সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেন। ওই পোস্টে লেখা ছিল, এবার শিক্ষামন্ত্রী গেছে, পরেরবার মোদি যাবে। পোস্টটি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় নানা প্রতিক্রিয়া। সমর্থন যেমন এসেছে, তেমনই সমালোচনাও হয়েছে। এই পোস্টের পরই অভিনেত্রী দেবশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি সরাসরি কারও নাম উল্লেখ না করলেও তাঁর মন্তব্য যে ওই পোস্টকে ঘিরেই, তা স্পষ্ট। দেবশ্রীর প্রশ্ন, রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে কি জাতীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করা উচিত? তাঁর মতে, কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করার জন্য প্রতিবেশী দেশের একটি সংবাদমাধ্যমের কনটেন্ট প্রচার করা উদ্বেগের বিষয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের বক্তব্যে দেবশ্রী লেখেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্য গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অংশ হলেও তথ্যের উৎস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর দাবি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তির যুগে কোনও তথ্য কোথা থেকে আসছে, তা বিচার করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অবস্থানকে সমর্থন করার জন্য বিদেশি সংবাদমাধ্যমের প্রচারকে ব্যবহার করা কতটা যুক্তিযুক্ত, সেই প্রশ্নই তিনি তুলেছেন। দেবশ্রী আরও মন্তব্য করেন, দেশীয় রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যদি অন্য দেশের সংবাদমাধ্যমের কনটেন্টের উপর নির্ভর করতে হয়, তবে তা ভাবনার বিষয়। তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু জাতীয় স্বার্থ ও দেশপ্রেমের প্রশ্নে সচেতন থাকা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। দেবশ্রীর এই মন্তব্যের পরই পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেন সমাজকর্মী পিয়া চক্রবর্তী। তাঁর মতে, কোনও সরকার, মন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতার সমালোচনা করা কিংবা পদত্যাগ দাবি করা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক অংশ। শুধুমাত্র এমন দাবি তোলার জন্য কাউকে দেশবিরোধী বা দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয়। পিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতির উদাহরণ টেনে বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সমালোচনা বা পদত্যাগের দাবি নিয়মিত ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধেও আন্দোলন ও সমালোচনা হয়েছে এবং সেই খবর ভারতীয় সংবাদমাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছে। তাই কোনও বিদেশি সংবাদমাধ্যম কোনও ঘটনার খবর প্রকাশ করলেই সেটিকে অস্বাভাবিক বলা যায় না বলে তাঁর মত। তিনি আরও দাবি করেন, শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদমাধ্যমও ভারতের নানা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করে। ফলে কোনও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর শেয়ার করলেই সেটিকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী বলে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না। এই বিতর্কের পটভূমিতে উঠে এসেছে সাম্প্রতিক শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন ইস্যু এবং তা নিয়ে দেশজুড়ে হওয়া রাজনৈতিক বিতর্কের প্রসঙ্গও। সেই আবহেই ময়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্ট নতুন করে রাজনৈতিক আলোচনা উসকে দিয়েছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই পুরো বিতর্ক মূলত সামাজিক মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ থাকলেও তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে রাজনৈতিক ও বিনোদন মহলে। একদিকে রাজনৈতিক আনুগত্য, অন্যদিকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা-এই তিনটি বিষয়কে কেংদ্র করেই তর্ক-বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে। সব মিলিয়ে, একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টকে ঘিরে টলিউডের দুই পরিচিত মুখের মতবিরোধ এখন নেটমাধ্যমের অন্যতম আলোচিত বিষয়।

দুর্নীতি দমনে একগুচ্ছ টোল-ফ্রি

১-র পাতার পর-ভাতা বাড়িয়ে ২০০০ টাকা করা হল (অক্টোবর থেকে কার্যকর)। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কলকাতা ও উত্তরবঙ্গ সফরের আলোচনার সূত্র ধরে পুলিশের খোলনলচে বদলাতে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র ধাঁচে তৈরি হচ্ছে স্টেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সী। রাজ্যে ৪ হাজার অনিয়ম ও বিমহীন পুলিশের গাড়ি পর্যায়ক্রমে বদলে আধুনিক গাড়ি আনা হবে। রাজ্যের ৫৫২টি থানার মধ্যে অন্তত ২৫০-৩০০টি থানার বিল্ডিং, ব্যারাকে আলো-জল, জিম ও পরিকাঠামো আপগ্রেডেশনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হচ্ছে। তাছাড়া, পুলিশকর্মীদের দক্ষতার বিকাশে গুজরাতের ‘রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়’ এবং আসামের তেজগাঁওয়ে বিএসএফ-এর ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ধাপে ধাপে পাঠানো হবে। ‘ভারতীয় ন্যায় সংহিতা’ এবং মানবাধিকার কমিশনের নির্দেশিকাতেও বিশেষ পাঠ দেওয়া হবে। পুলিশের আবাসন সমস্যা ও দূরদূরান্তে বদলির যন্ত্রনা কমাতে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে নবান্ন। শুভেন্দু বলেন, মহিলা কনস্টেবলদের নিজস্ব জেলায় এবং মহিলা অফিসারদের পার্শ্ববর্তী জেলায় পোস্টিং দেওয়া হবে। ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে ঘরের বাইরে কর্মরত পুলিশ কর্মীদের নিজ নিজ জেলায় ফেরানোর ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হচ্ছে। পুলিশ কর্মীদের দলীয় মিছিলে ব্যবহার না করে তাঁদের স্বাস্থ্য (আয়ুষ্মান ভারত/রাজ্য বিমা), আবাসন ও ëস্পার্টস পরিকাঠামো উন্নয়নে একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ‘ওয়েলফেয়ার বোর্ড’ গঠিত হবে। তাছাড়া কলকাতা পুলিশের অকেজো হয়ে পড়া নিঃসঙ্গ বয়স্ক নাগরিকদের সহায়তামূলক বিশেষ স্কিমটি পুনরায় চালু করা হচ্ছে। তারাতলায় ১৭ জন মানুষের প্রাণ বাঁচানো এবং বারুইপুরের ঘটনায় জিরো টলারেন্স দেখানোর জন্য পুলিশ টিমকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি মাদক ও ফেনসিডিল চোরাচালান রুখতে পুরুলিয়া পুলিশের সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। যে কারণে বৃষ্টির মধ্যে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে হিডকো ও এনকেডিএ-র উদ্যোগে ভালমানের ছাতা, রেনকোট এবং গামবুট তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

কোস্ট গার্ডের নীতিতে বড়

১-র পাতার পর-পূরণ সাপেক্ষে তাঁদের চাকরিকে পার্মানেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট বদল করার সুযোগ পাবেন। দেশের সমুদ্র নিরাপত্তায় ‘নারী শক্তি’ এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন এই পদক্ষেপ। কর্তব্যরত অবস্থায় সমুদ্রে কোনও কোস্ট গার্ড কর্মী দুর্ভাগ্যবশত নিখোঁজ হয়ে গেলে, তাঁর নিকটাত্মীয়দের (গণগ) আইনি ও প্রশাসনিক হয়রানি কমাতে দ্বিতীয় নীতিগত সংস্কারটি আনা হয়েছে। এর ফলে, ডিউটির সময় সমুদ্রে নিখোঁজ হওয়া কোনও আইসিজি কর্মীকে এক্স-গ্রাসিয়া বা আর্থিক সাহায্যের উদ্দেশ্যে ‘মৃত বলে ধরে নেওয়া’-র সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এর জেরে নিখোঁজ জওয়ানের পরিবারের সদস্যদের এক্স-গ্রাসিয়া ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার দীর্ঘসূত্রিতা ও প্রশাসনিক জটিলতা অনেকটাই দূর হবে। এর ফলে প্রিয়জনকে হারানোর মানসিক আঘাতের মাঝেও পরিবারগুলিকে আইনি বা প্রশাসনিক জটিলতার কারণে দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হবে না।

‘নির্দোষের উপর অত্যাচার হলে

১-র পাতার পর-প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘বিভিন্ন আবেদনে একাধিক গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। একটি ঘটনায় প্যালেট গানের আঘাতে ১৯ বছরের এক যুবকের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কোথাও বৈদ্যুতিক ব্যাটন ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে, যার জেরে এক তরুণীকে আইসিইউতে ভর্তি করতে হয়েছে পর্যন্ত। পেরেক-লাগানো লাঠি দিয়ে আঘাত করে প্রাণঘাতী জখম করার অভিযোগও এসেছে আদালতের নজরে।’’ এ ছাড়াও এক সাংবাদিককে মারধরের অভিযোগ, সাদা পোশাকের পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে হিংসা এবং কোনও প্ররোচনা ছাড়াই তরুণীকে এক পুলিশ আধিকারিকের চড় মারার অভিযোগও আদালতের সামনে এসেছে। পুলিশি অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ নিয়ে জমা পড়েছে নতুন একটি আবেদনও। প্রধান বিচারপতি এদিন আরও পর্যবেক্ষণ করেন, এটি ছিল সংবিধানসম্মত দাবিতে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারই অংশ। তবে অনেক সময় এমন বিক্ষোভে বাইরের লোক ঢুকে পড়ে পরিস্থিতি জটিল করে তোলে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ভবিষ্যতে টিয়ার গ্যাস বা অন্য কোনও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা কীভাবে এবং কোন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা উচিত, তা নিয়েও নতুন করে ভাবার প্রয়োজন রয়েছে বলে আদালতের অভিমত। শুনানিতে গোপাল শঙ্করনারায়ণন দাবি করেন, একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে এক সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) নিজেই একটি গাড়ির কাচ ভেঙে দিচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, দায় শুধু মাঠপর্যায়ের কর্মীদের নয়, উচ্চস্তরেও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে পুলিশ বাহিনীর মধ্যে দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকেই যাবে।

নিট বিক্ষোভ নিয়ে সব মামলা প্রত্যাহার

১-র পাতার পর-হয়েছে বলে গতকাল অভিযোগ করেন সিজেপির নেতারা। বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বলের বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, প্রয়োজন হলে আজ মঙ্গলবার থেকে ফের আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে। তবে, সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারির পর আপাতত আশ্বস্ত সিজেপি। এদিকে, দিল্লির সিজেপি বিক্ষোভ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন দিল্লি পুলিশ কমিশনার অনুরাগ কুমার। সূত্রের খবর, পুলিশের উপর আক্রমণ এবং গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় মোট ২৮৭৩ জন অপরাধীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০ জুলাই পার্লামেন্ট অভিযানের সময় আটক হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ১০১ জনের বিরুদ্ধে পূর্বে খুনের মামলার অভিযোগ আছে বলে দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিয়ো থেকে অপরাধীদের চিহ্নিত করেছে দিল্লি পুলিশ। খতিয়ে দেখা হয়েছে সিসিটিভি ফুটেজ। ব্যবহার করা হয়েছে ফেসিয়াল রেকগনেশন সিস্টেম।

রাজ্যজুড়ে বেহাল রাস্তা মেরামতিতে

১-র পাতার পর-এবং ব্লকের ভেতরের রাস্তাঘাটের কাজ শেষ করা যায়, তার প্রস্তুতি এখন থেকেই নিতে বলা হয়েছে। বেহাল রাস্তার পাশাপাশি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নেও আমলাদের স্পষ্ট পথনির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকা একাধিক প্রকল্পকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত কাজ শেষ করতে সচিবদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। যে প্রকল্পগুলিতে গতি আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল - অন্নপূর্ণা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর যোজনা, জি রাম জি প্রকল্প। সরকারের স্পষ্ট নীতি, সাধারণ নাগরিকরা যাতে এই সমস্ত সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করাই বর্তমান প্রশাসনের মূল লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্য পূরণ করতেই নবান্নের সভাঘর থেকে সমস্ত সচিবদের প্রতি কঠোর নির্দেশ জারি করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিকে, দুর্নীতি, তোলাবাজি, কাটমানি-সহ বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে রাজ্যজুড়ে চালু করা হয়েছে ডেডিকেটেড টোল-ফ্রি হেল্পলাইন।

NAME CHANGE

I, Mahmuda Begam (Old Name) W/O– Joynal Abedin Biswas resident of Vill-Laskarpur , Po-Brindabon , Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742406 do hereby declared that I have changed my name from Mahmuda Begam to Mahamuda Bibi Biswas and henceforth I shall be known as Mahamuda Bibi Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 28/07/2026. My name Mahamuda Bibi Biswas & Mahmuda Begam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Joynal Abadin Biswas (Old Name) S/O–Late Md Abdus Sattar resident of Vill-Laskarpur , Po-Brindabon , Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742406 do hereby declared that I have changed my name from Md Joynal Abadin Biswas to Joynal Abedin Biswas and henceforth I shall be known as Joynal Abedin Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 28/07/2026. My name Joynal Abedin Biswas & Md Joynal Abadin Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I BIMAL DAS, S/o-Late Jadulal Das alias Niyasa Charan Das, Residing at Majdia,Beledanga,P.O-Charbrah managar,P.S- Nabadwip, Dist-Nadia,Pin-741301,do hereby Solemnly affirm and declare as follows:-That the actual name of my father is/was JADULAL DAS,S/o-Bharat Das, which has been recorded in the Voter Identity Card being number WB/12/077/102378 as well as in the Aadhaar card being number 4137 6055 0617 of my deceased father. That my father was died on 08/10/2025 at Gadigachha,Nadin, 741315. That the Registered Sale Deed being number 1315/2017 dated 09/01/2017, wherein my father's name has been recorded as JADULAL DAS alias NIYASA CHARAN DAS ,S/o-Late Bharat Das,That the Registered Sale Deed being number 2689/1999 dated 28/04/1999 wherein my father's name has been recorded as NIYASA CHARAN DAS,S/O- Late Bharat Das.That said JADULAL DAS,S/o-Late Bharat Das and NIYASA CHARAN DAS,S/o-Late Bharat Das are the same and one identical person i.e.my deceased father,Vide Affidavit In the court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Nabadwip, Nadia, Date-27/07/26.

সুচিকিৎসা মাসিক
স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, KUKRI DEVI M/o No. 15708727Y Rank Hav name PAPPU LAL, residing at Gauhana,Chamoli, Uttarakhand,246424 do hereby solemnly affirm and declare that my actual Name & DOB is KUKRI DEVI & 01 Jan 1974 instead of KUKARI DEVI & 02nd Mar 1970 which has been recorded in my son's service record vide an affidavit notary dated 27.06.2026, KUKRI DEVI and KUKARI DEVI are same and one identical person & actual DOB is 01 Jan 1974.

NAME CHANGE

I ABIDUL SK (old name) S/O-Jarman Sekh, Resident of Vill. & P.O-Ambhua,P.S- Margram, Dist-Birbhum,W.B, do hereby declare that I have changed my name from ABIDUL SK (old name) to ABIBUL SK (new/correct name) and henceforth I shall be Known as ABIBUL SK (new/correct name) in all purpose, Vide affidavit No.19788,sworn In the court of the Ld. Executive Magistrate at Rampurhat , Birbhum on Date-20/05/2026, ABIBUL SK (new/correct name) and ABIDUL SK (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Promod Jain s/o Kishore Chand Jain residing at 33A, Block-I, Flat-1001, Canal South Road, Siddha Sky, Kolkata-700 015 do hereby solemnly affirm & declare that my father's actual name is KISHORE CHAND JAIN instead of K.C.JAIN which is wrongly recorded in my driving licence no. WB11 19930222161 vide an affidavit sworn before the First Class Judicial Magistrate, at Kolkata no. 65093 dates on 24.06.2026. KISHORE CHAND JAIN and K.C.JAIN both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Badrujjowan Sekh, SO Sadh Sekh, গ্রামঃ সুমারপুর, পোঃ বালিয়া পলশা, মুরারই, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Badrujjowan Sekh. জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৭১ যা আমার আধার, ভোটার এবং প্যান কার্ডে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে ডাক নাম Badru Jamal Sk, জন্ম তারিখ ০২.০৪.১৯৭৪ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ২৭.০৭.২০২৬ তারিখ নোটারি পাবলিক, রামপুরহাট কোর্টের এফিডেভিট (নং ২৪) বলে ঘোষণা করছি Badrujjowan Sekh, SO Sadh Sekh and Badru Jamal Sk, SO Sad Sekh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। আমার আসল জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৭১.

NAME CHANGE

I, Hajarat Sk (Old Name) S/O–Amiraddin Sk resident of Srinathpur , Panchdara , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741156 do hereby declared that I have changed my name from Hajarat Sk to Hazrat Sk and henceforth I shall be known as Hazrat Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 28/07/2026. My name Hazrat Sk & Hajarat Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Malada Bibi (Old Name) W/O–Jaidur Rahaman resident of Vill & Po-Bhabanipur , Ps-Farakka , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Malada Bibi to Moleda Bibi and henceforth I shall be known as Moleda Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 28/07/2026. My name Moleda Bibi & Malada Bibi both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Nurefa Bari (Old Name) W/O–Sk Abdul Bari resident of Kapasdanga , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Nurefa Bari to Nurefa Begum and henceforth I shall be known as Nurefa Begum (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 28/07/2026. My name Nurefa Begum & Nurefa Bari both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nuknehar Mallick (old name) W/o- Abul Mallik residing at Jhilli, Nonadanga, Khargram, Dist- Murshidabad, Pin-731241 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NUKNEHAR MALLICK to NUKNEHAR BIBI and henceforth I shall be known as NUKNEHAR BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 28/07/2026. NUKNEHAR MALLICK (old name) and NUKNEHAR BIBI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SK JAKIR HOSSAIN @ SEKH ZAKIR HOSSAIN S/O-SEKH SHUKUR, resident of Vill-Banagram, P.O.-Hijalna, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, Pin-713101, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SEKH JAKIR HOSSAIN in all purposes, vide affidavit No-1924, dated 28.07.2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That SK JAKIR HOSSAIN, SEKH ZAKIR HOSSAIN and SEKH JAKIR HOSSAIN all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Gulfunnechha Sk (old name) W/o- Md Jaker Ali Sk residing at Baninathpur, Kamari, Kaliganj, Dist-Nadia, Pin-741137 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from GULFUNNECHHA SK to GULFUN NICHA SK and henceforth I shall be known as GULFUN NICHA SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 27/07/2026. GULFUNNECHHA SK (old name) and GULFUN NICHA SK (new name) both are same and one identical person.

রক্ত ও প্লাজমা পাচারের অভিযোগে রাজ্যজুড়ে স্বাস্থ্য দফতরের অভিযান, বর্ধমানের বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কেও তল্লাশি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৮ জুলাই ঃ রক্ত ও প্লাজমার বেআইনি লেনদেন

এবং ভিন রাজ্যে পাচারের অভিযোগে মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে একযোগে অভিযান চালাল স্বাস্থ্য দফতরের রক্ত সঞ্চালন বিভাগের বিশেষ দল। পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান শহরের একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক-সহ রাজ্যের একাধিক ব্লাড ব্যাঙ্কে আকস্মিক তল্লাশি চালানো হয়। অভিযানের পর থেকেই স্বাস্থ্য মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের ব্লাড সেফটির যুগ্ম অধিকর্তা বিজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বর্ধমানের টেরেসা ওম ব্লাড ব্যাঙ্কে দীর্ঘক্ষণ ধরে বিভিন্ন নথি ও রেকর্ড খতিয়ে দেখা হয়। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের ডেপুটি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (দ্বিতীয়) সুনেত্রা মজুমদার। তদন্তকারী দল রক্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সরবরাহ এবং রক্তদাতাদের তথ্য-সহ একাধিক নথি পরীক্ষা করে। বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা হয়, স্বেচ্ছায় দান করা রক্ত কোনও বেআইনি চক্রের মাধ্যমে বিক্রি বা ভিন রাজ্যে পাঠানো হয়েছে কি না। একই দিনে কলকাতার বেলেঘাটা এবং পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডালের একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কেও তল্লাশি চালানো হয়। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, বেলেঘাটার যে বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে অভিযান হয়েছে, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের সংশ্লিষ্ট ব্লাড ব্যাঙ্কগুলি তারই শাখা সংস্থা। তদন্তকারী সূত্রে জানা গেছে, হাওড়ার একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় ১০ হাজার ইউনিট রক্ত ও প্লাজমা বেআইনিভাবে পাচারের অভিযোগের সূত্র ধরেই এই রাজ্যব্যাপী অভিযান শুরু হয়েছে। সেই সূত্রে অন্তত সাতটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ককে নজরদারিতে রাখা হয়। অভিযানে বিভিন্ন রেজিস্টার, রক্ত সংগ্রহ ও সরবরাহ সংক্রান্ত নথি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। স্বাস্থ্য দফতরের প্রাথমিক অনুমান, দীর্ঘদিন ধরে কিছু বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্ধারিত নিয়ম না মেনেই ভিন রাজ্যে রক্ত ও প্লাজমা পাঠাচ্ছিল। অথচ এ ধরনের সরবরাহের ক্ষেত্রে স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল এবং ন্যাশনাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল-উভয় সংস্থার লিখিত অনুমোদন বাধ্যতামূলক। তবে মঙ্গলবারের অভিযানে পূর্ব বর্ধমানের ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে কোনও অনিয়মের প্রমাণ মিলেছে কি না, সে বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি স্বাস্থ্য দফতর। তদন্ত শেষ হওয়ার পরই পরবর্তী প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর।

DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS, URBAN RECREATION FORESTRY DIVISION

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-Officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
14/GPW/NCAP/ WBFDC/2026-27	Creation with One Year Maintenance of Avenue Plantation at CISF unit NSCBIA Kolkata under NCAP Scheme over 2.5 KM.	29.07.2026	12.08.2026

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

Sd/
EOM, GPW, WBFDCL & DCF, URF Division

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতাসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগের সাথে রেজিস্টার্ড ঠিকাদারদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/৩/এইচডব্লুএইচ ই-টেন্ডার নং: ১৮২_২০২৬-২৭, তারিখ ২৭.০৭.২০২৬। কাজের বিবরণ: এইএন/কেডব্লুএই ও এনডিএই-এর আওতাধীন এসএসই/ডব্লু/এনডিএই-র আওতাধীন শাখার অধীনে মধ্যবর্তী ২৩/১০-১১ কিমি-তে এলসি নং ৭/সি/ই-এর পরিবর্তে নির্মিত সীমিত উচ্চতার সাবওয়ের অবশিষ্ট কাজ এবং এলএইএস নং ৬/২, ৭/৩, ৭/৪, ৮/২, ১৩, ১৩এ, ১৭/১, ১৭/৪ ইত্যাদির জন্য ক্রস ড্রেন ও হাম্প নির্মাণ, ড্রেন ও জলাধারের পলি অপসারণ, গ্রাউটিং, পাম্প হাউস নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদন। আনুমানিক ব্যয়: ৩,৮৩,৩৪,৮৯৭.৯২ টাকা। বায়নামূল্য: ৭,৬৬,৭০০ টাকা। কাজ শেষের মেয়াদ: অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ৮ মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ১৪.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.৩০। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম রদবদল হবে না এবং টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার অনুমতি দেওয়া হবে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করার জন্য টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটে উপলব্ধ পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়েতে গ্রহণযোগ্য হবে। আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-241/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন। ক্র.নং. ১, টেন্ডার নং: ইএলইজি-ওটি-১৩৪৮-২০২৬-২৭, তারিখ ২৪.০৭.২০২৬। কাজের বিবরণ: (i) বিআরপি-ডিএইচ (৩৫.৭৬ কিমি) শাখায় অটোমেটিক সিগন্যালিং প্রণালীর প্রস্তাব, (ii) এলপিআর থেকে সিজি (২৩.০১ কিমি) শাখায় অটোমেটিক সিগন্যালিং প্রণালীর প্রস্তাব-এর জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১,১৭,৯৫,১২৬ টাকা। বায়নামূল্য: ২,৩৫,৩০০ টাকা। ক্র.নং. ২, টেন্ডার নং: ইএলইজি-ওটি-১৩৬৬-২০২৬-২৭, তারিখ ২৪.০৭.২০২৬। কাজের বিবরণ: শিয়ালদহ অফিসার্স কলোনিতে টাইপ-V, টাইপ-IV অফিসার্স কোয়ার্টারে ৬ জনের ক্ষমতার (জি+৫) ২টি লিফটের (প্রস্তুতকারক: মেসার্স ভারত এলিভেটর্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাঃ লিঃ) ৩ বছরের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য: ৬,৭৪,৯৪৭.৩৮ টাকা। বায়নামূল্য: ১৩,৫০০ টাকা। ক্র.নং. ৩, টেন্ডার নং: ইএলইজি-ওটি-১৩৬৮-২০২৬-২৭, তারিখ ২৪.০৭.২০২৬। কাজের বিবরণ: কেএনজেএ-এলজিএল শাখায় ছাদ সম্বলিত আরসিসি ইউ-টাইপ সহ বক্স পুশিং প্রণালীতে আরসিসি বক্স দ্বারা সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে (এলএইএস) নির্মাণ করে লেভেল ক্রসিং গেট নং ৮৪ ও ৯৬ বাতিল করা। টেন্ডার মূল্য: ১৫,৮৬,৭০২ টাকা। বায়নামূল্য: ৩১,৭০০ টাকা। সমাপ্তির মেয়াদ: ১২ মাস (ক্র.নং ১-এর জন্য), ৩৬ মাস (ক্র.নং ২-এর জন্য) ও ৮ মাস (ক্র.নং ৩-এর জন্য)। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ১৭.০৮.২০২৬, দুপুর ১২.৩০। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। (SDAH-151/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে আমি, কোনা গালিয়া হাওড়া নিবাসী মৌসুমী রায়, স্বামী-শ্যামল রায় 1.9.25 তারিখে 209843 নং দলিল মূলে (১) শ্রী শ্যামল হালদার (২) শ্রী গৌতম হালদার (৩) শ্রী তপন হালদার (৪) শ্রী সন্দীপ হালদার (৫) শ্রীমতী কল্পনা হালদার এবং আমমোক্তার স্বত্বাধিকারী দাস (পাওয়ার নং- 9705/25- (27 August 2025) এর নিকট হইতে "খালিয়া"-মৌজায় জে.এল. নং- ১০৫ ভুক্ত, এল.আর.-৭০৪ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর- ২৭১ নং দাগে ১ কাঠা ১৪ ছটাক, 35 sqt. সম্পত্তি খরিদ করিয়া বাস্তু জায়গা বিক্রয়-এর এতদসম্পর্কে অফিসে MN/2026/0503/ 5430 এই কেস নম্বরে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছি। যদি উক্ত আমমোক্তার দাতা বা অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো প্রকার আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের দিন হইতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত দপ্তরে লিখিত আপত্তি জানাতে হবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

যোরহাট টাউন স্টেশনে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টি-এনসিএ/ইএনজিডি/ ৩৭ অফ ২০২৬ তারিখঃ ২২-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), তিনসুকিয়া নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। কাজের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ যোরহাট টাউন স্টেশনে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৩,৮৩,২৬,৩১০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৭,৬৬,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র আগামী ১৪-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

টেন্ডার

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE
Corrigendum-01

On behalf of Govt of WB Tender Corrigendum done by the Executive Engineer, Bankura Division, Social Sector, P.W.Dte. for the work Fencing the Garden by providing IRC fabric mesh in between Central Library & RUSA Building in the campus of PRMS Mahavidyalaya, Bankura in the district of Bankura (Civil Part). Circulated vide this office memo no - 435/14T/BNK dt.28.07.2026. Tender ref.No. WBPWDSS/EEBNK/NIT-02/ 26-27(SL-4) Tender ID: 2026_WBPWD_5016803_4 (Corrigendum 1) Bid Submission closing date (online):- 03/08/2026 upto 2.30 p.m. (instead of 27/07/2026 upto 2.30). Corrigendum-01 Details may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in & Departmental website- www.pwd.gov.in.

Sd/-
Executive Engineer,
Bankura Division,
Social Sector, P.W.Dte

PUBLIC NOTICE

FINBONG FINANCIAL TECHNOLOGIES
SEBI Registration No.: INH000021483
BSE Membership No.: 6690
1490, Sauli Battala, 2nd Lane, Chandannagar, Hooghly, West Bengal – 712136
Email ID: adithoron@gmail.com,
Mo. No.: 8282966504

Finbong Financial Technologies is going to surrender its SEBI Research Analyst Registration No. INH000021483 and BSE Membership No. 6690. If anyone has any grievances, they may lodge the same at scores.sebi.gov.in.

For Finbong Financial Technologies
Place: Chandannagar Sd/-
Date: 29-07-2026 Mr. Aditya Pal

অক্সিজেন পরিষেবা নিয়েই মৃত্যুর অভিযোগ, নবদ্বীপ হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির দাবি পরিবারের

ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ২৮ জুলাই ঃ নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে সোমবার বিকেলে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরিবারের অভিযোগ, সময়মতো অক্সিজেন পরিষেবা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না পাওয়ায় মৃত্যু হয়েছে ৪২ বছরের সুমন্ত চক্রবর্তীর। যদিও হাসপাতাল সূত্রে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে জানানো হয়েছে, রোগীকে ভর্তি করার পর ইসিজি-সহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসায় কোনও খামতি রাখা হয়নি। নবদ্বীপের মণিপুর রোডের বাসিন্দা সুমন্ত চক্রবর্তীর সোমবার দুপুরে আচমকা বুকে তীব্র ব্যথা শুরু হয়। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাঁকে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করান। মৃতের ভাই বিজয় সরকারের অভিযোগ, ভর্তি হওয়ার পর স্যালাইন ও ইনজেকশন দেওয়া হলেও অক্সিজেন সরবরাহ বারবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। বিষয়টি বারবার হাসপাতালের নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জানানো হলেও কেউ গুরুত্ব দেননি। পরিবারের দাবি, রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলেও দীর্ঘক্ষণ কোনও চিকিৎসক তাঁকে দেখতে আসেননি। এক নার্সকে বারবার অনুরোধ করা হলেও তিনি ব্যস্ততার কথা বলে সরে যান বলে অভিযোগ। পরে রোগীর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেলে পরিবারের সদস্যরা ফের চিকিৎসকদের ডাকাডাকি শুরু করেন। অভিযোগ, তখনও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। একসময় অক্সিজেন সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং সুমন্ত চক্রবর্তী অচেতন হয়ে পড়েন। পরিবারের দাবি, এরপর চিকিৎসক এসে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। সুমন্ত চক্রবর্তী পেশায় পূজারী ছিলেন। পাশাপাশি টোটো চালিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ করতেন। তাঁর পরিবারে রয়েছেন বৃদ্ধ বাবা, স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীকে হারিয়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা পরিবারে। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে দায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন মৃতের স্বজনরা। এদিকে হাসপাতালের সুপার কমলিকা মজুমদার সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি। তবে হাসপাতাল সূত্রে দাবি করা হয়েছে, রোগী হাসপাতালে আসার পর থেকেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঘটনার পর মৃতের পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালের সুপারের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের দাবি, সুপার জানিয়েছেন তিনি সম্প্রতি এই হাসপাতালে যোগ দিয়েছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হবে।

বসিরহাট পৌরসভা

বিজ্ঞপ্তি

ডেঙ্গু প্রোগ্রামে হাউস টু হাউস সুপারভাইজার ও হাউস টু হাউস কর্মীদের কাজের জন্যে নিয়োগ। বিষদ বিবরণ পৌরসভার ওয়েবসাইট এবং নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাইবে www.basirhatmunicipality.in

স্বা/- নির্বাহী আধিকারিক
বসিরহাট পৌরসভা

কাটিহার ডিভিশনে ইলেক্ট্রিক্যাল টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_টিআরডি_০৮_২৬-২৭; তারিখঃ ২৩-০৭-২০২৬; (বিড নং.: ইএল_টিআরডি_০৮_২৬-২৭)। নিম্নস্বাক্ষরকারী ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ কাজের নামঃ "কাটিহার ডিভিশনের হাই টিভিইউ (>৫০,০০০) বিশিষ্ট ইন্টারলকিং ম্যান লেভেল ক্রসিং গেট (কেজে-৩৩, এসকে-২২৬, এসকে-২১৪, এসকে-২৭৪)-এর ইন্টারলকিং"-এর সাথে সম্পর্কিত ইলেক্ট্রিক্যাল টিআরডি কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২৩,২০,৬৯২.৮৪ টাকা; বায়নার ধনঃ ৪৬,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৭-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৭-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৭-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জেনারেল ইলেকট্রিক লাইটিং-এর কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এপি/ইএল/১২/২৬-২৭। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ এপি/ইএল/১২/ ২৬-২৭; কাজের নামঃ নিউ ময়নাগুড়ি, নিউ কোচবিহার, নিউ বানেশ্বর, মাথাভাঙ্গা, জলপাইগুড়ি রোড, গুমানি হাট, ফালাকাটা, ধুপগুড়ি, বক্সিরহাট এবং শামুকতলা রোডে রেস্ট রুম এবং পাথওয়ে সাথে দশ (১০) ট্র্যাক মেশিন সাইডিং লাইনের জন্য জেনারেল ইলেকট্রিক লাইটিং-এর কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ৪১,৭৬,৫৪৭/-টাকা, বায়নার ধনঃ ৮৩,৫০০/-টাকা। ই-টেন্ডার ১৪-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১৪-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (জি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহদের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আপনাকে অর্থাৎ নিরঞ্জন ঘোড়ুই, পিতা- মৃত কানাইলাল ঘোড়ুই সাং ও পোঃ- শিবরামপুর, থানা-নামখানা, জেলা-দক্ষিন ২৪ পরগনা, জানানো যাইতেছে যে, আপনার বিরুদ্ধে সরোজ কুমার ঘোড়ুই পিতা- মৃত কানাইলাল ঘোড়ুই সাং ও পোঃ-শিবরামপুর, থানা-নামখানা, জেলা-দক্ষিন ২৪ পরগনা মাননীয় কাকদ্বীপ সিভিল জজ (সিঃ ডিঃ) আদালতে গত ইং-১৮.০৩.২০২১ তারিখে টি.এস ২৮ / ২১ নং মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন। সেইমতে আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, আপনি বা আপনার নিযুক্ত উকিলবাবু দ্বারা অদ্য বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ দিনের মধ্যে অত্র হুজুর আদালতে হাজির হইবেন। অন্যথায় উপরোক্ত নং মোকদ্দমা খানি আপনার বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইয়া যাইবে।

অনুমত্যানুসারে
সেরেস্তাদার

DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS, URBAN RECREATION FORESTRY DIVISION

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-Offcio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
15/GPW/RTPS/ WBFDC/2026-27	Maintenance of Landscaping & Beautification works at Raghunathpur Thermal Power Station over 9738 sq.m. (Switch Yard Part-1,Part-2).	29.07.2026	12.08.2026

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

Sd/
EOM, GPW, WBFDCL & DCF, URF Division

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 248/PWD/ROAD/BMC, Dated- 28/07/2026
(ii) NIT No. 249/PWD/ROAD/BMC, Dated- 28/07/2026

e-Tender has been invited for Repairing and Upgradation of bituminous road, Upgradation of bituminous road by Paver block at different locations Under BMC. For details, please follow [Tender Id (i) 2026_MAD_1034859_1 to 7 (ii) 2026_MAD_1034861_1 to 11] in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. Last date of Bid submission (i) 19/08/2026 up to 3.00 p.m. (ii) 12/08/2026 up to 3.00 p.m.

Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
সিআইএনঃ এল২৫১৯৯ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৮৭৯১
রেজি. অফিসঃ বনগানগর, ডায়মন্ড হারবার রোড, ফলতা, ফতেপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগণা), পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫১৩, ভারত
হেড অফিসঃ ৪১০, বর্ধান বিল্ডিং, ২৫এ, ক্যামাক স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০১৬,
ইমেলঃ krypton@kryptongroup.com, ওয়েবসাইটঃ www.kryptongroup.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং Ho/38/13/11(2)/ 2026-MIRSD-POD/I/3750/2026-এর প্রেক্ষিতে, কোম্পানি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের কাছ থেকে একটি অনুরোধ পেয়েছেঃ ছন্দা ভনসালি ঠিকানা-৬, শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০ এবং ঝামকুদেবী ভনসালি ঠিকানা-২১ কেএসটিটি কমপ্লেক্স, ২য় ক্রস, জে.সি. রোড, ব্যাঙ্গালোর ৫৬০০০২। তাঁরা তাঁদের নামে থাকা নিচে উল্লিখিত সিকিউরিটিগুলি নিজেদের নামে হস্তান্তরের জন্য এই অনুরোধ জানিয়েছেন। দাবি করা হয়েছে যে, এই সিকিউরিটিগুলি তাঁদের দ্বারা কেনা হয়েছিল কিন্তু তখন তাঁদের অনুকূলে হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি।

ফোলিও নং.	ধারকদের নাম ও ঠিকানা	সিকিউরিটির ধরন এবং অভিহিত মূল্য	সিকিউরিটির সংখ্যা	স্বতন্ত্র নম্বরসমূহ	
				হইতে	প্রতি
০১৯৮৬৮	পলি এয়ার টায়ারস ইংক T2 X 1M2 আলবার্টা, কানাডা, কলকাতা ৭০০০০১	ইক্যুইটি ফেস ভ্যালু প্রতিটি শেয়ার ১০ টাকা	২২৪০০০	৩১৭৭৪০১১	৩৪০১৪০০
০০০০১৯	পলি এয়ার টায়ারস ইংক ২০৫ ২৫৬ মিড পার্ক এস ই ক্যাল গেরি, আলবেরটা কানাডা	ইক্যুইটি ফেস ভ্যালু প্রতিটি শেয়ার ১০ টাকা	১০০০০০	৩৫৭০১	১৩৫৭০০

উল্লিখিত সিকিউরিটিজ বা শেয়ারগুলোর বিষয়ে যাদের কোনো দাবি রয়েছে, তাদের উচিত এই তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে যথাযথ প্রমাণাদিসহ সেই দাবি পেশ করা অন্যথায় কোম্পানি আর কোনো পূর্ব-নোটিশ ছাড়াই ছন্দা ভানসালি ও ঝামকুদেবী ভানসালির অনুকূলে উক্ত সিকিউরিটিজ হস্তান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

স্বা/-
স্থানঃ কলকাতা — কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখঃ ১৫-০৭-২৬ — ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

Abujhati 1 Gram Panchayat
Vill-Jhapandanga P.O.-Keotara, Dist.- Purba Bardhaman
(Jamalpur Panchayat Samity)
NOTICE INVITING E-TENDER No. 402/ABUJ-I/2026, Dated: 28/07/2026(tender reference no: 2026_ZPHD_1034656_1, 2026_ZPHD_1034656_2 & 2026_ZPHD_1034656_3)

The Prodhan, Abujhati 1 Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Abhujhati 1 Gram Panchayat for the work of Const. of Concrete Road at 3(Three) different places of Abujhati-I Gram Panchayat. Last date of submission of Bid 05/08/2026 up to 01.30 p.m. Technical Bid Opening Date 07/08/2026 at 02.00 pm. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Abujhati 1 Gram Panchayat

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

E.O.I. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/EOI-01/26-27 Dated 27.07.2026

Exe. Engr.(Civil), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the works: (1) Tender ID No. 2026_ADDA_1034634_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in

Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এনআইটি/০২/২৬/৩৯, তারিখ ২৭.০৭.২০২৬। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ২য় তল, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন:- ক্র.নং., টেন্ডার নং., স্টোর্সের বিবরণ, ইএমডি নিম্নরূপ :- টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৩.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১) ১০২৬১০১৭, গিয়ার হুইল ৬৫ টীথ, ₹ ৯,০২,০৫০/-. (২) ১০২৬৫০১০, ডব্লুএপি-৪-এর জন্য গিয়ার বক্স কেস (মেশিন্ড), ₹ ০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৭.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩) ১০২৬৫০০৯, ডিস্ক ব্রেক ব্যবস্থা, ₹ ৩,৬৮,০৯০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ১২.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৪) ১৯২৬১০৮৪, ডিজেল লোকো স্টার্টার ব্যাটারি ৮ ভোল্ট, ৫০০ এএইচ (এলএম) লিড অ্যাসিড ব্যাটারি ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৯,১৪,৫৫০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৭.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৫) ১৪২৬১১৭৮, সিঙ্গল সেকশন ডিজিটাল টাইপ অ্যাক্সল কাউন্টারের জন্য ফেজ ডিটেক্টর ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৭০,৮৭০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৪.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৬) ১৪২৬১১৮০, সিঙ্গল সেকশন ডিজিটাল অ্যাক্সল কাউন্টারের জন্য ফেজ ডিটেক্টর কার্ড পিডি২ ২৫ কেএইচজেড ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৭০,৮৭০/-. (৭) ২১২৬০০০১, সাইডি বিয়ারার অ্যাসেম্বলি (স্প্রিং লোডেড টাইপ) ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৭৮,৭৬০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ০১.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৮) ২১২৬১৪৬৮, বিএমবিএস বোগির জন্য ব্রেক হেড ইত্যাদি, ₹ ২,০৭,১৩০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৯.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৯) ১১২৬১৬২৩, ইওজি টাইপ এসি কোচ/পাওয়ার কারের জন্য ইন্টার ভেহিকুলার কাপলার ইউনিটের (৫০০ অ্যাম্প রেটিং) ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১০,৯১,৯১০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ১২.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১০) ২১২৬১২০৮, সংশোধিত ইলাস্টোমেরিং প্যাড ডিজাইন-এ ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ২০,০০,০০০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৩.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১১) ২০২৬১০৭৩, ইএমইউ-র ইপি ব্রেক ইউনিটের জন্য অ্যাপ্লিকেশন ম্যাগনেট ভাল্ভ ও হোল্ডিং ম্যাগনেট ভাল্ভের সেট, ₹ ৬,৭১,২৫০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৪.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১২) ১০২৬৫০০৫এ, ফেব্রিকেটেড বোলস্টার অ্যারেঞ্জমেন্ট, ব্রেক রিগিং ও ব্রেক সিলিন্ডার সহ সম্পূর্ণ ফ্লেক্সি কয়েল বোগি ফ্রেম, ₹ ২০,০০,০০০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৪.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৩) ১১২৬১৫৮০, সেল্ফ প্রাইমিং মোনো ব্লক পাম্প অ্যাসেম্বলি ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৩,০০,৩৯০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৬.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৪) ১১২৬১০২৩, ইয় ডাম্পার, ₹ ৯,৭৪,১২০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৪.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৫) ১১২৬১৭৭৯এ, হুল সেট আর্দিংয়ের প্রাপ্যতা, ₹ ৩,৯২,৬৪০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ১২.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৬) ০৭২৬১০০২, ম্যানুয়াল, মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং ইলেক্ট্রোড, ক্লাস-এ২ (রিউটাইল টাইপ), কোটিংয়ের ধরন : স্পেসিফিকেশন আইআরএস : এম-২৮/২০২০ অনুযায়ী মিডিয়াম এবং এসটিআর : আরডিএসও এমসি এসটিআর, ডব্লু ০১ রিভ-০৩, আইএস : ৮১৪-২০০৪ (আর ২০১৬) অনুযায়ী কোড, সাইজ : ৪ মিমি x ৪৫০ মিমি, ₹ ২,৬০,৬৬০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ: ১৩.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৭) ১০২৬১৫৯৩, মোটর সহ মেন কম্প্রেসর ১৭৫০/১৭৪৫ এলপিএম, ₹ ১৫,০৮,৯৬০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৪.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৮) ২১২৬১০০৮এ, টাপেলিন ক্রিটের প্রাপ্যতা, ₹ ১,৭৮,৮১০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৩.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৯) ০৭২৬১১৫০, ম্যানুয়াল, মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং ইলেক্ট্রোড, ক্লাস-এম২, কোটিংয়ের ধরন: স্পেসিফিকেশন আইআরএস : এম-২৮/২০২০ অনুযায়ী হেভি এবং এসটিআর : আরডিএসও এমসি এসটিআর, ডব্লু ০১ রিভ-০৩, আইএস : ৫২০৬/২০১৩ অনুযায়ী কোড, সাইজ : ৪ মিমি x ৩৫০ মিমি, ₹ ৭,০১,৭৩০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৮.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২০) ২১২৬১৩৯১, ওয়্যার প্লেভ সহ স্ট্রাইকার কাস্টিং (বিজি) ইত্যাদি, ₹ ৫,২৯,৭০০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ১০.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২১) ২১২৬১১২৮, কন্ট্রোল রিজার্ভার সহ পাইপ ব্র্যাকেট ইত্যাদি, ₹ ২,৪৩,৩৬০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৮.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২২) ২১২৬১২৬২, এয়ার ব্রেক হোজ কাপলিং সাপোর্ট ইত্যাদি, ₹ ৩,১৭,৪৮০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৮.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২৩) ১৬২৬১১০৬, ডিসচার্জ/আর্দিং রড অ্যাসেম্বলি, ₹ ১,৩১,৯৬০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ২০.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২৪) ১৬২৬১০০১, ১০ কেভিএ, ২৫ কেভি/২৪০ ভোল্ট, ১০ কেভিএ সিঙ্গল ফেজ, ₹ ১,৮৫,৭১০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ২১.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২৫) ০৮২৬১১৪৫, ভোল্টেজ ফেজ কন্ট্রোল ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৭২,৫১০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ১১.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২৬) ১২২৬-এইচভিএন_১০২২৮, আরডিএসও ড্রইং নং (টি-১০২২৮ অল্ট-১) অনুযায়ী এন্ড কাট হাই ভিশস নাইলন (এইচভিএন-৬৬) ইনসুলেটিং লাইনার উৎপাদন ও সরবরাহের চালু চুক্তি, ₹ ১,২১,২৪০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৯.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২৭) ১২২৬-এইচভিএন_১০২২৫, আরডিএসও ড্রইং নং (টি-১০২২৫ অল্ট-১) অনুযায়ী এন্ড কাট হাই ভিশস নাইলন (এইচভিএন-৬৬) ইনসুলেটিং লাইনার উৎপাদন ও সরবরাহের চালু চুক্তি, ₹ ১,১৮,১৩০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৭.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২৮) ১২২৬-টিডব্লুএস_ফিটিংস, আরডিএসও ড্রইং নং টি-৬১৫৫, অল্ট-১৩ অনুযায়ী থিক ওয়েব স্যুইচ ১ ইন ১২-র ফিটিংস ৬০ কেজি এবং আরডিএসও ড্রইং নং টি-৬২৮০ অল্ট.- ৭ অনুযায়ী ১ ইন ৮.৫, ৬০ কেজি, ₹ ১৮,৬৯,৮৪০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩১.০৭.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২৯) ১২২৬_সিজিআরএসপি_ ৮৩২৭, ৫২ কেজি রেলের জন্য আরডিএসও ড্রইং নং আরডিএস/টি-৮৩২৭ অনুযায়ী ৬.২ মিমি থিক কম্পোজিট গ্রুভড রাবার সোল প্লেট উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য ২ বছরের আরজিসি, ₹ ১,২৯,৩৬০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৪.০৮.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩০) ১২২৬১০৬৯, আরডিএসও ড্রইং নং টি-১৮৯৯ অল্ট.১ অনুযায়ী ফিশ বোল্টস অ্যান্ড নাটস,, ₹ ১০,৮৫,৪৮০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩১.০৭.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩১) ১২২৬১০২৬, ১ মি দীর্ঘ ফিশ প্লেট ৬০ কেজি টি-৫৯১৬ সরবরাহ, ₹ ৭,৩১,৫১০/-. টেন্ডার মূল্য : প্রতিটির জন্য ₹ ০/-। সংশোধনী : নিম্নোক্ত টেন্ডারের ক্ষেত্রে জারি করা সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: ১৪২৬৫০৯৮ খোলার তারিখ ১১.০৮.২০২৬। দ্রষ্টব্য : উপরিল্লিখিত সকল টেন্ডার হল ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডার সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (Stores-26/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

UNITY Small Finance Bank

ইউনিটি স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৫ম তল, টাওয়ার ১, সিউডস গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস, সিউডস দারাভে রেল স্টেশনের উপরে, নভি মুম্বই - ৪০০ ৭০৬

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং এর সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬)-এর বিধান অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ৩০ দিনের ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের জানানো যাচ্ছে যে, নিচে তালিকাভুক্ত স্থাবর সম্পত্তিগুলি (''সুরক্ষিত সম্পদ'')-যা সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা বা চার্জ করা হয়েছিল এবং যার দখল ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড (সংক্ষেপে ইউএসএফবিএল) (''সুরক্ষিত ঋণদাতা'')-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা গ্রহণ করেছেন-সেগুলি নিচে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে ''যেমন আছে, যেখানে আছে'', ''যেমন আছে, যা আছে'' এবং ''যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের কাছে ইউএসএফবিএল-এর যে বকেয়া পাওনা রয়েছে-যার মধ্যে মূল বকেয়া ছাড়াও অর্থ আদায়ের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ অন্তর্ভুক্ত-তা আদায়ের উদ্দেশ্যেই এই বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

ক্রম. নং.	ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর নাম / জামিনদার(গণ)-এর এলএএন	সম্পত্তিগুলোর বিবরণ	নির্ধারিত ন্যূনতম মূল্যঃ বায়না বা জামানত এবং মূল্য বৃদ্ধির ধাপ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	ইএমডি জমার তারিখ
১	ঋণ নং - USFB511GCTL000002084 ১. এস ডি এন্টারপ্রাইজ (এর স্বত্বাধিকারী / স্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে) ২. সুপার রিট্রেডস ৩. সুপ্রিম টায়ারস ৪. জয়দীপ দাস ৫. মহুয়া দাস ৬. সৌমেন দত্ত ৭. দীপালী দত্ত ৮. সুদর্শন দাস ৯. শর্মিলা দাস নম্বর ১ থেকে ৯-এর জন্য যোগ করুনঃ পি সি চন্দ্র জুয়েলারি অ্যাপেক্স প্রাইভেট লিমিটেডের অধীনে, লক্ষ্মী নারায়ণ ভেন্যু, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৩ এছাড়াও ফ্ল্যাট নং - ইউডি০৬০ ৫০১-এ ষষ্ঠীর ৫ম তলায়, উদয়ন দ্য কন্ডোভিল, অজয় ১৫, বাইশের কাছে মৌজা - রাজাপুর, নং- ২৩, রুপি প্লট নং- ১০২৮, পো-সন্তোষপুর, থানা- পূর্ব যাদবপুর (সার্ভে পার্ক), জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭৫। এছাড়াও এখানেঃ ১৭০ অপকার গার্ডেন, জিটি রোড, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান, বরধমান, বরধমান, ৩৪৭, ১৭০ এখানেঃ জিটিজিটি রোড, রোড ইস্টুশাগ্রাম, পশিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৩। এছাড়াও এখানেঃ গ্রাউন্ড, সেনরালেগ রোড, ৬১৩, বিবেকানন্দ সরণি, পশ্চিম বর্ধমান, কল্যাণপুর হাউজিং এস্টেটের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৫। এছাড়াও এখানেঃ ভিল-বাবুরাম, জে ২৪, রনচিরকুণ্ড, বি ৪৮, ২০০০	আসানসোল পৌরসভা এলাকার অন্তর্গত মৌজা আসানসোল জে.এল. নং ২০, থানা-আসানসোল (দক্ষিণ), এডিএসআর-আসানসোল, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান-এর সি.এস. খতিয়ান নং ৪৪৮০-এর সি.এস. দাগ নং ৩৩ যা আর.এস. খতিয়ান নং ১৪৯৯২-এর আর.এস. দাগ নং ৬৪২-এর অনুরূপ-এর অন্তর্ভুক্ত এবং তার অংশবিশেষ হিসেবে অবস্থিত জমি ও তার ওপর নির্মিত কাঠামো। এই সম্পত্তির মোট আয়তন ৫৮৩২ বর্গফুট যা ৮ কাঠা ১ ছটাক ২৭ বর্গফুটের সমতুল্য, এর মধ্যে ২০২৭ বর্গফুট আয়তনের কাঠামো এবং তার সংলগ্ন ৩৮০৫ বর্গফুট জমি অন্তর্ভুক্ত। এটি জি.টি. রোডের দিকে মুখ করা উক্ত 'ক' তফসিলভুক্ত তিনতলা ভবনের পশ্চিম ব্লকের অংশবিশেষ এবং এর কাঠামোর বিবরণ নিম্নরূপঃ নিচতলায় একটি হাফ ঘর ও একটি আচ্ছাদিত বারান্দা যার আচ্ছাদিত আয়তন ১৩৯১ বর্গফুট, জি.টি. রোডের দিকে মুখ করা ২২৮ বর্গফুট আয়তনের খোলা জায়গা, এবং কোনো দেয়ালবিহীন সম্পূর্ণ স্তম্ভ-সমর্থিত একটি কাঠামো যার আচ্ছাদিত আয়তন ৪০৮ বর্গফুট ও উক্ত অসম্পূর্ণ কাঠামোর নিচে অবস্থিত সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোক-পিট। প্রথম তলঃ মূল কাঠামো-অর্থাৎ দুটি শোবার ঘর, একটি খাবার ঘর, একটি বসার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি পূজা ঘর ও দুটি শৌচাগার আচ্ছাদিত আয়তন ১৩৯১ বর্গফুট একটি খোলা বারান্দা আয়তন ২২৮ বর্গফুট এবং একটি অসম্পূর্ণ কাঠামো-যার কোনো দেয়াল নেই এবং যা কেবল স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আচ্ছাদিত আয়তন ৪০৮ বর্গফুট। দ্বিতীয় তলঃ মূল কাঠামো-অর্থাৎ দুটি শোবার ঘর, একটি খাবার ঘর, একটি বসার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি পূজা ঘর, দুটি শৌচাগার ও একটি ছোট ঘর মোট আচ্ছাদিত আয়তন ১৪৬৩ বর্গফুট সাথে একটি আচ্ছাদিত বারান্দা আচ্ছাদিত আয়তন ১৫৬ বর্গফুট এবং ভবনের প্রথম তলার অসম্পূর্ণ কাঠামোর ওপর ও দ্বিতীয় তলার ছাদের ওপর নির্মিত একটি খোলা ছাদ বা টেরেস (অর্থাৎ তৃতীয় তলার খোলা ছাদ)। উক্ত সম্পত্তিটি এএমসি-এর ২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত 'আপকার গার্ডেন'-এর ১৭০ নম্বর হোল্ডিংয়ের অংশবিশেষ। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ-পূর্বেদিঃ টি. দাসের বাড়ি ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পশ্চিমেঃ এএমসি সিসি রোড উত্তরেঃ জয়দীপ দাসের বাড়ি দক্ষিণেঃ জি. টি. রোড।	টাকা ৪,৪০,০০,০০০/- টাকা ৪৪,০০,০০০/- এবং টাকা ১,০০,০০০/-	৩১.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা	২৯.০৮.২০২৬

বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলী নিচে দেওয়া হলো এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আমাদের অথবা সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। আগ্রহী নিলাম-অংশগ্রহণকারীরা সুরক্ষিত ঋণদাতার নিম্নলিখিত অনুমোদিত কর্মকর্তাদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেনঃ শ্রী মুকেশ চৌধুরী, মোবাইল নম্বরঃ ৯৩৪৩৯৭৬৬১৮, ই-মেইলঃ mukesh.choudhary@unitybank.co.in এবং শ্রী শুভজিৎ নস্কর, মোবাইল নম্বরঃ ৯৮৮৩৫৪৩৮৫৪, ই-মেইলঃ subhajit.naskar@unitybank.co.in।

স্বা/-
স্থানঃ আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ — অনুমোদিত অফিসার
তারিখঃ ২৯.০৭.২০২৬ — ইউনিটি স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General(Water Supply), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : WS/GMBPS/26-27/02

Name of the Work : Supply, delivery, laying and termination of 1.1KV grade 3.5 Core 240 SQMM XLPE aluminium armoured cable at Gandhi Maidan BPS; Estimated Amount : Rs. 3,21,768.00; Earnest Money: Rs. 7,000.00; Period of Completion: 10 days. Time and last date of receipt of tender (online) 06.08.2026 at 2 p.m.; Time and date of opening of tender (online) : 08.08.2026 at 2 p.m.; The bid forms and other details are available on and from 30.07.2026 - 2 p.m. from the website https://wbtenders.gov.in.

The Executive Engineer (Water Supply)/West, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/PG_67/T-05/26-27

Name of the Work : Restoration for filtered water supply against contamination at 1) 12/3B/1J, Dharmatala Road 2) 4, Bakultala Lane 3) 37, R. K. Chatterjee Road with some allied works in Ward No. 67; Estimated Amount: Rs. 2,89,675.00; Earnest Money: Rs. 5,800.00. Period of Completion: 09 days.

(2) NIT No. : KMC/WS/PG_67/T-06/26-27

Name of the Work : Maintenance of filter water supply by cutting and flushing application and some ferrule washing with necessary allied works at 183, 185 (Plot) Picnic Garden Road in Ward No. 67; Estimated Amount: Rs. 1,96,836.00; Earnest Money: Rs. 3,950.00. Period of Completion: 10 days.

(3) NIT No. : KMC/WS/PG_67/T-07/26-27

Name of the Work: M.S. Jacketing at the damaged portion of existing 800 MM dia DI filtered water dadicated main near the 38, R. K. Chatterjee Road in Ward No. 67; Estimated Amount: Rs. 2,83,126.00; Earnest Money: Rs. 5,665.00. Period of Completion: 10 days. Last date and time of receipt/opening of tender (online) : 10.08.2026 at 1 p.m./12.08.2026 at 1 p.m.[For Sl. No. 1 to 3].; The bid forms and other details are available from the website: https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 3].

The Dy. C.E.(WS), KMC invites e-tender online quotation rate two bid system for the followintg work:

NIT No. : KMC/WS/TMGCBPS/2026-27/02

Name of the Work: Fabrication, fitting and fixing of grill gates and fencing at the back side boundary wall including painting of surrounding boundary wall at Taramoni Ghat Road Capsule BPS; Estimated Amount : Rs. 2,95,906.00. Earnest Money: Rs. 6,000.00. Time of Completion: 25 days. Start date and time of submission of bid: 31.07.2026 - 2 p.m.; Last date and time of submission of bid: 08.08.2026 - 2 p.m.; Tender will be opened on : 10.08.2026 - 2 p.m.; The bid forms and other details are available on and from 31.07.2026 at 2 p.m. from the website https://wbtenders.gov.in

The Dy. C.E.(WS-II), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No. : WS/RBPS/P/2026-27/1

Name of the Work : Restoration of damaged sanitary plumbing accessories for toilet and wash rooms at Ranikuthi BPS; Estimated Amount : Rs. 1,89,681.00; Earnest Money: Rs. 4,000.00; Period of Completion: 15 days. Time and last date of receipt of tender (online) 06.08.2026 at 2 p.m.; Time and date of opening of tender (online) : 08.08.2026 at 2 p.m.; The bid forms and other details are available on and from 30.07.2026 - 2 p.m. from the website https://wbtenders.gov.in.

The Executive Engineer (WS)/TPS, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/TPS/16/2026-2027

Name of the Work : Overhauling of resistence starter of 850 KW, 6 KV Slip Ring Induction Motor at Station number one in Tallah Pumping Station; Estimated Amount: Rs. 2,16,731.86; Earnest Money: Rs. 4,500.00. Period of Completion: 30 days. Last date and time of submission of bid: 08.08.2026 up to 2 p.m.

(2) NIT No. : KMC/WS/TPS/17/2026-2027

Name of the Work : Protection and painting of pipes at Station No. 2 of Tallah Pumping Station; Estimated Amount: Rs. 4,38,119.34; Earnest Money: Rs. 9,000.00. Period of Completion: 15 days. Last date and time of submission of bid: 12.08.2026 up to 2 p.m. For detail information please visit website: https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2].

The Executive Engineer (Water Supply)/North, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/N/26-27/23/21

Name of the Work : Maintenance of UFW and FW supply main and leak repairing at Sikdar Para Street and adjacent areas in Ward No. 23; Estimated Amount: Rs. 1,97,741.00; Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 45 days.

(2) NIT No. : KMC/WS/N/26-27/22/20

Name of the Work : Maintenance of FW and UFW supply network including repairing of urinals pipe and other allied works at Maharshi Debandra Road and different locations in Ward No. 22; Estimated Amount: Rs. 1,97,999.00; Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 55 days. Last date and time of submission of bid: 10.08.2026 at 2 p.m. [For Sl. No. 1 & 2]. The tender will be opened on : 12.08.2026 at 2 p.m. [For Sl. No. 1 & 2]. The bid forms and other details will be available on and from 31.07.2026 after 2 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].

(3) NIT No. : KMC/WS/N/25-26/10/22

Name of the Work : Repairing and restoration of FW and UFW supply main pipe by cut and flush, changing of defective S.V. and allied works at different places in Ward No. 10; Estimated Amount: Rs. 1,90,480.00; Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 45 days.

(4) NIT No. : KMC/WS/N/25-26/07/23

Name of the Work : Maintenance of FW supply service main pipe by leak repairing, changing of defective S.V, changing of G.I. service pipe of stand post, urinal and allied works at different places in Ward No. 07; Estimated Amount: Rs. 1,75,560.00; Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 45 days. Last date and time of submission of bid: 14.08.2026 at 2 p.m. [For Sl. No. 3 & 4]. The tender will be opened on : 17.08.2026 at 2 p.m. [For Sl. No. 3 & 4]. The bid forms and other details will be available on and from 04.08.2026 after 2 p.m. [For Sl. No. 3 & 4]. From the website https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 4].

CORRIGENDUM

NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/ES-08/26-27 (1st Call) published in this Newspaper on 13.07.2026 (Key No.-218/26-27) of S&D Department (For Sl. No. 2). Last date and time of submission of bid will be read as 04.08.2026 up to 4 p.m. instead of 27.07.2026 at 4 p.m.

281/26-27

ফ্রান্সের জাতীয় দলের নতুন কোচ জিদান

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ২৮ জুলাইঃ দীর্ঘ জল্পনার অবসান। গুঞ্জন সত্যি করেই ফরাসি ফুটবলে শুরু হল নয়া যুগ। ফ্রান্সের জাতীয় ফুটবল দলের নতুন হেড কোচ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত হলেন জিনেদিন জিদান। দীর্ঘ ১৪ বছরের এক সুবর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি। ২০২৬ বিশ্বকাপে স্পেনের কাছে হেরে সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেয় ফরাসি ব্রিগেড। টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পরই কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ান দিদিয়ের দেশঁ। ফরাসি ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় জাতীয় দলের দায়িত্ব সামলানোর রেকর্ড তাঁরই। বিদায়ের পর শূন্যস্থান পূরণে জিদানই ছিলেন ফুটবল ফেডারেশনের এক নম্বর পছন্দ। অবশেষে সেই চুক্তিতে পড়ল সিলমোহর। ৫৪ বছর বয়সি জিদান

২০৩০ সালের বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব পর্যন্ত দলের দায়িত্ব সামলাবেন। ১৯৯৮ সালে ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম কাণ্ডারি। দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় হিসেবে গণ্য করা হয় জিদানকে। তবে ২০২১ সালে স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদের হেড কোচের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর আর কোনও দলের দায়িত্ব নেননি। রিয়ালের ম্যানেজার হিসেবে টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের অনন্য নজির রয়েছে ঝুলিতে। দীর্ঘদিন পর ফুটবলের মূল স্রোতে ফিরলেন এই কিংবদন্তি মিডফিল্ডার। ক্লাব ফুটবলের পর এবার লক্ষ্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের কোচিং সত্তাকে প্রমাণ করা। দায়িত্ব হাতে পেয়ে জিদান গর্ব গোপন করেননি। সরাসরি জানিয়েছেন নিজের অনুভূতির কথা। বলেন, ‘‘আমি প্রায়ই একটা কথা বলি। ফরাসি জাতীয় দলের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। ফলে এই দলের ম্যানেজার হওয়াটা দারুণ আনন্দের। এটা নিঃসন্দেহে এক বিরাট গর্বের বিষয়।’’

চোট সারিয়ে শ্রীলঙ্কা সফরে ফিরলেন জাদেজা!

ছিটকে গেলেন সুন্দর বড় চমক সারাংশ

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৮ জুলাইঃ চোট সারিয়ে ফের মূল স্রোতে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন জোড়া টেস্ট সিরিজের দলে ফিরলেন রবীন্দ্র জাদেজা। বিসিসিআইয়ের তরফে ঘোষিত পনেরো জনের স্কোয়াডে সবচেয়ে বড় চমক সারাংশ জৈন। প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেলেন এই প্রতিভাবান স্পিন-বোলিং অলরাউন্ডার। অন্যদিকে, হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। মূলত তাঁর জায়গাতেই শিকে ছিঁড়ল সারাংশের। আইপিএল খেলার সময় গত মে মাসে কনুইয়ে চোট পান জাদেজা। টেনিস এলবোর সমস্যা। সেই চোট পুরোপুরি সারিয়ে এখন ফিট এই তারকা। উপমহাদেশের স্পিন-সহায়ক পিচে তাঁর উপস্থিতি দলের শক্তি বাড়াবে নিশ্চিত। স্পিন বিভাগের অন্যতম বড় অস্ত্র তিনি। পাশাপাশি ব্যাট হাতেও লোয়ার অর্ডারে ভরসা জোগাবেন। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডে ওয়ানডে সিরিজ খেলার সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান সুন্দর। ফলে প্রথম টেস্টের নির্বাচনের জন্য তাঁকে পাওয়া যায়নি। বোর্ড একটি প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দু’টি টেস্টের জন্য দল বেছে নিয়েছে জাতীয় নির্বাচক কমিটি। সিরিজের আগে ৭ আগস্ট থেকে কলম্বোয় একটি চার দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে দল।’’ ঘরোয়া ক্রিকেটে মধ্যপ্রদেশের হয়ে খেলেন সারাংশ। ৫৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ঝুলিতে রয়েছে ১৮১টি উইকেট। বোলিং গড় ২৭.৩০ এবং ইকোনমি রেট ওভার প্রতি ৩.০১ রান। সেরা বোলিং ফিগার ৭৫ রানে ৬ উইকেট। মূলত ডানহাতি অফস্পিনার তিনি। তবে ব্যাট হাতেও বেশ কার্যকরী। বাঁ-হাতি ব্যাটার হিসেবে লোয়ার-মিডল অর্ডারে দলের অন্যতম ভরসা। ৮৫টি ইনিংসে ৩১.৭৫ গড়ে তাঁর সংগ্রহ ২,২২৩ রান। রয়েছে ১৪টি হাফ সেঞ্চুরি এবং দু’টি শতরান (সর্বোচ্চ অপরাজিত ১০৩)। ঘরোয়া ক্রিকেটে দীর্ঘদিন ধরে নিজের জাত চিনিয়েছেন। সম্প্রতি ভারত ‘এ’ দলের হয়ে শ্রীলঙ্কা ‘এ’-এর বিরুদ্ধে নজরকাড়া পারফর্ম করেছেন তিনি। সেই সুবাদেই জাতীয় দলের ডাক। বিশ্লেষকদের মতে, পরিশ্রমের যোগ্য দাম পেলেন এতদিনে। সুন্দরের অভাব তিনি অনায়াসেই মেটাতে পারবেন বলে আশাবাদী ক্রিকেটমহল। দলে নাম থাকলেও জসপ্রীত বুমরাহ এবং সাই সুদর্শনের খেলা নিয়ে কিছুটা ধোঁয়াশা রয়েছে। বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি বা বিসিসিআই সিওই থেকে ফিটনেস ছাড়পত্র পেলে তবেই তাঁরা মাঠে নামতে পারবেন। আগামী ৭ আগস্ট কলম্বোয় প্রস্তুতি ম্যাচ দিয়ে সফর শুরু করবে ভারত। এরপর ১৫ থেকে ১৯ আগস্ট গলে প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্ট শুরু ২৩ আগস্ট, কলম্বোয়। তরুণ ও অভিজ্ঞদের মিশেলে তৈরি এই দল বিপক্ষের মাটিতে ভালো ফল করতে মরিয়া।

।। একনজরে ভারতের পনেরো জনের স্কোয়াড ।।

শুভমান গিল (অধিনায়ক), কেএল রাহুল (সহ-অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ (উইকেটরক্ষক), সাই সুদর্শন, ধ্রুব জুরেল (উইকেটরক্ষক), রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, মানব সুতার, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, গুরনুর ব্রার, দেবদত্ত পাড়িক্কল, সারাংশ জৈন।

১৬ বছর পর বাবার ব্রোঞ্জকে ছাপিয়ে গ্লাসগোয় রুপো ছিনিয়ে নিলেন অজয়

সংবাদ সংস্থা, গ্লাসগো, ২৮ জুলাইঃ মাত্র এক কেজি। আর তাতেই হাতছাড়া সোনা। গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে পুরুষদের ৭৯ কেজি ভারোত্তোলনে রুপো জিতলেন ভারতের ভাল্লুরি অজয় বাবু। সোমবার রাতের রুদ্ধশ্বাস ফাইনালের পরতে পরতে উত্তেজনা। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে বারবার ভাঙল গেমসের রেকর্ড। শেষ হাসি হাসলেন মালয়েশিয়ার এরি হিদায়াত মহম্মদ। তাঁর তোলা ওজন ৩৩১ কেজি। অন্যদিকে, ২১ বছরের তরুণ অজয় তুললেন মোট ৩৩০ কেজি (স্ন্যাচে ১৪৯ ও ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১৮১)। ইংল্যান্ডের ক্রিস মারে ৩২৫ কেজি তুলে ব্রোঞ্জ জিতে নেন। অজয়ের এই রুপো জয় নিছক একটি পদক নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে গভীর পারিবারিক উত্তরাধিকার। অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়নগরম জেলার ছোট্ট গ্রাম কোন্ডাভেলাগাডা। যেখানে পাথর তোলার ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন। এককথায় ভারোত্তোলনের আঁতুড়ঘরও বলা যায়! এই গ্রাম

থেকেই উঠে এসেছিলেন অজয়ের বাবা ভাল্লুরি শ্রীনিবাস রাও। ২০১০ সালের দিল্লি কমনওয়েলথ গেমসে ৫৬ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। পেশায় বর্তমানে ফুলচাষি শ্রীনিবাস একসময় আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলক ছিলেন। বাবার হাত ধরে ছেলের হাতেখড়ি। ঠিক ১৬ বছর পর সেই

গেমসের মঞ্চেই বাবার সাফল্যকে ছাপিয়ে গেলেন অজয়। ম্যাচের শুরু থেকেই চরম আত্মবিশ্বাসী ছিলেন অজয়। স্ন্যাচে প্রথম চেষ্টায় ১৪৫ কেজি তোলেন। দ্বিতীয়বারে ১৪৯ কেজি তুলতে ব্যর্থ হলেও তৃতীয় চেষ্টায় অটুট মানসিক কাঠিন্য। সফলভাবে ১৪৯ কেজি তুলে স্ন্যাচে কমনওয়েলথ গেমসের নতুন রেকর্ড গড়েন তিনি। বিরতির সময় মারে (১৪৮ কেজি) এবং মহম্মদের (১৪৭ কেজি) চেয়ে শীর্ষস্থানে এগিয়ে ছিলেন এই ভারতীয় তরুণ। স্নায়ুযুদ্ধ চরমে ওঠে ক্লিন অ্যান্ড জার্ক বিভাগে। সোনা জয়ের লড়াই তখন কার্যত ভারত বনাম মালয়েশিয়া। মালয়েশিয়ার মহম্মদ ১৮১ কেজি তুলে নয়া রেকর্ড গড়েন। পালটা দেন অজয়। শেষ চেষ্টায় তিনিও ১৮১ কেজি তোলেন। মোট ৩৩০ কেজি তুলে ফের শীর্ষস্থান দখল করেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। মহম্মদ তাঁর চূড়ান্ত লিফটে ১৮৪ কেজি তুলে বাজিমাত। আন্তর্জাতিক স্তরে অজয়ের উত্থান চোখে পড়ার মতো। ২০২৫ সালে আমেদাবাদে কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে ৩৩৫ কেজি তুলে সোনা জিতেছিলেন। গ্লাসগোর টিকিট পাকা হয় সেখানেই। এর আগে ২০২৪ সালে ফিজিতে জুনিয়র এবং সিনিয়র, দুই বিভাগেই সোনা জিতেছিলেন তিনি। গ্লাসগোয় ভারোত্তোলন থেকে ভারতের এটি ষষ্ঠ পদক!

ফেরার লড়াই শুরু সূর্যের

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৮ জুলাইঃ হাল ছাড়ছেন না সূর্যকুমার যাদব। ভারতকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতানোর পরেই তাঁকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাদ দেওয়া হয়েছে দল থেকেও। আবার দলে ফেরার লড়াই শুরু করে দিয়েছেন সূর্যকুমার। মুম্বইয়ে বাসু পরাঞ্জপে ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করছেন সূর্য। সমাজমাধ্যমে নিজের অনুশীলনের একটি ভিডিয়ো দিয়েছেন তিনি। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ট্র্যাকে দৌড়াচ্ছেন সূর্য। পাশাপাশি নেটে ব্যাট করছেন। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘রবিবার খুব মজা হল। দৌড়ালাম। তিন ঘণ্টায় হাজার বল খেললাম। খুব ভাল লাগছে।’ সূর্যকে বাদ দেওয়ার নেপথ্যে সবচেয়ে বড় কারণ তাঁর ব্যাটিং ফর্ম। গত দু’বছর ব্যাট হাতে রান ছিল না। তাই জায়গা হারিয়েছেন। সেই কারণেই ব্যাটিংয়ের উপর বেশি জোর দিচ্ছেন তিনি।

গ্লাসগোয় সপ্তম বাংলার প্রতিষ্ঠা, নিখুঁত পারফর্ম করেও কেন অধরা পদক?

নিজস্ব প্রতিবেদন

গ্লাসগোর মঞ্চ। কমনওয়েলথ গেমসের জিমন্যাস্টিক্স ভল্ট ফাইনাল। ম্যাটের দ্বৈরথে দুরন্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে নামলেন ২২ বছরের বঙ্গতনয়া প্রতিষ্ঠা সামন্ত। পারফরম্যান্সে তেমন কোনও বড় ভুল-ত্রুটি নেই। ল্যান্ডিংয়ে সামান্য একটা পা ফেলা ছাড়া প্রায় সবইনিখুঁত। তবু পদক এল না। আট প্রতিযোগীর মধ্যে সপ্তম স্থানেই শেষ করলেন তিনি। কিন্তু কেন? কেন তাঁর লড়াই পদকের ধারেকাছেও পৌঁছতে পারল না? উত্তরটা লুকিয়ে আছে জিমন্যাস্টিক্সের স্কোরের অঙ্কে। শিল্পকে ছাপিয়ে এখানে পাটিগণিতই ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে। জিমন্যাস্টিক্সে স্কোরের মূলত দু’টি ভাগ থাকে। একটি হল কাঠিন্যের মাত্রা বা ডি-ভ্যালু। অন্যটি এক্সিকিউশন বা পারফরম্যান্স। আপনি কতটা কঠিন ভল্ট বাছছেন, তার উপর এই ডি-ভ্যালু নির্ভর করে। প্রতিষ্ঠার দু’টি ভল্টের ডি-ভ্যালু যথাক্রমে ৪.৪ এবং ৪.০। অর্থাৎ, তাঁর মোট বেস পয়েন্ট বা শুরুর নম্বর ছিল ৮.৪। অন্যদিকে কানাডার লিয়া মনিকা ফনটেইন, যিনি শেষমেশ সোনা জিতেছেন, তাঁর ভল্টের ডি-ভ্যালু ৫.০ এবং ৪.৮। মোট ৯.৮। সহজ কথায়, ম্যাটে লাফানোর আগেই লিয়া অঙ্কের বিচারে প্রতিষ্ঠার চেয়ে এক পয়েন্টেরও বেশি ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন। প্রতিপক্ষ চূড়ান্ত কোনও ভুল না করলে এই ফারাক মেটানো কার্যত অসম্ভব। প্রথম ভল্টে ১২.৭০০ এবং দ্বিতীয় ভল্টে ১২.৬৬৬ স্কোর করেন প্রতিষ্ঠা। তাঁর গড়ের অঙ্ক দাঁড়ায় ১২.৮৩৩। যোগ্যতা অর্জন পর্বে তিনি সপ্তম হয়েছিলেন। ফাইনালেও একই স্থানে শেষ করলেন। সোনাজয়ী লিয়ার গড় স্কোর ১৪.০০০। তিনি নিখুঁত পারফর্ম করে অনায়াসে প্রথম স্থান ধরে রাখেন। রুপো জেতেন ইংল্যান্ডের অ্যাবিগেইল মার্টিন। তাঁর গড় স্কোর ১৩.৭৯৯। ব্রোঞ্জ পকেটে পোরেন ওয়েলসের অ্যাবিগেইল রোপার। তাঁর স্কোর ১৩.৪৩৩। এই নম্বরগুলো দেখলেই বোঝা যায়, প্রতিযোগিতার স্তর কতটা উঁচুতে ছিল। প্রতিষ্ঠার এই পারফরম্যান্স নিয়ে আদৌ কি হতাশ হওয়ার কিছু আছে? উত্তর-একেবারেই না। কমনওয়েলথ গেমসে প্রাক্তন পদকজয়ী ভারতীয় জিমন্যাস্ট আশিস কুমার গোটা বিষয়টি সাধারণের জন্য খুব সহজ করে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘‘আমাদের বিষয়গুলো খুব স্পষ্ট করে বোঝা দরকার। নিজের ভল্টের কাঠিন্যের মাত্রা বা ডি-ভ্যালু অনুযায়ী ফাইনালে উঠে প্রতিষ্ঠা অসাধারণ পারফর্ম করেছে। ফাইনালে বিচারকদের নজর যোগ্যতা অর্জন পর্বের চেয়ে আরও বেশি কড়া থাকে। সেখানেও ও কোনও বড় ভুল করেনি। ল্যান্ডিংয়ে শুধু একটা ছোট স্টেপ নিয়েছিল।

ও দারুণ পারফর্ম করেছে। এর চেয়ে বেশি আমরা ওর থেকে আশা করতে পারি না।’ অঙ্কের হিসাবটা একটু মিলিয়ে নিলেই ছবিটা আরও পরিষ্কার হবে। রুপোজয়ী মার্টিনের ডি-ভ্যালু ছিল ৯.৮। ব্রোঞ্জজয়ী রোপারের ৯। নিউজিল্যান্ডের কোর্টনি ম্যাকগ্রেগর এবং অস্ট্রেলিয়ার জর্জিয়া গডউইন, উভয়েরই ডি-ভ্যালু ৮.৮। একমাত্র ইংল্যান্ডের রুবি স্টেসি, যিনি অষ্টম স্থানে শেষ করেছেন, তাঁর ৮.০। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার চেয়ে ০.৪ কম। তাই রুবি ১২ গড় স্কোর করে সবার শেষে থাকেন। ঠিক এই জায়গাটাই তুলে ধরেছেন আশিস। তাঁর কথায়, ‘‘আমি তো বলব, এই ডি-ভ্যালু নিয়ে প্রতিষ্ঠা বাকি সবার চেয়ে ভালো পারফর্ম করেছে।’’ অর্থাৎ, সীমিত সাধ্যের মধ্যে নিজের সেরাটাই নিংড়ে দিয়েছেন বাংলার এই প্রতিভাবান জিমন্যাস্ট।

পরপর ৫ মেডেন ওভারে ৫ উইকেট! পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে টেস্টে নয়া নজির গ্রিভসের

সংবাদ সংস্থা, ত্রিনিদাদ, ২৮ জুলাইঃ টেস্ট ক্রিকেটের ১৪৯ বছরের ইতিহাসে যা কখনও ঘটেনি, ত্রিনিদাদের মাঠে সেটাই করে দেখালেন জাস্টিন গ্রিভস। লাল বলের ময়দানে এক অর্থে অসাধ্যসাধন! পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনে বল হাতে নামলেন এবং বিশ্বরেকর্ড গড়ে মাঠ ছাড়লেন ৩২ বছরের এই ক্যারিবিয়ান পেসার। আন্তর্জাতিক টেস্টের দীর্ঘ পথচলায় তিনিই প্রথম বোলার, যিনি এক স্পেলে পরপর পাঁচটি মেডেন ওভার বল করে পাঁচটি উইকেট ঝুলিতে পুরেছেন। অর্থাৎ, বল হাতে একটি রানও না গলিয়ে প্রতিপক্ষের পাঁচ-পাঁচজন ব্যাটারকে ফেরত পাঠিয়েছেন সাজঘরে। লঞ্চ বিরতির ঠিক আগে ও পরে আসে এই অবিশ্বাস্য বোলিং স্পেল। ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পরপর চারটি উইকেটে মেডেন ওভারের রেকর্ড গড়েছিলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন পেসার স্টুয়ার্ট ব্রড। আট বছর পর ব্রডের সেই নজির টপকে টেস্ট ইতিহাসে নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়ে নিলেন গ্রিভস। ১১ ওভারে ৬টি মেডেন-সহ ২৭ রান দিয়ে ৫টি উইকেট ছিনিয়ে নেন তিনি। যা তাঁর আন্তর্জাতিক টেস্ট কেরিয়ারের প্রথম পাঁচ উইকেটের মাইলফলকও বটে! একসময় পাকিস্তান দল বেশ শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। শান মাসুদের

সেঞ্চুরির ওপর ভর করে ৩ উইকেটে ২৪৪ রান তুলে ফেলায় বড় লিডের স্বপ্ন দেখছিল পাক শিবির। ঠিক তখনই ঝলসে ওঠেন গ্রিভস। শান মাসুদকে প্যাভিলিয়নে পাঠিয়ে ধসের সূচনা। এরপর একের পর এক আঘাত হানার পালা। শান মাসুদ, মহম্মদ রিজওয়ান, আমির জামাল, আলি উসমান এবং মহম্মদ আব্বাস-প্রত্যেকে তাঁর শিকার। গ্রিভসের এই আগুনে বোলিংয়ের সামনে মাত্র ২৮২ রানেই গুটিয়ে যায় পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস। সিরিজের প্রথম ম্যাচে এমন অবিশ্বাস্য সাফল্যের পরও নিজের স্বাভাবিক ও সাধারণ ভাবমূর্তি বজায় রেখেছেন গ্রিভস। প্রত্যাবর্তনের রহস্য ফাঁস করে তিনি জানান, অধিনায়ক রোস্টন চেসের দেওয়া পরামর্শ কাজে এসেছে। গ্রিভস বলেন, ‘‘আমি যখন বল করতে এলাম, ক্যাপ্টেন রোস্টন চেস শুধু বলেছিলেন, নিজের শৃঙ্খলায় অবিচল থাকো এবং সঠিক জায়গায় বল করে দলের জন্য কয়েকটা উইকেট তোলার চেষ্টা করো।’’ পরিকল্পনা অনুযায়ী লাইন ও লেংথ বজায় রেখেই সফল ৩২ বছরের এই তারকা। বলেন, ‘‘বলটা বেশ সুইং করছিল এবং তার ফলও পেয়েছি। যখনই বল আমার হাতে আসে, দল আমার দিকে তাকিয়ে থাকে যাতে শক্ত হাতে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারি। টেস্ট ক্রিকেটে প্রথমবার পাঁচ উইকেট পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত, তবে ম্যাচে আমাদের এখনও অনেক কাজ বাকি।’’ গ্রিভসের দুর্দান্ত স্পেলে পাকিস্তানকে কম রানে মুড়িয়ে দিলেও তৃতীয় দিনে স্বস্তিতে নেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ। খেলা শেষ হওয়ার আগে পাক বোলাররা দারুণভাবে কামব্যাক করেছেন। তৃতীয় দিনের শেষে মাত্র ১২৬ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে কিছুটা বিপাকে আয়োজকরা। আপাতত ক্যারিবিয়ানদের হাতে ১৫৫ রানের লিড। ম্যাচ কোন দিকে মোড় নেয়, আগাম অনুমান করা বেশ মুশকিল।

গোলকিপারদের চোটের ভান আর ‘ট্যাকটিক্যাল স্টপেজ’ ঠেকাতে ইংলিশ ফুটবলে নতুন নিয়ম

আগামী মরসুমে ইংলিশ ফুটবল একটি নতুন পদ্ধতির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু করবে, যেটির লক্ষ্য হলো দলগুলোকে তথাকথিত ‘ট্যাকটিক্যাল গোলকিপার টাইমআউটের’ অপব্যবহার থেকে বিরত রাখা। নতুন নিয়মের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দিয়েছে আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড (আইএফএবি)। এফএ এবং প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষ সোমবার এটি নিশ্চিত করেছে।

সংবাদ সংস্থা, ফিফা, ২৮ জুলাইঃ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন, প্রিমিয়ার লিগ, ইংলিশ ফুটবল লিগ (ইএফএল), ন্যাশনাল লিগ, উইমেন’স সুপার লিগ এবং প্রো রেফ-এর সমর্থনপুষ্ট এই পরীক্ষামূলক প্রয়োগটি ২০২৬-২৭ মরসুম থেকে ইংল্যান্ডের পুরুষ ও মহিলা পেশাদার ফুটবলে বাস্তবায়িত হবে। এই পরীক্ষামূলক প্রয়োগ অনুযায়ী, যদি কোনো গোলকিপারের আঘাতের কারণে খেলা বন্ধ হয়, তবে খেলা পুনরায় শুরু হওয়ার পর ম্যানেজার বা প্রধান কোচকে অবশ্যই অবিলম্বে একজন আউটফিল্ড ফুটবলারকে অন্তত এক মিনিটের জন্য মাঠ ছাড়ার নির্দেশ দিতে হবে। এই নতুন নিয়মটির ফলে খেলা বন্ধ থাকার সুযোগে কোনো দলের কৌশলগত সুবিধা লাভের প্রলোভন দূর করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এক বিবৃতিতে আইএফএবি জানিয়েছে, এই পরীক্ষামূলক প্রয়োগটি খেলার বর্তমান আইনের সেই নিয়মের ওপর ভিত্তি করে করা হচ্ছে, যেখানে বলা আছে যে, কোনো আউটফিল্ড ফুটবলারকে মাঠে পরীক্ষা বা চিকিৎসা করা হলে, অথবা তার আঘাতের কারণে খেলা বন্ধ হলে, তাকে এক মিনিটের জন্য মাঠ ছাড়তে হবে। ফুটবল মাঠে প্রায়শই দেখা যায়, প্রতিপক্ষের কোনো স্পর্শ ছাড়াই গোলকিপার হুট করেই চিকিৎসার জন্য আকুতি জানাচ্ছে। এই ঘটনা ক্রমশই নিয়মিত হয়ে উঠছে এবং এটি সমর্থক, বিশেষজ্ঞ ও প্রতিপক্ষ দলের কোচদের জন্য হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিরতিগুলো টেকনিক্যাল এরিয়ার কাছে সতীর্থদের কৌশলগত নির্দেশনা গ্রহণের সুযোগ

করে দেয় অনেক সময়। বিবৃতিতে এফএ বলেছে, এই পরীক্ষামূলক ব্যবস্থাটি এমন পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যেখানে গোলকিপারদের আঘাতকে কৌশলগতভাবে ‘খেলার গতি ব্যাহত করতে, খেলার গতি কমিয়ে আনতে বা কৌশলগত নির্দেশনা দেওয়ার সুযোগ তৈরি করতে’ ব্যবহার করা হয়েছে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ‘ফুটবলারদের সর্বোচ্চ মানের কল্যাণ বজায় রেখে খেলার স্বাভাবিক প্রবাহকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য আইএফএবি এবং অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে মরসুমজুড়ে এই পরীক্ষামূলক ব্যবস্থাটি পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে ইংলিশ ফুটবল।’ ইংলিশ ফুটবলের নানা স্তরে গত মরসুমে খেলার গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে গোলকিপারদের চিকিৎসা নেওয়ার জন্য খেলা থমকে যাওয়ার অসংখ্য উদাহরণ ছিল। প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা লড়াইয়ে আর্সেনালের ১-০ গোলের গুরুত্বপূর্ণ জয়ের ম্যাচে গোলকিপার দাভিদ রাইয়া তিনবার চিকিৎসা নেওয়ায় তার সমালোচনা করে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের ম্যানেজার ফাবিয়ান হার্টসেলের বলেছিলেন, ‘‘সাধারণভাবেই প্রিমিয়ার লিগের একটি নিয়ম খুঁজে বের করা দরকার, কারণ আর্সেনাল সেখানে যা করেছে, তা ফুটবলের জন্য নয়।’’ ম্যানচেস্টার সিটির গোলরক্ষক জানলুইজি দোন্নারুম্মার বিরুদ্ধে ‘নিয়ম ভাঙা’ ও খেলা ব্যাহত করতে চোটের ভান করার অভিযোগ এনেছিলেন লিডস ইউনাইটেডের ম্যানেজার ড্যানিয়েল ফাকা। কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এই নিয়মটি প্রযোজ্য হবে না। যেমন, কোনো গোলরক্ষককে ফাউল করার পর যখন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, মাঠের এমন কোনো ফুটবলারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় যারও চিকিৎসার প্রয়োজন, যদি রক্তপাত হয় অথবা শারীরিক আক্রমণের ফলে আহত হন কেউ, যেটি জন্য ফ্রিকিক দেওয়া হয় এবং গোলকিপারের তাৎক্ষণিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। নতুন ব্যবস্থাটি ১ আগস্ট লিগ কাপের উদ্বোধনী রাউন্ড থেকে চালু করা হবে। ২০২৬-২৭ মরসুমে সময় অপচয় কমানোর লক্ষ্যে গৃহীত বৃহত্তর পদক্ষেপগুলোর একটি অংশ এটি। এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে বিলম্বিত থ্রো-ইন ও গোল কিকের জন্য পাঁচ সেকেন্ডের কাউন্টডাউন এবং বদলি ফুটবলারদের মাঠ ছাড়ার জন্য ১০ সেকেন্ডের সময়সীমা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com